সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

চতুঃপঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

১৩৫৪

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম — লেখকের নাম — পৃষ্ঠাঙ্ক
১। আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা ৩১
২। আলোচনা—
  সমতটেশ্বর শ্রীধারণরাতের তাম্রশাসন—ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ১৫
  প্রত্যুত্তর—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৭
  হৈহয়-কুলের শার্য্যাত শাখা—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯
৩। চাটিগ্রামে পাঠান ও মঘরাজত্ব—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২১
৪। বাংলা সাময়িক-পত্র (১২৭৫-১২৭৮ সাল) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭
৫। মহীপালের নবাবিষ্কৃত বেলওয়া-লিপি—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ৪১
৬। রচনাপঞ্জী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :
  রমেশচন্দ্র দত্ত ৯
  দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গদ্যরচনা ১০
  অমৃতলাল বসুর পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা ১২
৭। রায়মুকুট ও তাঁহার গুরুবংশ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিপঞ্চাশত্তম ও ত্রিপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা
১৩৫৪

রায়মুকুট ও তাঁহার গুরুবংশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বৃহস্পতি রায়মুকুট" প্রবন্ধে (সা-প-প, ৩৮, পৃ. ৫৭-৬৪) তাঁহার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নূতন গবেষণার ফল ও রায়মুকুটের গুরুবংশের কীর্ত্তিকলাপ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

নাম ও উপাধি :—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রায়মুকুট-রচিত অমরকোষটীকা পদচন্দ্রিকার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (২২৯ সং পুথি, পত্রসংখ্যা ১৫২)। তাহা হইতে একটি পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—ইতি মহিন্তাপনীয়-কবিচক্রবর্ত্তি-রাজপণ্ডিত-পণ্ডিতসার্ব্বভৌম-কবিপণ্ডিতচূড়ামণি-মহাচার্য্য-রায়মুকুটমণি-শ্রীমদ্বৃহস্পতি-কৃতায়ামমরকোষপঞ্জিকায়াং পদচন্দ্রিকায়াং ভূমিবর্গঃ সমাপ্তঃ (১০১।২ পত্র)। পদচন্দ্রিকার অপরাপর পুথির পাঠে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়—কবিপণ্ডিতচূড়ামণির পরিবর্ত্তে পণ্ডিতচূড়ামণি এবং রায়মুকুটমণির পরিবর্ত্তে শুধু রায়মুকুট পাঠ আছে (I. H. Q, XVII, p. 467)। এই উপাধির বহর দেখিলে স্বতই মনে হয়, গ্রন্থকারের ন্যায় মহাপণ্ডিত বঙ্গদেশে আর জন্মায় নাই। গ্রন্থকারের নাম "বৃহস্পতি"। তাঁহার গুরুদত্ত উপাধি "মিশ্র" উদ্ধৃত পুষ্পিকায় নাই, কিন্তু গ্রন্থান্তরের পুষ্পিকায় আছে (ib. pp. 458-9)। "মহিন্তাপনীয়" কুলোপাধি বটে, রাঢ়ীয় শ্রেণী বাৎস্য গোত্রের অন্যতম গাঁঞি ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে "মহিন্ত্যা"রূপে উল্লিখিত পাওয়া যায় (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ. ৭০১)। বাকি ছয়টি উপাধি গ্রন্থকারের ক্রমপরিবর্দ্ধমান খ্যাতিপ্রতিপত্তির উজ্জ্বল দীপস্তম্ভের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অর্জ্জিত। তাঁহার প্রথম পৃষ্ঠপোষক (জগদত্তের পুত্র) রায় রাজ্যধর দুইটি উপাধি দিয়া তাঁহাকে মণ্ডিত করিয়াছিলেন—আচার্য্য ও কবিচক্রবর্ত্তী। স্মৃতিরত্নহারের প্রারম্ভে ৭ম শ্লোকে পাওয়া যায় :—

> আচার্য্য ইত্যভিমতং কবিচক্র(বর্ত্তীত্যাখ্যাপদ-) দ্বিতয়মধ্যগমস্ততো যঃ।
> স শ্রীবৃহস্পতিরিমং বহুসংগ্রহার্থৈর্নির্ম্মাতি নির্ম্মলমতিঃ স্মৃতিরত্নহারম্ ॥

দুঃখের বিষয়, স্বর্গত শাস্ত্রী মহাশয় রায় রাজ্যধরকে (রাজা গণেশের পুত্র) জালালুদ্দীনের সহিত অভিন্ন ধরিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ইহার সংশোধন অন্যত্র দ্রষ্টব্য (I. H. Q., XVII, pp. 456-8 and XVIII, pp. 75-76)। দুইটি টীকার পুষ্পিকায় "রাজ্যধরাচার্য্য" লিখিত হওয়ায় (ib., XVII, p. 458) বুঝা যায়, গ্রন্থকার উক্ত রাজপুরুষের আচার্য্য অর্থাৎ উপাধ্যায় ছিলেন। পরে, আচার্য্য উপাধিই মহাচার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। পদচন্দ্রিকার আরম্ভে ৮ম শ্লোকে লিখিত আছে, পণ্ডিতসার্ব্বভৌম উপাধিটি

"গৌড়াবনীবাসব" দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল—এই গৌড়াধিপতি বার্ব্বক সাহা (১৪৫৯-১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)[১] বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। গ্রন্থকারের "রায়মুকুট" উপাধি হইতে অনুমান হয়, তিনি মধ্যযুগে রাজার মন্ত্রিত্বও করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী :—"জল্লালদীননৃপতি"র সেনাপতি রায় রাজ্যধরের পোষকতায় তিনি প্রথম বয়সে বহু টীকাগ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মেঘদূতটীকা বোধবতী, কুমারসম্ভবটীকা সুবোধা, রঘুবংশটীকা বিবেক, মাঘটীকা নির্ণয়বৃহস্পতি ও স্মৃতিরত্নহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের বিবরণ ও উপকরণরাজি অন্যত্র দ্রষ্টব্য (I. H. Q., XVII., pp. 456-65)। মেঘদূতটীকায় স্বরচিত কাব্যপ্রকাশপঞ্জিকার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রঘুবংশটীকার একটি খণ্ডিত পুথি আছে (১০৬৪২ সংখ্যক, ২-৮৯ পত্র, ষষ্ঠ সর্গের আদিভাগ পর্য্যন্ত)। ইহাও বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। পুষ্পিকা যথা, (২৫।২, ৪২।১, ৫৭।২, ৭৩।২ ও ৮৯।২ পত্রে) "কবিচক্রবর্ত্তি-শ্রীবৃহস্পতিমিশ্রকৃতে রঘুবংশবিবেকে ব্যাখ্যা(ন)বৃহস্পতিনাম্নি…।" ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-ঘটিত বিচার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ব্যাকরণে রক্ষিতের নাম (২।১, ১৮।১, ৩৪।১, ৪৪।১ পত্রে) এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে ভামহ, রুদ্রট, কণ্ঠাভরণ, কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি ভিন্ন একটি অভিনব গ্রন্থ "কাব্যপ্রদীপে"র নাম উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যপ্রদীপ মৈথিল গোবিন্দঠক্কুর রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে পৃথক্। একটি বচন উদ্ধৃত হইল :—

কার্য্যহেতুনিষেধেপি যদি কার্য্যপ্রকাশনং।
তদা বিভাবনা প্রোক্তা তৎস্বরূপমিহোচ্যতে॥ ইতি **কাব্যপ্রদীপঃ**। (১০।১ পত্র)

পদচন্দ্রিকায়ও এই গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (I. H. Q. XVII, p. 470)—ইহা সম্ভবতঃ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের এক চিরবিলুপ্ত প্রামাণিক গ্রন্থ। অপর একটি দুর্লভ গ্রন্থের বচনও উদ্ধৃত হইল :—

যস্য গন্ধমুপাঘ্রায় পলায়ন্তে প্রতিদ্বিপাঃ।
তং গন্ধহস্তিনং বিদ্যান্নৃপতের্বিজয়াপহম্॥ ইতি **বালকাত্যায়নঃ** (৪৭।২পত্র)

ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, এই সকল গ্রন্থ রায়মুকুট, পণ্ডিতসার্ব্বভৌম প্রভৃতি উপাধি অর্জ্জনের পূর্ব্বেই প্রথম যৌবনে রচিত হইয়াছিল। ইহাদের পুষ্পিকায় কবিচক্রবর্ত্তী ও আচার্য্য ভিন্ন অপর কোন উপাধির উল্লেখ নাই। কিন্তু পদচন্দ্রিকার রচনাকালে তিনি অতি

---

[১] বার্ব্বক সাহা ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আছে। হরিদাস তর্কাচার্য্যের শ্রাদ্ধবিবেকটীকার এক স্থলে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫৯১ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ৩৪-৫ পত্রে) পাওয়া যায়—"তথা গৌড়প্রৌঢ়পরিবৃঢ়ে বারবকে স্বাজ্যং শাসতি সপ্তনবত্যধিকত্রয়োদশশতীমিতশকাব্দে…মীনসংক্রান্তাবেকাস্মিন্নব্দে ঘয়োঃ সংক্রান্তিশূন্যত্বং দৃষ্টমিতি বিশারদেনোক্তং।" ১৩৯৭ শকের মীনসংক্রান্তি ১৪৭৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পড়িয়াছিল। তখনও বার্ব্বক সাহা "প্রৌঢ়" বয়সে জীবিত ছিলেন। ঐ শকাব্দের দুইটি মলমাস এবং একটি ক্ষয়মাস অতিদুর্লভ জ্যোতিষ ঘটনা বটে।

বৃদ্ধ ছিলেন ; কারণ, তখন তাঁহার বিশ্বাসরায় প্রভৃতি পুত্রগণ রাজার শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তুলাপুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড, কল্পতরু প্রভৃতি মহাদান সম্পাদনপূর্ব্বক নানা শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করাইয়া উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। বিখ্যাত মহাভারতটীকাকার অর্জ্জুন মিশ্র এই বিশ্বাসরায়ের আদেশেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ;—

গৌড়েশ্বরমহামন্ত্রি-শ্রীমদ্বিশ্বাসরায়তঃ।
লব্ধাজ্ঞেন লিখিতা মোক্ষধর্ম্মার্থদীপিকা॥ (I. H. Q. ib, p. 466 দ্রষ্টব্য)।

নবাবিষ্কৃত পুথির দ্বারা এখন অবধারিত হইয়াছে যে, ১৩৯৬ শকে (১৪৭৪ সনে) পদচন্দ্রিকা রচিত হইয়াছিল ; গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত ১৩৫৩ শকাব্দ গ্রন্থের রচনাকাল নহে। এই মূল্যবান্ পুথির পুষ্পিকা আমরা পূর্ব্বেই মুদ্রিত করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ৫৩ ; সংশোধিত পাঠ I. H. Q., XVII, pp. 467-8 দ্রষ্টব্য। শেষাংশের পাঠ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনীয়—অগং বহির্যো মূঢ় ইদং পুস্তকং ময়া লিখিতং কিম্বা মম পুস্তকমিদমিতি গদতি তস্য গোবধব্রহ্মবধফলম্। সদ্বংশজাতং গুণকোটিনম্রং ধনুঃ কথং ক্ষত্রিয়সব্যহস্তে। শরঃ পরপ্রাণহরোপসব্যে সপক্ষযোগাদধমো গরীয়ান্॥ ১৬৩।২ পত্র।) স্মৃতিরত্নহারে তিথিবিবেক ও শ্রাদ্ধবিবেকের বহুতর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, গ্রন্থদ্বয় শূলপাণি-রচিতই বটে। সুতরাং রায়মুকুটের এই স্মৃতিগ্রন্থের রচনাকাল ১৪৪০ সনের পূর্ব্বে যাইবে না এবং বর্ত্তমানে তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৪২৫-৭৫ সন মধ্যে নিঃসন্দেহে স্থাপন করা যায়।

রায়মুকুটের বাসগৃহ গঙ্গার পশ্চিম কূলে রাঢ় অঞ্চলে ছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। রায়মুকুট তাঁহার পিতা গোবিন্দের গুণকীর্ত্তনকালে একটি বিশেষণপদ দিয়াছেন—"গঙ্গাপয়োঽহরহবিগাহনহীনপঙ্কাৎ" (পদচন্দ্রিকার ৩য় শ্লোক, 'গঙ্গাপয়োলহরিগাহন' পাঠও আছে)। বুঝা যায়, তিনি নিত্য-গঙ্গাস্নায়ী ছিলেন। কিন্তু পদচন্দ্রিকায় তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, গঙ্গার পূর্ব্বকূল অপবিত্র স্থান :—

"ভারতবর্ষস্য প্রত্যন্তঃ প্রতিগতোঽন্তঃ প্রত্যন্তঃ শিষ্টাচাররহিতঃ **কামরূপবঙ্গাদির্ম্লেচ্ছঃ**।" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথি, ৯৮।১ পত্র)

"নন্থ যদি পূর্ব্বসমুদ্রাবধিরার্য্যাবর্ত্তঃ তদা গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বকূলমপি স্যাৎ। নৈবং, পূর্ব্বং কিল দেবীকোটসমীপে পশ্চিমে পূর্ব্বোদধিরাসীৎ তদপেক্ষ্য উক্তমিতি স্বামী।" (ঐ, ৯৮।২ পত্র) রায়মুকুটের অপরাপর বিবরণ পূর্ব্বতন প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য (I. H Q., XVII, pp. 456-71)।

রায়মুকুটের গুরুবংশ

মাঘটীকার প্রারম্ভে (H. P. Sastri: Nepal Cat., I, pp. 254-5) এবং রঘুবংশটীকার প্রারম্ভে ষষ্ঠ শ্লোকে (L. 2181) রায়মুকুট লিখিয়াছেন, তিনি স্বকীয় গুরু **শ্রীধর মিশ্রের** নিকট স্বয়ং 'মিশ্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ("সন্দর্ভশুদ্ধিমধিগম্য গিরাং গুরোর্যঃ **শ্রীশ্রীধরাদ্বিধৃতমিশ্রপদঃ সুমিশ্রাৎ**") এই শ্রীধর মিশ্র কে? পদচন্দ্রিকায় শ্রীধরনামক একজন পূর্বতন অমরকোষ-টীকাকারের বচন বহু স্থলে উদ্ধৃত

হইয়াছে (আনন্দরাম বরুয়া-সম্পাদিত অমরকোষ, পৃ. ৩৪, ৬৫, ৭৩, ১১৪ ও ১১৯ ; পরিষদের পুথি ১০৬।২ পত্র দ্রষ্টব্য)। তিনি অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। স্মৃতিরত্নহারের এক স্থলে (১৪৮।১ পত্রে) উল্লিখিত "শ্রীধরাহ্নিক" গ্রন্থও তাঁহার রচনা হইতে পারে। রায়মুকুটের গুরুর অভ্যুদয়কাল আনুমানিক ১৪০০-৫০ সন। ঐ সময়ে আমরা একজন "মহোপাধ্যায় শ্রীধর মিশ্রে"র নাম পাই এবং তিনিই রায়মুকুটের গুরু ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় "শ্রীগর্ভচক্রচূড়ামণি"-রচিত শূদ্রাহ্নিকবিধি নামক গ্রন্থের একটি প্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। এই অতি দুর্লভ গ্রন্থের শেষাংশ ও পুষ্পিকা যথাযথ উদ্ধৃত হইল :—(৩৬০৬ সংখ্যক পুথির ৬৬।২ পত্র)

> যদ্‌গ্রন্থবিস্তরভয়াদিহ কিঞ্চিদন্যদাখ্যাতমাহ্নিকবিধৌ ন ময়া বিধেয়ং।
> শ্রীকেশবেন কবিনাখিলসজ্জনানামাচারতস্তদধুনা পরিভাবনীয়ং ॥
>
> যোঽভূন্মিত্রকুলাগ্রণীঃ শুচরিতাপীযূষকুক্ষিম্ভরি-
> র্বিদ্যাকেলিনিকেতন (ং) কৃতধিয়ামশ্রান্তবিশ্রামভূঃ।
> তস্য শ্রীযুতকেশবস্য বচসা শুদ্ধাকরঃ সাদরং
> শ্রীগর্ভেণ কৃতোয়মাহ্নিকবিধিরা(স্তা)ৎ সতাং প্রীতয়ে ॥

ইতি মহোপাধ্যায়শ্রীমচ্ছ্রীধরমিশ্রাত্মজ-ভট্টাচার্য্যচক্রচূড়ামণি-শ্রীমচ্ছ্রীগর্ভবিরচিতঃ শূদ্রাহ্নিকবিধিঃ সমাপ্তঃ। শ্রীঃ। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোশকঃ। বৈদ্যশ্রীভুবনানন্দসেনস্য স্বাক্ষরমিদং শুভমস্তু শকাব্দাঃ। ১৪৬২ ॥ সুতরাং কেশব মিত্র নামক একজন বিদ্যোৎসাহী কায়স্থের নির্দেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। প্রতিলিপির লেখনকাল ১৪৬২ শক (১৫৪০-৪১ খ্রীঃ) হইতে গ্রন্থরচনাকালের অধস্তন সীমা ১৫২৫ খ্রীঃ ধরা যায়। আমরা গ্রন্থকারের প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, তদ্দ্বারা তাঁহার অভ্যুদয়কাল অনুমান করা যাইবে।

অনিরুদ্ধ ভট্ট (২৩।২), অপিপাল (৩৩।২), আচাররত্নাকর (১৮।১), কল্পতরু (২৩।২ প্রভৃতি), কাশীখণ্ড (৫০।১), নারায়ণোপাধ্যায় (১৫।১), পরিশিষ্টপ্রকাশ (১৭।১, ৩৩।২), পারিজাত (১৭।১), মদনপারিজাত (১৮।১, ৩০।১, ৫০।১-২), রত্নাকর (৩৪।১), বর্দ্ধমানোপাধ্যায় (২৯।২), শ্রাদ্ধবিবেককৃৎ (১৫।১, ২১।১), শ্রীদত্ত (২৯।২, ৪৯।২), সোম মিশ্র (৩৩।২), স্মৃতিমঞ্জুষা (১৩।১—মঞ্জরী নহে), স্মৃতিসার (১৪।২, ৬১।২), হরিনাথ (৫০।১), হরিভক্তি (৩৯।২), হলায়ুধ (১৫।১ প্রভৃতি), হারীতব্যাখ্যাতারঃ (৫৭।২)।

গ্রন্থকার বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের পরবর্ত্তী বাচস্পতিমিশ্রাদি মৈথিল স্মার্ত্তের নাম ও বচন উদ্ধার করেন নাই। শ্রাদ্ধবিবেককার শূলপাণিই তাঁহার প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে আধুনিকতম। এতদনুসারে তাঁহার রচনাকাল প্রায় ১৪৫০ খ্রীঃ বলিয়া অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত এবং তাঁহার পিতা শ্রীধর মিশ্রের অভ্যুদয়কাল ১৪০০-৫০ সন মধ্যে অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে শ্রীগর্ভের গ্রন্থাদি হইতে দুইটি প্রাচীন গৌড়ীয় স্মৃতিগ্রন্থের নাম ও বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

হরিভক্তি গ্রন্থ :—শ্রীগর্ভ এই গ্রন্থ হইতে একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"দেবোপরিধৃতং মস্তকোপরিধৃতং বামহস্তধৃতং অধোবস্ত্রধৃতং অন্তর্জ্জলক্ষালিতঞ্চ **হরিভক্তিসংগ্রহে** নিষিদ্ধতয়া গণিতং।" (৩৯।২ পত্র) সোসাইটির পুথিটির সহিত অপর দুইটি খণ্ডিত অজ্ঞাতনামা স্মৃতিগ্রন্থের অংশ রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে আহ্নিকাচারবিষয়ক গ্রন্থের ২৩।২ পত্রে "হরিভক্তিনাম্নি নিবন্ধে" বলিয়া উদ্ধৃত বচনটি অবিকল পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের একাদশীতত্ত্বে (হরিনাথ স্মৃতিভূষণের সংস্করণ, পৃ ১৬৮) ও আহ্নিকতত্ত্বে (পৃ. ৩৪) ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এক সময়ে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের সহিত ইহাকে অভিন্ন ধরিয়া রঘুনন্দনের ভ্রান্তিমূলক কালবিচার হইয়াছিল (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ১১১-২), যদিও বস্তুতঃ ঐ বচন শেষোক্ত বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রীগর্ভের উল্লেখ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, এই হরিভক্তি গ্রন্থ প্রাচীনতর।

অপিপাল : শ্রীগর্ভের উদ্ধৃত বচনটি এই :—"যত্ত্বপিপাল-কারিত-শূদ্রপদ্ধতৌ **সোমমিশ্রেণোক্তং**, ব্রহ্মাদিতর্পণং নমো ব্রহ্মা তৃপ্যতামিতি বাক্যেন শূদ্রৈর্ন কর্ত্তব্যং তৃপ্যতামিত্যস্য মন্ত্রত্বাৎ।" (৩৩।২ পত্র) অপিপালকারিত এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের চারিটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নবদ্বীপের পুথি (L. 1070, পত্রসংখ্যা ১১০) ১৪৪০ শকাব্দে অনুলিখিত। অপর একটি পুথি (L. 1980) ১৪৪২ শকে (সম্বতে নহে) অনুলিখিত—ইহার শেষ পৃষ্ঠার ছবি মুদ্রিত হইয়াছে (R. L. Mitra : *Notices of Sans. Mss.* vol V, Plate IV) : গৌড়ের "নীলকণ্ঠ" নামক এক প্রবীণ পণ্ডিতের আদেশে "নরহরি" কর্তৃক ইহা লিখিত হইয়াছিল। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে দুইটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, আমরা উভয়ই পরীক্ষা করিয়াছি। এই মূল্যবান্ গ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন তথ্য সঙ্কলিত হইল। ৩৭৯৩ সংখ্যক পুথির শেষ পত্রে (১৫৫।২) পাওয়া যায়—শ্রীবাণীনাথ মিত্র কর্তৃক ১৪৪৬ শকের ২২ আশ্বিন ইহা অনুলিখিত। একটি পৃথক্ পত্রে লেখকের ঊর্দ্ধতন ৭ পুরুষের নাম ১৯ শ্লোকে মনোহর ছন্দে কীর্ত্তিত হইয়াছে—"গৌড়ে রাঢ়াভূমির্ধন্যা, যস্যাং গঙ্গা মুক্তিবদান্যা।" ইত্যাদি। এই মিত্র-বংশের আদি-পুরুষ "হরিহর মিত্র" (৪ শ্লোক), তৎপুত্র সূর্য্য মিত্র (৬ শ্লোক) ইত্যাদি। ইঁহাদের বাসস্থান রাঢ়ের অন্তর্গত "বহেডাপপুরী"। শ্রীগর্ভোদ্ধৃত বচনটি ৩২।১ পত্রে যথাযথ পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধপ্রকরণের শেষে একটি পুষ্পিকা এই—ইতি শ্রীমদপিপালকারিতায়াং সোমমিশ্ররচিতায়াং শূদ্রপদ্ধতৌ শ্রাদ্ধপ্রকারাঃ সমাপ্তা॥ অতঃপর অশৌচপ্রকরণের আরম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকে অপিপালের স্তুতি দৃষ্ট হয় :—

গঙ্গান্তঃপরিশুদ্ধমূর্ত্তিরনিশং **বারেন্দ্রপালান্বয়াদ্**
যঃ শ্রীমানপিপাল ইত্যুদিতবানিন্দুঃ পয়োধেরিব।
আরাধ্য শ্রুতিবেদিনঃ সুবহুশস্তেন স্ববর্ণোচিতঃ
শূদ্রাশৌচবিবেক এষ রচিতো মন্ত্রাদিসারোক্তিতঃ॥ (১২১।২ পত্র)

(১৫৬৫ সংখ্যক পুথিতে ৭১'১ পত্রে উল্লিখিত পুষ্পিকা নাই এবং শ্লোকটির পাঠভেদ আছে—পালান্বয়ে স·· পয়োধাবিব। আপাস্ত স্মৃতি ··স্বধর্ম্মোচিতঃ ··সারোক্তিভিঃ।) ২।১ পত্রে শ্লোকাকারে গ্রন্থের একটি বিষয়সূচি ("সংখ্যয়া সপ্তবিংশতিঃ") দৃষ্ট হয়। ১৫৬৫ সংখ্যক পুথি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় নীলকণ্ঠদাসকর্তৃক ১৪৪২ শকে লিখিত—এই পুথিটি একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। প্রথম পুথির সূচি ইহাতে নাই এবং আদিতে ও মধ্যে কোন কোন প্রকরণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রাদ্ধপ্রকরণের আরম্ভে এই পুথিতে যে একটি শ্লোক ও গদ্যাংশ আছে, তাহা প্রথমোক্ত পুথিতে বাদ পড়িয়াছে। শ্লোকটি এই :—

যোসৌ শ্রাদ্ধক্রিয়াবানমলতরমতিঃ শূদ্র (ভূপালবংশঃ)
সৎকর্ত্তা বাড়বানামতিশয়করুণাকৃষ্ট···।
(বা)রেন্দ্রঃ স্বঃস্রবন্তীতটবসতিরুপাদায় ভূরিস্মৃতিজ্ঞান্
স শ্রীমাঞ্চ্ছূদ্রজাতে(র্বিরচয়তি) হিতং শ্রাদ্ধকর্ম্মাপিপালঃ॥ (৩০।২ পত্র)

সুতরাং বারেন্দ্র শ্রেণীর পালবংশীয় অপিপালের পৃষ্ঠপোষকতায় সোমমিশ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ গৌড়দেশেই রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের মত রঘুনন্দনও প্রামাণিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (যজুর্ব্বেদিশ্রাদ্ধতত্ত্বে, জীবানন্দ সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৪ ও ৪৯৮, পুথির ৪৬।১ ও ৫১।১ পত্র দ্রষ্টব্য)। অপিপালের প্রমাণপঞ্জী এই :—কল্পতরু, ধর্ম্মাধ্যক্ষ (১`০।১ প্রভৃতি), ভট্টপাদ বার্ত্তিক (৮।১), মিতাক্ষরা (৪।২ প্রভৃতি), লক্ষ্মীধর (১১।১), শিবাগম (৫৩।১), শ্রাদ্ধদীপিকা (৮।১), শ্রীদত্ত (১০৫।১), স্মৃতিসমুচ্চয় (১০৮।১), হলায়ুধ (২৭।২), হারীতভাষ্য (৯৮।২)। অপিপালের কালনির্ণয় সহজসাধ্য। তাঁহার উদ্ধৃত বচনাদির মতে শ্রীদত্ত মতই আধুনিকতম। রত্নাকর, বর্দ্ধমানোপাধ্যায় প্রভৃতি পরবর্ত্তী মৈথিল গ্রন্থাদির উল্লেখ তাঁহার গ্রন্থে নাই। সুতরাং ১৩৫০ খ্রীঃ তাঁহার অভ্যুদয়কালের উদ্ধতন সীমা বলিয়া গ্রহণ করা যায়। পক্ষান্তরে রায়মুকুটের স্মৃতিরত্নহারে (১৮৩।২—১৮৪।১ পত্রে) তাঁহার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"তথা **সোমপদ্ধতৌ**, ভবকোপাৎ পুরা জাতো ভৈরবো দমনাহ্বয়ঃ।
দান্তাস্তেনাসুরাঃ পূর্ব্বে দানবাশ্চ মহাফলাঃ॥
প্রীতেনাথ শিবেনোক্তো বিটপো ভব ভূতলে।
মত্তস্ত্বমনুপ্রাপ্য মত্তোগায় ভবিষ্যসি॥
পূজয়িষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যা মাং তত্র পুষ্পবারিভিঃ।
তে যান্তি পরমং স্থানং দমন ত্বৎপ্রসাদতঃ॥
যে পুনর্ন করিষ্যন্তি দানবং পর্ব্ব মানবাঃ।
তেষাং পুণ্যফলং দত্তং ময়া তে চৈত্রমাসিকং॥"

এস্থলে অপিপালের শূদ্রপদ্ধতিই প্রকৃত গ্রন্থকর্ত্তা সোমমিশ্রের নামে সোমপদ্ধতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উদ্ধৃত বচন ৩৭৯৪ সংখ্যক পুথির ৫৩।১ পত্রে পাওয়া যায়—"অথ দমনকবিধিঃ। শিবাগমে, হরকোপাৎ" ইত্যাদি। পাঠান্তরগুলি লিখিত হইল :—মহাবলা

…বিটপী…ভক্ত্যা দেবং ত্বৎপল্লবাদিভিঃ। তে যান্তস্তি পরং…দামনং পর্ব্ব…। তেষাং তে চৈত্রমাসোত্থং দত্তং পুণ্যফলং ময়া। ১৫৬৫ সংখ্যক পুথিতে দমনকবিধি পরিত্যক্ত হইয়াছে। রায়মুকুটের স্মৃতিগ্রন্থ প্রায় ১৪৪০ সনে রচিত হয় (I. H. Q. XVII, p. 465)। সুতরাং উল্লিখিত পাঠভেদের কারণ বিবেচনা করিয়া ১৪০০ সন অপিপালের অধস্তন সীমা নির্ণয় করা যায়। ফলতঃ অপিপালের গ্রন্থ খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর একটি গৌড়ীয় শ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থরূপে গ্রহণীয়। গ্রন্থকার সোমমিশ্র বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

শ্রীগর্ভের বিচিত্র উপাধি "ভট্টাচার্য্যচক্রচূড়ামণি" (সংক্ষেপে "চক্রচূড়ামণি") তাঁহাকে সমসাময়িক পণ্ডিতদের মধ্যে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং সহজেই নির্ণয় করা যায় যে, তাঁহার পুত্র এবং পৌত্রও দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় "গদানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ"-রচিত মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্বের টীকার এক খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (১৭৫০ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা মাত্র ২০)। গ্রন্থারম্ভে যে বিবরণ আছে, তদ্দ্বারা অনায়াসে তাঁহাকে প্রবন্ধোক্ত শ্রীগর্ভের পৌত্র বলিয়া ধরা যায় :—৩য় শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল (Chakravarti : Des. Cat., Introd., p. XVIII দ্রষ্টব্য) :—

> **শ্রীগর্ভ(শ্)চক্রচূড়ামণি**রজনি সতাং তৎসুত**শ্চক্রবর্ত্তি**
> **ভট্টাচার্যো**ঽতিচুঞ্চুঃ, সমজনি স **গদানন্দ** এতত্তনূজঃ।
> ধীরঃ **সিদ্ধান্তবাগীশ**পদমনুদধদ্ ভারতজ্ঞানদীপং
> প্রজ্ঞাবর্ত্তী বিচারানলবিমলমতাঘারমাবিষ্করোতি ॥

এতদনুসারে শ্রীগর্ভের পুত্র "চক্রবর্ত্তি ভট্টাচার্য্য" ও অতিচুঞ্চু অর্থাৎ মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং বুঝা যায়, শিরোমণি প্রভৃতির ন্যায় একমাত্র উপাধিদ্বারাই তাঁহার পাণ্ডিত্যযশঃ পরিব্যাপ্ত হয়।

গদানন্দের এই ক্ষুদ্র টীকাগ্রন্থ হইতে কিছু কিছু নূতন তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহার টীকা "বসন্ত রায়কৃত ভারতভূষণ" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। বসন্ত রায়ের "রায়" উপাধি রায়মুকুটপুত্র বিশ্বাসরায়াদির ন্যায় মন্ত্রিত্বাদি রাজপুরুষবৃত্তি সূচনা করে। গদানন্দ প্রধানতঃ "টীকাচতুষ্টয়ে"র (১০।২, ১২।১ পত্র দ্রষ্টব্য) পাঠ ও ব্যাখ্যা পদে পদে উদ্ধৃত করিয়াছেন—দেবস্বামী, চতুর্ভুজ মিশ্র, বিমলবোধ ও অর্জ্জুন মিশ্র—এবং "বয়ং" বলিয়া বহু স্থলে স্বকৃত নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি স্থল উল্লেখযোগ্য। অর্জুন বিরাটরাজ-পুত্রকে গাণ্ডীবের সম্বন্ধে বলেন, পার্থ ৬৫ বৎসর ইহা ধারণ করেন। এই উক্তির সামঞ্জস্য করিতে টীকাকারগণ বেগ পাইয়াছেন। গদানন্দের মতে "পার্থস্য জীবিতকালাপেক্ষয়ৈব ইদমুক্তম্" (১৭।২ পত্র)। পরে, অন্য মত উল্লেখ করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন :—

> পূর্ব্বাপরবিরোধেন গ্রন্থাসংগতিরীদৃশী।
> নিপুণং ভাবয়দ্ভিস্তু সমাধেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥
> নির্ম্মৎসরাঃ প্রকৃত্যৈব সন্তঃ সদ্গ্রহিলাষতঃ (?)।
> অণীয়সোঽনুগৃহ্ণন্তু মতং মম বিপশ্চিতঃ ॥ (১৮।১ পত্র)

গদানন্দের প্রমাণপঞ্জী অকারাদিক্রমে সঙ্কলিত হইল, কেবল টীকা-চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্তাকার নাম পরিত্যক্ত হইল।

অমর (৬।২), অমরটীকা (৩।১, ১২।২), কল্পতরু ("পূজাকাণ্ডকল্পতরৌ ভবিষ্যপুরাণং" ৩।২), গোবর্দ্ধন ("কবর্গচতুর্থস্তু প্রামাদিক ইতি পুরুষোত্তমদেবগোবর্দ্ধনৌ"—সংহশব্দে টিপ্পনী ১২।২), জনমেজয় (হরিবংশটীকাকৃদ্ভির্ভট্টজনমেজয়াদিভিঃ ২।২, তস্মাত্তস্তুট্টজনমেজয়মতং সম্যক্ ১১।১), টীকা (২।১), তন্ত্রপ্রদীপ (কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া সপ্তম্যপবাদিকা ইতি তন্ত্রপ্রদীপঃ ২।১, ঋতেশব্দযোগেপি কচিদ্দ্বিতীয়েতি তন্ত্রপ্রদীপঃ ৫।১), দেবস্বামী (১২।১), পুরুষোত্তমদেব (১২।২), ভাষাবৃত্তিকৃৎ (৯।১), মেদিনি (২।১ প্রভৃতি বহু স্থলে, হ্রস্ব-ইকারান্ত বিশুদ্ধ পাঠ উল্লেখযোগ্য), রঘু (২।২, ১২।২), রত্নাকর (মাতামেকাদশীং বিদ্যাৎ স্বসাং তু দ্বাদশীং বিদুঃ ইতি রত্নাকরঃ ৩।২), রায় (অর্থাৎ রায়মুকুট, কণ্ঠশব্দস্তালব্য ইতি রায়াদয়ঃ ১০।১), বর্ণদেশনাদয়ঃ (১০।১), শব্দমহার্ণব (১২।১), শব্দার্ণব (১৭।১), শালিহোত্র (৮।১), সুভূতি (৫।২), স্বামী (১।২), হড্ডচন্দ্র (৯।২), হারলতা (৬।১)।

টীকাকারদের মধ্যে অর্জুন মিশ্র (৭।২, ১৫।২) আধুনিকতম। অর্জুন মিশ্রের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। কারণ, রায়মুকুটপুত্র বিশ্বাসরায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পদচন্দ্রিকায় বিশ্বাসরায়ের সম্বন্ধে একটি উক্তি—"তত্তদ্‌গ্রন্থবিশেষনির্ম্মিতকৃতঃ কৃৎস্নেষু শাস্ত্রেষু তে"—হইতে অনুমান হয়, (১৪৭৪ সনে) পদচন্দ্রিকা রচনার পূর্ব্বেই অর্জুন মিশ্রের ভারতটীকা বিশ্বাসরায়ের প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল। উদ্ধৃত প্রমাণপঞ্জীর অপর সকলেই প্রাচীনতর। সুতরাং গদানন্দের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে স্থাপন করা যায়। দুঃখের বিষয়, পরিষদের খণ্ডিত পুথিটি বিরাটপর্ব্বের নীলকণ্ঠপঠিত ৫২ অধ্যায়ের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। গদানন্দ বহু পাঠান্তর উল্লেখ করিয়াছেন, বিরাটপর্ব্বের পাঠনির্ণয়ে তাহাদের উপযোগিতা আছে।

পরিশেষে রায়মুকুটের গুরুবংশের নামমালা ও আনুমানিক অভ্যুদয়কাল লতাকারে প্রদর্শিত হইল। বাঙ্গলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এইরূপ শত সহস্র ছিন্ন শুষ্ক লতা অতীত সমৃদ্ধির বার্ত্তা বহন করিয়া বিভিন্ন পুথিশালার নির্জ্জন কক্ষে সহৃদয় পাঠকদের নিকট জীবন ভিক্ষা করিতেছে—বর্ত্তমান সঙ্কটকালে তাহাদের যে জীবন-সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহোপাধ্যায় শ্রীধরমিশ্র (১৪০০-৫০ খ্রীঃ)
|
শ্রীগর্ভ ভট্টাচার্য্য চক্রচূড়ামণি (১৪৩০-৮০)
|
চক্রবর্ত্তি ভট্টাচার্য্য (১৪৭০-১৫২০)
|
গদানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ (১৫০৫-১৫৫০)

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

রমেশচন্দ্র দত্ত

(জন্ম : ১৩ আগষ্ট ১৮৪৮ ; মৃত্যু : ৩০ নবেম্বর ১৯০৯)

১। **বঙ্গবিজেতা** (উপন্যাস)। ১২৮১ সাল (১৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪)। পৃ. ৩১৮।

২। **মাধবীকঙ্কণ** (উপন্যাস)। ১২৮৪ সাল (৪ জুলাই ১৮৭৭)। পৃ. ২০৭+টীকা ।৵০।

৩। **জীবন-প্রভাত** (উপন্যাস)। ১২৮৫ সাল (৮ নবেম্বর ১৮৭৮)। পৃ. ৩০০।

৪। **জীবনসন্ধ্যা** (উপন্যাস)। ১২৮৬ সাল (৫ জুলাই ১৮৭৯)। পৃ. ২১৩।

৫। **শতবর্ষ**। ১২৮৬ সাল (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ১০৪৬।
(বঙ্গবিজেতা, জীবন-সন্ধ্যা, মাধবীকঙ্কণ ও জীবন-প্রভাত একত্রে)

৬। **ঋগ্বেদ সংহিতা :** ইং ১৮৮৫-৮৭।
মূল সংস্কৃত (প্রথমোঽষ্টকঃ)। আশ্বিন ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ৭৬৪।
বঙ্গানুবাদ (১ম-৮ম অষ্টক)। ইং ১৮৮৫-৮৭।

৭। **হিন্দুশাস্ত্র**, ১-৯ ভাগ। (শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত ও অনূদিত)।
১৩০০-১৩০৩ সাল (ইং ১৮৯৩-৯৭)।

প্রথম খণ্ড :—

১ম ভাগ—বেদসংহিতা	… সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত
২য় ভাগ—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্	… ঐ
৩য় ভাগ—শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র	… ঐ
৪র্থ ভাগ—ধর্ম্মশাস্ত্র	… কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
৫ম ভাগ—ষড় দর্শন	… কালীবর বেদান্তবাগীশ

দ্বিতীয় খণ্ড :—

৬ষ্ঠ ভাগ—রামায়ণ	… হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
৭ম ভাগ—মহাভারত	… দামোদর [মুখোপাধ্যায়] বিদ্যানন্দ
৮ম ভাগ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	… ঐ
৯ম ভাগ—অষ্টাদশ পুরাণ	… আশুতোষ শাস্ত্রী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী

৮। **সংসার** (উপন্যাস)। (৫ মে ১৮৮৬)। পৃ. ১৫৬।

৯। **সমাজ** (উপন্যাস)। ১৩০১ সাল (২৭ জুলাই ১৮৯৪)। পৃ. ২০২।

১০। **সংসার-কথা** (উপন্যাস)। ? (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০)। পৃ. ৩৬১।
('সংসার'-এর পরিবর্ত্তিত সংস্করণ ; মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা

পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রমেশচন্দ্রের বহু বাংলা রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলির একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রদত্ত হইল :—

ঋগ্বেদের দেবগণ	'নবজীবন,' শ্রাবণ-কার্ত্তিক, মাঘ-চৈত্র ১২৯২ ; বৈশাখ ১২৯৩
হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস	'নব্যভারত', পৌষ ১২৯৭—বৈশাখ ১৩০০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	'নব্যভারত', ভাদ্র ১২৯৮
কবি কালিদাস	'ভারতী ও বালক', পৌষ ১২৯৯
কবি ভবভূতি	'সাধনা', মাঘ ১২৯৯
উন্নতির যুগ	'সাধনা', চৈত্র ১২৯৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	'নব্যভারত', বৈশাখ ১৩০১
বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১ম সংখ্যা ১৩০১
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৩য় সংখ্যা ১৩০১
দুদিনের স্বদেশযাপন	'ভারতী', বৈশাখ ১৩০৭
ভারতবাসীদিগের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ	'প্রভাত', ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭
হিন্দু দর্শন	'ভারতী', বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮
ভারতীয় দুর্ভিক্ষ (তাহার কারণ ও প্রতীকার)	'ভারতী', আষাঢ় ১৩০৮
ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি	'ভারতী', শ্রাবণ ১৩০৮
বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত	'ভারতী', পৌষ ১৩০৮
ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা	'ভারতী', ফাল্গুন ১৩০৮
ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল	'ভারতী,' বৈশাখ, আষাঢ় ১৩০৯
বারাণসী শিল্প-সমিতি	'ভাণ্ডার,' ফাল্গুন ১৩১২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গদ্য-রচনা

১৩৫১ সালের ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গদ্য-রচনাগুলি পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এগুলি একত্র করিয়া 'চিন্তা ও কল্পনা' নামে ছাপিতে দিয়াছিলেন; মুদ্রণকার্য্য অনেকটা অগ্রসরও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে উহা শেষ-পর্য্যন্ত সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নাই। এই সকল রচনার মধ্যে কেবলমাত্র "কালিদাস ও ভবভূতি" তাঁহার মৃত্যুর পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে; বাকী রচনাগুলির কয়েকটি "চিন্তা ও কল্পনা" নামে

বসুমতী-প্রকাশিত 'দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে স্থান পাইয়াছে। আমরা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলালের যতগুলি গদ্য রচনার সন্ধান পাইয়াছি, তাহার একটি তালিকা দিলাম :—

১২৮৯, চৈত্র	'আর্য্যদর্শন'	বাগ্মী ও সংবাদপত্র
১২৯০	'শক্তি'	নেতা ও নেতৃত্ব*
ভাদ্র	'নব্যভারত'	হৃদয় ও মন
পৌষ		প্রেম কি উন্মত্ততা ?
১২৯১-৯২	'পতাকা' (সাপ্তাহিক)	বিলাতের পত্র †
১৩০২, কার্ত্তিক	'ভারতী'	মানভিক্ষা
পৌষ	"	নূতন ও পুরাতন
মাঘ	"	বাঙ্গলার রঙ্গভূমি
চৈত্র	"	ইংরাজি ও বাঙ্গলা পোষাক
১৩০৩, বৈশাখ	"	ইংরাজি ও হিন্দু সঙ্গীত
১৩০৪, কার্ত্তিক	'জন্মভূমি' (পৃ. ৩৩৫-৩৮)	জীবনী (স্বরচিত)
১৩০৬, চৈত্র	'সাহিত্য'	গল্পের নমুনা
১৩১০, অগ্রহায়ণ	"	কীর্ত্তন
১৩১৩, আশ্বিন	"	একটি পুরাতন মাঝির গান (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)
কার্ত্তিক	'প্রবাসী'	কাব্যের অভিব্যক্তি
১৩১৪, বৈশাখ	'সাহিত্য'	উপমা
শ্রাবণ	"	জাতিভেদ
মাঘ	'বঙ্গদর্শন'	কাব্যের উপভোগ
১৩১৫, আষাঢ়	'সাহিত্য'	বিষম সমস্যা
মাঘ	"	নবীনচন্দ্র
১৩১৬, জ্যৈষ্ঠ	"	কাব্যে নীতি
মাঘ	'বঙ্গদর্শন'	মোহিনী (গল্প)
১৩১৭, শ্রাবণ	'নাট্য-মন্দির'	আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ
ভাদ্র	"	অভিনেতার কর্ত্তব্য

---

* ১৮৮৩ সনের ২৮এ অক্টোবর দ্বিজেন্দ্রলাল দেওঘরে 'সুরভি'-সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিয়াছিলেন :—"I have written an article on নেতা and নেতৃত্ব in the শক্তি···It is in the last no. of the শক্তি."

† নবকৃষ্ণ ঘোষ-রচিত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' (১৩২৩) ও দেবকুমার রায়চৌধুরী-রচিত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' (১৩২৪) পুস্তকে এই সকল পত্রের অধিকাংশই উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৩১৭, আশ্বিন-কার্ত্তিক	‘বাণী’	‘গোরা’ (সমালোচনা)
পৌষ	‘নব্যভারত’	সাহিত্যে আবর্জ্জনা
১৩১৮, শ্রাবণ	„	টাকের জয়
১৩২০, আষাঢ়	‘ভারতবর্ষ’	সূচনা
শ্রাবণ	„	ছত্র-মহিমা (লেখনী চিত্র)
ভাদ্র	„	হরিপদর ধ্রুপদ শিক্ষা (নক্সা)

ইহা ছাড়া “অবরোধ-প্রথা” নামে একটি অসম্পূর্ণ রচনা দেবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত ‘দ্বিজেন্দ্রলালে’ (পৃ. ৬৭৭-৮০) মুদ্রিত হইয়াছে।

অমৃতলাল বসুর পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

নাট্যগ্রন্থ ব্যতীত অমৃতলাল বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, কবিতা-গান প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই সকল রচনার কিছু কিছু ‘অমৃত-গ্রন্থাবলী’ ও ‘কৌতুক-যৌতুকে’ স্থান পাইয়াছে ; অধিকাংশই এখনও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। এই শ্রেণীর কয়েকটি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

১৩১২ : বৈশাখ	‘ভারতী’	নববর্ষ (কবিতা)
জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ-মাঘ	„	ঘরের কথা (চিত্র)
১৩১৬ : আশ্বিন	‘জন্মভূমি’	স্বপ্নলব্ধা (চিত্র)
১৩১৭ : শ্রাবণ-ফাল্গুন	‘নাট্য-মন্দির’	রত্নাবলী (অনূদিত নাটক)
১৩১৮ : বৈশাখ	„	গোকুল তুই ক্ষান্ত দে (নক্শা)
চৈত্র	„	পতি-নির্ব্বাচন (রঙ্গগীতি)
১৩১৯ : শ্রাবণ-কার্ত্তিক, বৈশাখ '২০	„	আশার নেশা (নাটিকা)
১৩২১ : ফাল্গুন	‘জাহ্নবী’	তালের তত্ত্ব (ব্যঙ্গ কবিতা)
চৈত্র	„	গঙ্গাতটে (কবিতা)
১৩২৩ : আষাঢ়-শ্রাবণ	‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’	শিরোমণির তীর্থযাত্রা (নক্শা)
১৩২৭ : চৈত্র	‘পল্লী-বাণী’	বসিরহাট বাণী সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।
১৩২৯ : বৈশাখ	‘মাসিক বসুমতী’	চরকা (স্মৃতিকথা)
আশ্বিন	„	আত্ম-সমর্পণ (নক্শা)
অগ্রহায়ণ	„	বঙ্গীয় নাট্যশালার পঞ্চাশৎ
অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন।		*বাৎসরিক জন্মোৎসব-সঙ্গীত।*
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০	„	স্বরাজ-সাধনা (প্রবন্ধ)

১৩২৯ : ৯ অগ্রহায়ণ	... 'মজলিস'	... বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদিন
১৩৩০ : শ্রাবণ-ভাদ্র	... 'ভারতী'	... নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।
শ্রাবণ	... 'মাসিক বসুমতী'	ঐ
অগ্রহায়ণ	... ”	... পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবন্ধ)
	... ”	... [সুরেন্দ্রনাথ] বিসর্জ্জন (প্রবন্ধ)
মাঘ	... ”	... চোখ গেল (প্রবন্ধ)
১৩৩০ : ফাল্গুন-চৈত্র। ১৩৩১—বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্ত্তিক-ফাল্গুন	... 'মাসিক বসুমতী'	পুরাতন পঞ্জিকা (স্মৃতিকথা)
১৩৩১ : ভাদ্র	... 'বঙ্গবাণী'	... পাঠাগারে বক্তৃতা
১৮ আশ্বিন, ৮ কার্ত্তিক	... 'রূপ ও রঙ্গ'	... পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা
অগ্রহায়ণ	... 'মাসিক বসুমতী'	ফলার ফিলজফি (প্রবন্ধ)
পৌষ	... ”	... হেল্ অডিন্সান্স (প্রবন্ধ)
বড়দিন ১৯২৪	... 'সচিত্র শিশির'	নটনীতি (কবিতা)
	... ”	... পত্রিকা ও নাট্যশালা (প্রবন্ধ)
মাঘ	... 'মাসিক বসুমতী'	সারস্বত ব্রতকথা—মধুসূদন (প্রবন্ধ)
ফাল্গুন	... ”	... আস্তাবোলে অমৃতলাল (কবিতা)
১৩৩২ : শ্রাবণ	... ”	... আমার পূজা (প্রবন্ধ)
শারদীয়া	... 'বার্ষিক বসুমতী'	দাম্পত্য-চণ্ডীপাঠ (ছড়া)
	... ”	... ১৯৭৫ (নক্‌শা)
কার্ত্তিক-পৌষ, ফাল্গুন	... 'মাসিক বসুমতী'	গজুর ভজন (নক্‌শা)
চৈত্র	... ”	... বীরভূমে অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির সূচনা-বচন।
চৈত্র। ১৩৩৩ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ...	”	... রূপকথা (নক্‌শা)
চৈত্র	... 'ভারতী'	... সেকালের কথা
১৩৩৩ : শ্রাবণ-ভাদ্র, পৌষ-চৈত্র। ১৩৩৪ বৈশাখ, শ্রাবণ-আশ্বিন	... 'মাসিক বসুমতী'	হামিদের হিম্মৎ (উপন্যাস)
শারদীয়া	... 'বার্ষিক বসুমতী'	শুভদিন (নূতন তাজ্জব ব্যাপার)
কার্ত্তিক	... 'মাসিক বসুমতী'	আবোল-তাবোল (প্রবন্ধ)

১৩৩৩ :	চৈত্র	… ‘মাসিক বসুমতী’	মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।
১৩৩৪ :	জ্যৈষ্ঠ	… ” …	ভুবনমোহন নিয়োগী (প্রবন্ধ)
	শারদীয়া	… ‘বার্ষিক বসুমতী’	ব্যারণ এণ্ড পিপলাই কোং (গল্প)
	অগ্রহায়ণ-মাঘ, চৈত্র। ১৩৩৫ বৈশাখ-শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন। ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ	… ‘মাসিক বসুমতী’	যুবক-জীবন (উপন্যাস)
১৩৩৪ :	পৌষ (?)—মাঘ	… ‘উড়ো খই’ …	ছুটির বৈঠক (গল্প)
	ফাল্গুন	… ‘মাসিক বসুমতী’	ধলা, বীণাপাণি সাহিত্য-সম্মিলনীর ৩য় বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।
১৩৩৫ :	আশ্বিন-কার্ত্তিক	… ” …	টুনটুনী (গল্প)
	পৌষ	… ” …	পৌষ-পার্ব্বণ (কবিতা)
	চৈত্র	… ” …	মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের ১৬শ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১৩৩৬ :	শ্রাবণ	… ‘মাসিক বসুমতী’	বরণীয় বাঙ্গালী-জীবন (প্রবন্ধ)
	আশ্বিন	… ‘পঞ্চপুষ্প’ …	বসিরহাট—ধান্যকুড়িয়া

বাংলার পুরাতনের প্রতি অমৃতলালের অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। ১৩২২ সালের চৈত্র-সংক্রান্তিতে (ইং ১৯১৬) অনুষ্ঠিত জেলেপাড়ার সঙের ছড়াগুলি তিনিই রচনা করিয়া দিয়াছিলেন ; ইহার কয়েকটি ‘অমৃত-গ্রন্থাবলী’র ৪র্থ ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ (ইং ১৯১৮) শোভাবাজারের গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে জোড়াসাঁকো ও কাঁসারিপাড়া—দুই দলের মধ্যে হাফ-আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রাম হয়। অমৃতলাল জোড়াসাঁকোর পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গানগুলি ‘বীণার ঝঙ্কারে’ (৭ম সং. পৃ. ৬০১-৬) স্থান পাইয়াছে।

ইংরেজী রচনা।- অমৃতলাল ইংরেজী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। *Forward, Liberty, Servant* প্রভৃতি সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি অনুসন্ধান করিলে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদির দর্শন মিলিবে। আমরা তাঁহার দুই-চারিটি ইংরেজী রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

The Calcutta Review	August 1925 …	Step Aside
The Cal. Municipal Gaz.	Third Anniversary … No. 19-11-27	A Stroll in the Hogg Market.
	Fourth Aniversary … No. 17-11-28	Calcutta as I knew it once : *Tales of a Grandfather.*

আলোচনা

[সমতটেশ্বর শ্রীধারণরাতের তাম্রশাসন]

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-এইচ ডি

১৩৫৩ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ভারতবর্ষে আমি "সমতটের রাতরাজবংশ" শীর্ষক এক প্রবন্ধে শ্রীধারণের অষ্টমরাজ্যবর্ষীয় নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিয়াছিলাম। সম্প্রতি (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৫৩শ ভাগ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪১-৫৪) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমার ঐ প্রবন্ধের এক সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীধারণরাতের তাম্রশাসন সম্পর্কে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রধান কথা তাঁহার প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই আছে।—"সর্ব্বাগ্রে ইহার কালনির্ণয় আবশ্যক। ত্রিপুরার লোকনাথ-শাসন রচনাকালে (৬৬৩ ৬৪ খ্রীঃ) রাতশাসনোক্ত জীবধারণ জীবিত ছিলেন। সুতরাং শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যাঙ্ক কিছুতেই ৬৭৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না। শ্রীধারণের পুত্র যুবরাজ বলধারণ তৎকালে প্রবয়াঃ অর্থাৎ প্রবীণবয়স্ক এবং তদীয় সন্ততিগণও নায়কগুণসম্পদে বর্দ্ধমান ছিলেন। সুতরাং রাতলিপির কাল নিঃসন্দেহে প্রায় ৭০০ সন নির্ণয় করা যায়; কিছু পরেও হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বে নহে।" এই প্রধান যুক্তির অনুপূরক হিসাবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রত্নলিপিতত্ত্বঘটিত যে দুই চারি কথা বলিয়াছেন, তাহার কোনই মূল্য নাই। যাহা হউক, উদ্ধৃত যুক্তির বলেই তিনি আমার সমুদয় মতামতকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ যুক্তি কতটা গ্রাহ্য, পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করুন। প্রথম কথা এই যে, ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের তাম্রশাসনে লোকনাথ যদি প্রকাশ করেন যে, রাতবংশীয় জীবধারণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহাতে শুধু ইহাই প্রমাণ হয় যে, ঐ সংঘর্ষ তাম্রশাসনের তারিখের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। কিন্তু উহা শাসনদানের দশ দিন, কি দশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, তাহা অপ্রমাণিত থাকিয়া গেল। সুতরাং জীবধারণ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, কি উহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বা পরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা মোটেই প্রমাণিত হইল না। কিন্তু ইহা হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবধারণের পুত্র শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষ "কিছুতেই ৬৭৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না।" দ্বিতীয়তঃ, যুবরাজ বলধারণ শ্রীধারণের পুত্র ছিলেন, এ কথা তাম্রশাসনে নাই। সুতরাং একটা প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়কে প্রমাণিত সত্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহা যুক্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৃতীয় কথাটি আরও মারাত্মক। আচ্ছা, ধরিয়া লওয়া গেল যে, বলধারণ শ্রীধারণের পুত্র ছিলেন। কিন্তু বলধারণ পিতার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে প্রবীণবয়স্ক ছিলেন এবং তদীয় সন্ততি নায়কগুণসম্পন্ন ছিলেন, ইহার সহিত আলোচ্য তাম্রশাসনের কালনির্ণয়ের সম্পর্কটা কি? ধরুন,

শাসনদানের সময় বলধারণের বয়স ৪৫ বৎসর এবং শ্রীধারণের বয়স ৭০ বৎসর ছিল, এবং জীবধারণ তখন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার বয়স ৯৫ বৎসর হইত (অর্থাৎ ধরুন, তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে মারা যান)। তাহাতে শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষের তাম্রশাসন ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী হইবে কেন ?

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমালোচনায় যুক্তিগত ত্রুটি ব্যতীত তথ্যগত অসংখ্য ভুল আছে। তিনি বলেন যে, 'সেংচি' 'ইচিঙে'র ভারত আগমনের পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সমতটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বথা ভ্রান্ত। ইচিং ৭০০-৭১২ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে যে গ্রন্থ রচনা করেন, উহাতে সেংচির ভ্রমণ-বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে এবং বলা হইয়াছে যে, আনুমানিক ৬৫০-৭০০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে যে সকল চীন পরিব্রাজক ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন, সেংচি তাঁহাদের অন্যতম। সেংচি ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সমতটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহার কোনই প্রমাণ নাই।

সেংচির Ho lo-she-po-t'aকে "রাজভট" মানিয়াও আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কষাঘাতের পাত্র হইয়াছি ; কারণ, তাঁহার ধারণা এই যে, উহা "হর্ষভট" হইবে। অথচ ইহা একেবারেই আজগুবি এবং অসম্ভব। সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজকেরা যখন হর্ষবর্দ্ধন, রাজবর্দ্ধন (রাজ্যবর্দ্ধন), রাজপুর প্রভৃতি নাম লিখিতেন, তখন "হর্ষ" শব্দটিকে লিখিতেন Ho-li-sha এবং "রাজ" শব্দটিকে লিখিতেন Ho-lo-she. ইহার অকাট্য প্রমাণ হিউএনসাঙের গ্রন্থে আছে।

আমি লিখিয়াছি যে, সম্ভবতঃ আদৌ বঙ্গের খড়্গ এবং সমতটের রাতবংশীয়গণ গৌড়সম্রাটের সামন্ত ছিলেন ; হর্ষ এবং ভাস্করবর্ম্মার হস্তে গৌড়পতির পরাজয়ের সুযোগে ঐ সামন্তেরা প্রায় স্বাধীন রাজার ন্যায় তত্তদ্দেশ শাসন করিতে থাকেন। বোধ হয় জীবধারণের শাসনকালে রাতবংশীয়েরা পূর্ব্বোক্ত সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন ; তৎপুত্র শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষের কিয়ৎকাল পরে (সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি কোন সময়ে ; ধরুন, আনুমানিক ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে) খড়্গ-বংশীয় দেবখড়্গ রাতবংশ উৎখাত করিয়া সমতট অধিকার করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত অপরূপ যুক্তি ও আজগুবি ধারণাসমূহের জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমি সমস্তই ভুল বলিয়াছি। আমি ভুল, কি তিনি ভুল, পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করুন। রাতবংশকে সামন্ত বলাতেও তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, দেখিতেছি। দুঃখের বিষয়, তিনি সামন্তত্বসূচক "প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ" কথাটির অর্থ লক্ষ্য করেন নাই। জীবধারণেরও যখন বাপপিতামহ অবশ্যই ছিলেন এবং তাঁহাদের সামন্তরাজ থাকিবারই যখন সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তখন শীলভদ্র কেন যে রাতবংশীয় হইতে পারিবেন না, ইহা আমার জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত "রাজপুত্র"=প্রাকৃত "রাঅউত্ত", "রাউত্ত" হইতে আধুনিক "রাবত্", "রাউত" আসিয়াছে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে "রাউত্ত" "রাত্ত" শব্দের পরিণাম! ইহা কিরূপে হইতে পারে জানি না।

উপরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমালোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র দেওয়া হইল। ইহা

ছাড়াও তাঁহার প্রবন্ধে নানা ভুল এবং লেখ-বিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানাল্পতার বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি এই যে, তাঁহার কাল্পনিক পাঠোদ্ধারের কু-অভ্যাস আছে। এই সকল বিষয় পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রত্যুত্তর

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১। রাত-শাসনের কালনির্ণয়ে ডঃ সরকার চার-পাঁচটি বিভিন্ন এবং অল্পবিস্তর বিরোধী মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এবার তন্মধ্যে একটি মত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"শ্রীধারণের অষ্টমরাজ্যবর্ষের কিয়ৎকাল পরে (সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি কোন সময়ে, ধরুন আনুমানিক ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে) খড়্গাবংশীয় দেবখড়্গা রাতবংশ উৎখাত করিয়া সমতট অধিকার করেন।" ইহার সমর্থনের জন্য এখন তিনি বলেন, লোকনাথলিপিকালে (অর্থাৎ ৬৬৪ সনে) জীবধারণ জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি স্বয়ং যে পূর্ব্বে লোকনাথ-লিপিকালে জীবমান ধরিয়াই জীবধারণের কাল সপ্তম শতাব্দীর "তৃতীয় পাদে" এবং শ্রীধারণের কাল "শেষ পাদে" নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃ. ৩৭০।২), তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। এইরূপে, তিনি স্বয়ং পূর্ব্বে বলধারণকে শ্রীধারণের পুত্র মনে করিয়াও (ঐ, পৃ. ৩৭৩।২) এখন তাহা "প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়" বলিয়া বিপক্ষযুক্তির প্রতিরোধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন! আর, বলধারণের ও তদীয় সন্ততিগণের শাসনোক্ত বিশেষণপদ হইতে ডঃ সরকারের পরিকল্পিত পথেই শাসনের কালনির্দ্দেশ সূচিত হয়। কিন্তু "প্রবয়াঃ" শব্দের অর্থ বৃদ্ধ ("প্রবয়াঃ স্থবিরো বৃদ্ধঃ," অমর) এবং শাস্ত্রমতে "বৃদ্ধঃ সপ্ততেরূর্দ্ধম্" (অষ্টাঙ্গহৃদয়ের পদার্থচন্দ্রিকাটীকা, পৃ. ৪৩৭ প্রভৃতি)। বলধারণের বয়স সুতরাং মাত্র ৪৫ না ধরিয়া অন্ততঃ পক্ষে ৬০-৭০ ধরা উচিত। ৬৭০ সনে দেবখড়্গা রাতবংশ উৎখাত করিয়া থাকিলে অন্ততঃ ঐ সনই শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষ ধরিয়া এক পুরুষের গড়-পড়তা ২৫ বৎসর ধরিয়া (যদিও তাহা অভ্রান্ত নহে) এবং লোকনাথ-শাসনের "শ্রীপরমেশ্বরস্য" কিম্বা "শ্রীজীবধারণ" পদে "শ্রী"শব্দ মৃত ব্যক্তির গৌরবচিহ্ন ধরিয়াও, ৬৬২ সনে মৃত্যুকালে জীবধারণের বয়স হয় ন্যূন পক্ষে ১০২—প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বেশী হইবে। (অর্থাৎ শীলভদ্র ও জীবধারণ একেবারেই সমসাময়িক হইয়া পড়েন, যে শীলভদ্র রাতবংশীয় কেন হইতে পারিবেন না, তাহা-এখনও ডঃ সরকারের জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য।) সুতরাং যুক্তিটি যে তাঁহার পক্ষে "আরও মারাত্মক" সন্দেহ নাই! যুক্তিটির *দূরপ্রসারী ফলাফলের বিশদ ব্যাখ্যা উহ্য রহিল।*

২। ই-সিঙের মৌলিক গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল Dr. Takakusu বিশেষভাবে বিচার করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন (General Introd. pp· Liv-Lv), ই-সিঙের ভ্রমণকাহিনী প্রথম রচিত হয়, তৎপর পরিব্রাজকবিবরণী। ভ্রমণ-কাহিনীর ভূমিকাংশ ও পরিব্রাজকবিবরণী প্রায় একই সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং শেষোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট সর্ব্বশেষে রচিত হয়, কিন্তু ৬৯২ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে। সেঙ্-চির বিবরণী মূলাংশেই আছে, পরিশিষ্টে নহে। সেঙ-চি "প্রথমে" সমতটে আসেন এবং ই-সিঙ্ তাঁহার সমতটে মৃত্যু হওয়ার সম্বাদও লিখিয়াছেন (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩১, পৃ. ৭৯৫ : Chavannesকৃত ফরাসী অনুবাদ আমরা দেখি নাই ; ডঃ মজুমদারের সারসঙ্কলনই এ স্থলে আমাদের একমাত্র উপজীব্য)। সুতরাং সেঙ্-চির আগমনকাল ই-সিঙের "কিছু পূর্ব্বে" হওয়াই সম্ভব, সমসময়েও হইতে পারে। ডঃ সরকার Takakusuর মত অগ্রাহ্য করিয়া Bealএর এক পুরাতন মত (Life of Hiuen Tsiang, 1888, p. XVI) অনুসরণ করিয়া পরিব্রাজকদের ভারতাগমন-কাল ৬৫০-৭০০ সন ("latter half of the 7th century A.D.") ধরিয়াছেন। তর্কস্থলে তাঁহার মত স্বীকার করিলেও সেঙ্-চির সমতটে আগমনকাল ই-সিঙের কিছু পূর্ব্বে ধরা কেন "সর্ব্বথা ভ্রান্ত", আমরা বুঝিলাম না।

৩। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে Wattersএর Yuan Chwang (II. 188) অধ্যয়নকালে আমাদের প্রশ্ন জাগিয়াছিল, Chavannes কর্তৃক গৃহীত "হর্ষভট" পাঠ শুদ্ধ করিয়া রাজভট পাঠ কেন হইবে। বর্ত্তমান সুযোগে প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ায় ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাওয়া গেল এবং আশা করা যায়, ডঃ বাগ্চীর অভিমতও পাওয়া যাইবে। এ স্থলে আমাদের মূল যুক্তি যে 'রাজভট' পাঠ স্বীকার করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ডঃ সরকারের লক্ষ্য হয় নাই।

৪। ডঃ সরকার রাতবংশকে শুধু সামন্ত নহে, পরন্তু খড়্গাদিগের সামন্ত বলায় আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম—"ক্ষুণ্ণ" হই নাই। "প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ" পদে যদি সামন্ত সূচিত হয়, "প্রতাপোপনতসামন্তচক্র," "অর্পিতাধিরাজ্য" ও "সমতটাদ্যনেকদেশাধিরাজ্য" পদে পরমেশ্বরও সূচিত হয়।

[হৈহয়-কুলের শার্য্যাত শাখা]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৫২ ভাগের ২৩ পৃষ্ঠায় ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার পার্জিটার সাহেবের মত খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হৈহয়-কুলের শার্য্যাত নামে কোন উপশাখা ছিল না। তিনি মৎস্যপুরাণের "শার্য্যাতা(ঃ)" স্থলে বায়ুপুরাণের "অসংখ্যাতা(ঃ)" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু পার্জিটারের গৃহীত "শার্য্যাতা(ঃ)" পাঠ-ই শুদ্ধ বলিয়া মনে করি।

মুদ্রিত পুরাণগুলিতে নামগুলি প্রায়ই লিপিকর-প্রমাদ-দুষ্ট। এই জন্য পাঠ আলোচনার পূর্ব্বে শার্য্যাত নাম সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯২ সূক্তের ঋষি হইতেছেন শার্য্যাত মানব অর্থাৎ মনুবংশীয় শার্য্যাত। ঋগ্‌বেদের সূক্তমধ্যে শার্য্যাতের নাম পাওয়া যায়।

আ স্মা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি
শার্য্যাতস্য প্রভৃতা যেষু নন্দসে। ১।৫১।১২

হে ইন্দ্র! তুমি সোমপানার্থ রথে আরোহণ করিয়া গমন কর। যে সোমে তুমি হৃষ্ট হও, শার্য্যাত সেই সোম প্রস্তুত করিয়াছেন। (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩৯।৭) দেখা যায় যে, ভার্গব চ্যবন মানব শার্য্যাতকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩৪৩ অধ্যায়ে আছে যে, চ্যবন মুনি শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। বনপর্ব্বের ১২১ অধ্যায়ে পাওয়া যায়, চ্যবন শর্য্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণুপুরাণেও (৪।১) ইহার উল্লেখ আছে। অগ্নিপুরাণের (২৭৪ অধ্যায়) মতে নহুষের এক পুত্রের নাম শর্য্যাতি। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ৩০ অধ্যায় অনুসারে মনুর পুত্র শর্য্যাতি। "শর্য্যাতির বংশে মহারাজ বৎসের জন্ম হয়। তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। লোকে সেই হৈহয়কেই বীতহব্য নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে।" (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)।

আমরা বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও পুরাণের প্রমাণে দেখিলাম যে, শার্য্যাত বা শর্য্যাতি নামে কেহ ছিলেন এবং তাঁহার সহিত হৈহয়-কুলের সম্পর্ক ছিল।

এক্ষণে পাঠ আলোচনা করা যাউক। মৎস্যপুরাণে "শার্য্যাতা"(ঃ), বায়ুপুরাণে "অসংখ্যাতা"(ঃ), ব্রহ্মপুরাণে "সুব্রতাঃ", পদ্মপুরাণে "সঞ্জাতা"(ঃ), হরিবংশে "সুজাতাঃ"। ডক্টর সরকার লিঙ্গপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। লিঙ্গপুরাণের (৬৮ অধ্যায়) পাঠ "হর্য্যাতা"(ঃ)। অগ্নিপুরাণে আছে "স্বয়ংজাতাঃ"।

জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘস্তালজঙ্ঘাস্ততঃ (১) সুতাঃ ॥
হৈহয়ানাং কুলাঃ পঞ্চ ভোজাশ্চাবন্তয়স্তথা।
বীতিহোত্রাঃ স্বয়ংজাতাঃ শৌণ্ডিকেয়াস্তথৈব চ ॥ (২৭৪ অধ্যায়)

১। Asiatic Society of Bengalএর প্রকাশিত সংস্করণের পাঠ "তালজঙ্ঘাৎ" ভ্রান্ত।

এই পাঠগুলির মূল শুদ্ধ পাঠ শার্য্যাতা(ঃ) লিপিকর-প্রমাদে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং মুদ্রিত মৎস্যপুরাণের পাঠই ঠিক।

পার্জ্জিটার সাহেব পঞ্চ উপশাখার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন—বীতিহোত্র, শার্য্যাত, ভোজ, অবন্তি এবং তুন্তিকের। ডক্টর সরকার শার্য্যাতকে বাদ দিয়া তৎস্থলে তালজঙ্ঘকে গণনা করিয়াছেন। পার্জিটার তালজঙ্ঘকে এই পঞ্চ উপশাখার সাধারণ সংজ্ঞা বলিয়াছেন। কিন্তু ডক্টর সরকার তাহা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু অগ্নিপুরাণের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে আমরা দেখি যে, তালজঙ্ঘের পুত্রগণ তালজঙ্ঘ নামে খ্যাত এবং হৈহয়ের পঞ্চ কুল—ভোজ, অবন্তি, বীতিহোত্র, শার্য্যাত (পাঠ স্বয়ংজাত) এবং তুণ্ডিকের (পাঠ শৌণ্ডিকের)। অধিকাংশ পুরাণেই বীতিহোত্র পাঠ পাওয়া যাইতেছে সত্য; কিন্তু মহাভারতের বীতহব্য পাঠ শুদ্ধ হইলে বীতিহোত্র স্থলে “বীতহব্য” পাঠই গ্রহণীয় হইবে। বায়ুপুরাণের পাঠ বীরহোত্র; বিষ্ণুপুরাণের পাঠান্তর বীতহোত্র।

বিষ্ণুপুরাণের (৪।১১) মতে যদুর বংশ-তালিকা এইরূপ : যদু—সহস্রজিৎ—শতজিৎ—হৈহয়—ধর্ম্মনেত্র—কুন্তি—সাহঞ্জি—মহিষ্মান্—ভদ্রশ্রেণ্য—দুর্দম—ধনক—কৃতবীর্য্য—অর্জ্জুন—জয়ধ্বজ—তালজঙ্ঘ—বীতিহোত্র। বিষ্ণুপুরাণ-মতে তালজঙ্ঘের শত পুত্র এবং তাঁহারা তালজঙ্ঘ নামে খ্যাত—‘‘তালজঙ্ঘস্য তালজঙ্ঘাখ্যং পুত্রশতমাসীৎ”। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম, হরিবংশ, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, মৎস্য, পদ্ম এবং বায়ুপুরাণে।

অগ্নিপুরাণের (২৭৪ অধ্যায়) মতে এইরূপ : যদু—শতজিৎ—হৈহয়—ধর্ম্মনেত্র—সংহন—মহিমা—ভদ্রসেন—দুর্গম—কনক—কৃতবীর্য্য—অর্জ্জুন—জয়ধ্বজ—তালজঙ্ঘ—বীতিহোত্র।

পুরাণের বংশতালিকা মহাভারতের বংশতালিকা হইতে পৃথক্। কিন্তু মহাভারতের বংশতালিকায় শর্য্যাতি, হৈহয়। তালজঙ্ঘ, বীতহব্য—এই নামগুলি একত্র পাওয়া যাইতেছে, ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।

সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য যে, পার্জিটার সাহেবের মতই ঠিক এবং ডক্টর সরকার ভুল করিয়াছেন। “মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।”

চাটিগ্রামে পাঠান ও মঘরাজত্ব

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সোনারগাঁর স্বাধীন পাঠান নরপতি সুলতান্ ফখরুদ্দীন্ মুবারক সাহ সর্ব্বপ্রথম চাটিগ্রাম জয় করিয়া পাঠান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে তাহা হিন্দু রাজার অধীন ছিল। দুঃখের বিষয়, চাটিগ্রামে হিন্দুরাজত্বের ঐতিহাসিক উপকরণ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। এ পর্য্যন্ত একটিমাত্র তাম্রশাসন তথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। দামোদরদেবের এই মূল্যবান্ তাম্রশাসনটি অন্যান্য বহুতর লিপির সহিত কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। ৺ননীগোপাল মজুমদারের প্রামাণিক গ্রন্থে (Inscriptions of Bengal, III, pp. 158-163) পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ সহ ইহার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পরিদৃশ্যমান কতিপয় ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করা আবশ্যক। ১২৮০ সনের .৬ জ্যৈষ্ঠ এই তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়—চাটিগ্রাম সহরের নিকটবর্ত্তী নাসিরাবাদ গ্রামে নহে, পরন্তু "রামপুর" নামক পল্লীতে। বর্ত্তমান পাহাড়তলি স্টেশনের সংলগ্ন সুবিখ্যাত "ভেলুয়ার দীঘি"র দক্ষিণাংশে উক্ত পল্লীতে অবস্থিত ভাটের পুষ্করিণী পঙ্কোদ্ধার করিতে যাইয়া 'বদলা' নামক জনৈক মুছলমান ইহা প্রাপ্ত হয়। তদানীন্তন খাজাঞ্চি উমাচরণ রায় ইহা সংগ্রহ করিয়া কালেক্টার ক্লে (Clay) সাহেবের হস্তে প্রদান করেন। চাটিগ্রামের ঐতিহাসিক তারকচন্দ্র দাস ইহার আবিষ্কারবার্ত্তা ১২৮০ সনের ২১ আষাঢ়ের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন এবং প্রথম পৃষ্ঠার একটি অশুদ্ধ পাঠোদ্ধারও মুদ্রিত করেন। এই তাম্রলিপির আবিষ্কার-প্রসঙ্গে উক্ত সাহেবের নামই বাঁচিয়া আছে, স্থানীয় প্রকৃত উদ্যোক্তাদের নাম লোপ পাইয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠার ১৫শ পঙ্‌ক্তির লুপ্তাংশে "কির্ম্মীরি"-(তাজ্‌ি) পাঠ হইবে। ৫ম শ্লোকের অনুবাদ ঠিক হয় নাই; শ্লোকটির অর্থ এই—"দামোদরদেবের উজ্জ্বল যশ পৃথিবীর সমস্ত কালিমা দূর করিতে গিয়া তাহা শেষ করিতে পারিল না, রিপুরমণীদের নয়নের (ভূপতিত) কজ্জলকণা (অনপনেয়) কালিমা-সার হইয়া লাগিয়া রহিল। আর, রিপুরাজাদের মুখস্থিত তৎকালীন কালিমাও (চিরস্থায়ী) নীলীরাগের ন্যায় মলিনতারই উৎকর্ষ বিধান করিতে লাগিল।" ষষ্ঠ শ্লোকে তাম্রশাসনের উপনেতা "গুণবর" নামক প্রধান মন্ত্রীর স্তুতি এবং ৭ম শ্লোকে মহামহত্তক "শ্রীমৎ-দত্তে"র প্রেরণায় ৫ দ্রোণ ভূমিদানের কথা আছে। দানভাজন দ্বিজের একটি বিশেষণ-পদ "ডাম্বারডামেহর্থিনে," অর্থাৎ ডাম্বারডাম নামক একপ্রকার ব্রহ্মত্রজাতীয় বৃত্তির উপযাচক। ডাম্বারডাম কোন গ্রামের নাম নহে। "যত্র ডাম্বারডামং কামনাপীণ্ডিয়াগ্রামে" (২৭-৮ পঙ্‌ক্তি) উক্তি হইতেও ঐরূপ-অর্থই দাঁড়ায়। শব্দটি যাবনিক, সংস্কৃত কিম্বা বাঙ্‌লা নহে। আরাকানভাষা হইলেও হইতে পারে। ভূমির সীমামধ্যে একটি "লবণোৎসের"

উল্লেখ (২৮ পঙ্‌ক্তিতে) আছে বলিয়া মনে হয়। শাসনের প্রচারকাল ১১৬৫ শক (১২৪৩-৪ খ্রীঃ সন)। দামোদরদেবের নবাবিষ্কৃত মেহার-শাসন ১১৫৬ শকে চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ, অর্থাৎ দামোদরদেব ১২৩৪-৪৪+সনে সমতটের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য অন্ততঃ চাঁদপুর হইতে চাটিগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, চাটিগ্রাম শাসনে ভুক্তি, মণ্ডল কিম্বা বিষয়ের উল্লেখ নাই, কেবল দুইটি গ্রামের উল্লেখ আছে—কামনপীণ্ডিয়াক ও কেতঙ্গপাল। মেহার-শাসনের প্রদত্ত ভূমি "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির" অন্তর্গত "সমতটমণ্ডলে"র অন্তর্ভুক্ত "পরলায়িকাবিষয়ে" অবস্থিত ছিল (নবাবিষ্কৃত রাজ-শাসনের পাঠ অনুসারে "পরণায়িকা" সংশোধন করিয়া "পরলায়িকা" পড়িতে হইবে)। আপাততঃ চাটিগ্রাম অঞ্চলও সমতটের অন্তর্গত একটি "বিষয়" ছিল বলিয়া মনে হয়, যদিও সমতট পদের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলে চাটিগ্রামের ন্যায় পর্ব্বতবহুল দেশ তাহার বাহিরে পড়ে। মধ্যযুগের পরগণার ন্যায় তৎকালে সমতটাদিমণ্ডলের সীমাও বোধ হয় নির্দ্দিষ্ট থাকিত না—রাজাদের জয়-পরাজয়ের ফলে সীমার হ্রাস-বৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই।

চাটিগ্রামে সর্ব্বপ্রথম মুছলমান আগমনের বিবরণ চাটিগ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুছলমান কবি মহম্মদ খাঁ-রচিত "মুক্তুল হোছন" গ্রন্থের প্রারম্ভে কবির পিতৃমাতৃকুলের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১০৫৬ হিজরি সনে এই গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল কবি হেঁয়ালী করিয়া লিখিয়াছেন :—

হিন্দুস্থানি তেরিখের শুন বিবরণ।
বাণ বাহো (বাহু) সম অর্দ্ধ, আর বাণ শত॥
বিংশ তিন দুন করি চাহ দিয়া দধি।
পাঞ্চালিকা পূর্ণ হইল সে অব্দ অবধি॥
সুরগুরু শেষ নিদগ্ধগুরু আগে।
মিত্র হই কুমুদিনী প্রীতিবর মাগে॥
হইয়া নক্ষত্ররূপ উড়ি গেল শশী।
দশ দিক প্রসন্ন পাতকী তম নাশি॥
মাধবী মাসের সপ্ত দিবস গঞ্জিল।

ইহার অর্থ—সম অর্দ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বে উল্লিখিত মুছলমানি তারিখের দশ শতের সহিত 'বাণ বাহু' (৫২) সংযোগ করিয়া হয় ১০৫২ সন। আর ৫২৩ দ্বিগুণ করিয়া হইল ১০৪৬, তাহার সহিত 'দধি' (উদধি) অর্থাৎ ৭ যোগ করিয়া ১০৫৩ সন পাওয়া যায়। ১০৫২ সনের শেষে ও ১০৫৩ সনের প্রারম্ভে চৈত্র মাসের ৭ তারিখ বৃহস্পতি বারের শেষে দৈত্যগুরু শুক্র বারের পূর্ব্বে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। গণনানুসারে ৭ মার্চ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ঘটিয়াছিল। তখনও চাটিগ্রাম মোগলরাজ্যের অন্তর্ভূত হয় নাই। সায়েস্তা খাঁর বিজয়ের পর চাটিগ্রামে যে শাসন-প্রণালী নূতন প্রবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে উজীর কিম্বা নায়েব-উজীরের পদ নাই।

উজীর-পদাধিকারী সকলেই সুতরাং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। আরাকানের ইতিহাসে চাটিগ্রামের প্রধান রাজপুরুষকে উজীর সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। কবি মহম্মদ খাঁকে আমরা "নায়েব-উজীর" মহম্মদ খাঁর সহিত অভিন্ন ধরিতে পারি। চাটিগ্রামের "মুলুক-ছোয়াঙ্গ" নামক গ্রামে "মহম্মদ খাঁ নায়েব উজীরে"র পাকা মস্‌জিদ ও নিষ্কর ভূমি বিদ্যমান ছিল। তাহার বিবরণ কালেক্‌টরীতে রক্ষিত আছে। জানা যায়, মহম্মদ খাঁ অপুত্রক ছিলেন—তাঁহার দৌহিত্রের দৌহিত্রগণ ১৮৪২ সনে লাখেরাজঘটিত বিবাদে লিপ্ত ছিলেন।

কবি প্রথমতঃ তাঁহার মাতামহকুলের বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, "কদল খাঁ গাজি" প্রথম "রিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধীন"। তাঁহার সঙ্গে "একাদশ মিত্র" ছিল, তন্মধ্যে মাত্র ২ জনের নাম কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—কবির মাতৃকুলের আদিপুরুষ "সেখ সরিফদ্দিন" এবং সুপ্রসিদ্ধ "বদর আলাম"। এই দ্বাদশ পীরের একসঙ্গে আগমনই নোয়াখালি ও চাটিগ্রামে প্রচলিত "বার আউলিয়া" প্রবাদের মূল। ইঁহাদের জনশ্রুতিমূলক নামমালা অনেকে মুদ্রিত করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত তিন নাম ব্যতীত একটাও প্রামাণিক নহে।[১] ইবন বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাওয়া যায়, সুলতান ফখরুদ্দীন অত্যন্ত ফকীরভক্ত ছিলেন

---

[১] মুক্তুল-হোসেন পুথির বিবরণ মুন্‌সী আবদুল করিম-রচিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৫৭-৬০ দ্রষ্টব্য। মুন্‌সী সাহেবের নিকট রক্ষিত ১১১১ মঘী সনে (১৭৪৯ খ্রীঃ) লিখিত একটি প্রাচীন প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। তাহার পাঠ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তারকচন্দ্র দাসগুপ্ত-রচিত "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্তে" (১৩০৪ সন, পৃ. ৩-৪) বার আউলিয়ার নাম আছে—বদর আউলিয়া (পর্ত্তুগীজ জাতীয় ছিলেন ?), বাজিদ বোস্তামি, সাহা মাদার, আবদুল কাদের জেলানী, মইনদ্দিন চিস্তিয়া, সাহাজঙ্গি, সরফদ্দিন বোয়ানি, সাহাবদ্দিন, সেখ ফরিদ, সাহা পির, মোছন আউলিয়া এবং সাহা সোন্দর। তন্মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবীরগণের চাটিগ্রামে আগমনের প্রবাদ সীতাকুণ্ডে রামচন্দ্রের আগমনের ন্যায় অমূলক। সম্প্রদায়-ভেদে নানা জনের নামে ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে—চাটিগ্রামে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত পাঁচ পীর, বিবি ফতেমা, খাজে খিজির প্রভৃতির নামেও দরগা বিদ্যমান আছে। ডঃ এনামুল হক্-কৃত "বঙ্গে সুফীপ্রভাব" গ্রন্থে বার ঔলিয়ার মধ্যে কাত্তাল, শাহ উমর, শাহ বদল, চাঁদ ঔলিয়া ও শাহ মহসিন-এর নাম আছে। ইঁহাদের কয়েকজনের বিবরণ রাহাত আলী চৌধুরী-প্রণীত "বার আওলিয়া" গ্রন্থে (১৯২০ সনে মুদ্রিত) পাওয়া যায়। শাহ ওমর প্রকৃতই চাটিগ্রামের অতি প্রসিদ্ধ একজন পীর, কিন্তু তিনি অনেক পরবর্ত্তী কালের লোক। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব ১১১৬ হিজ্‌রি সনে (১৭০৪ খ্রীঃ) সাহা ওমর ঔলিয়ার পুত্রবধূ ও পৌত্রদিগকে ২২৬ বিঘা ভূমি দান করেন, তাহার দলীলপত্র আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। চাটিগ্রামের বহুতর প্রাচীন পীর ও ফকীরের নাম আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—ইঁহাদের কাঁহারও প্রকৃত বিবরণ মুদ্রিত হয় নাই। তারকবাবুর গ্রন্থে সরফদ্দিনের উল্লেখ বিস্ময়জনক, তখনও মুক্তুল হোসেন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই।

এবং সায়দা (Shayda) নামক একজন ফকীরকে 'সাদকাওনে"র (Sadkawan শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন—ইহা চাটগাঁও হইতে অভিন্ন হইলে (Bhattasali : Early Independent Sultans of Bengal, pp. 135-54) বার আউলিয়ার অপর এক নাম পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। কদল খাঁ প্রভৃতির আগমন ফখরুদ্দীনের রাজ্যকালের বেশী পূর্ব্বে হইতে পারে না। কারণ, ইহাদের জীবদ্দশায় পরে আগত মাহি-আছোয়ারের প্রপৌত্র রাস্তি খাঁ ১৪৭৪ সনে জীবিত ছিলেন। কদল খাঁর নাম "কদলপুর" প্রভৃতি গ্রামে বাচিয়া থাকিলেও স্থানীয় প্রবাদে লুপ্ত হইয়াছে—যদি "কাত্তাল পীর" তাঁহারই বিকৃত নাম বলিয়া বিবেচিত না হয়। বর্ত্তমান চট্টগ্রাম সহরের আন্দরকিল্লায় পীর বদরের আস্তানা বিদ্যমান থাকিয়া ৬০০ বৎসরের স্মৃতি বহন করিতেছে। ১৮৪৮ সনে ইহার নিষ্কর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদে তৎকালীন খাদিমগণ "আপত্য করে যে চটগ্রাম শহর জঙ্গল ও দৈরির বাস থাকা কালীন হিন্দুস্থানে সাহা গৌরির রাজত্ব সময় সাহা বদর পীর আওলিয়া সাহেব কেম সহর হইতে এ স্থান আগমনে পরমেশ্বর ধ্যানে বাস করত আবাদ ক্রমে" সরকারের আমলের পূর্ব্বের আমেলান ও বাদসাহা হইতে খয়রাত পাইয়া খাদিমেরা "পোক্তা এক দরগাহা চৌদেওয়ার বেষ্টিত" স্থাপন করিয়াছিলেন। এই চিরন্তন প্রবাদ-বাক্যমধ্যে সাহা গৌরি অর্থাৎ মহম্মদ ঘোরির সমকালীনতার উল্লেখ অমূলক এবং পীর বদরের আদিস্থান (আরব দেশের অন্তর্গত) "কেম সহরের" উল্লেখ একটি নূতন সম্বাদ বটে। অপর একটি দলীলে দানভাজন ব্যক্তি ও দানকর্ত্তৃগণের একটি ধারাবাহিক নামমালা লিপিবদ্ধ আছে—"মৌরসান্ সেক হামিদ ও আবদুল করিম ও পীর মাহামুদ (ও) ছদরজ্জহা ও সেখ মাহাম্মদ ও সেক ছেবান্" প্রভৃতি খাদিম "সরকার বাহাদুরের আমলের পূর্ব্বে নওাব হোসেন সাহা বাদসা গাজি ও নওাব জাফর খাঁ ও নওাব অলি বেগ খাঁ ও সাহা ফিরূজ খাঁ ও নওাব রহমত খাঁর সনদ উপলক্ষে" ভূমি পাইয়াছিলেন। এই সকল সনদ গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়াছিল। সিহাবদ্দীন তালিশের বিবরণেও পীর বদরের আস্তানার উল্লেখ আছে এবং তজ্জন্য মঘরাজা-প্রদত্ত ভূমিদানের কথা আছে। সম্ভবতঃ "সাহা ফিরূজ খাঁ" কোন মঘরাজার মুছলমানী নাম।

কবি মহম্মদ খাঁর পিতৃবিবরণে পাওয়া যায়, "ছিদ্দিক-বংশীয়" মাহি আছোয়ার তাঁহার আদিপুরুষ। মাহি আছোয়ার অর্থাৎ মৎস্যারোহী একটি যৌগৈশ্বর্য্যসূচক উপাধি মাত্র। কবি তাঁহার প্রকৃত নামটি গ্রন্থমধ্যে কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই। "তারিখ-ই-হামিদী" গ্রন্থানুসারে (পৃ. ১১০-১১) তাঁহার প্রকৃত নাম "বকুতার" এবং তাঁহার বংশ চাটিগ্রামের সম্ভ্রান্ত মুছলমান পরিবারসমূহের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল। সুন্দীপ-ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় (নব্যভারত, ১২৯৬, পৃ. ৩০৪), বক্তার অথবা বক্তিয়ার মাইসোয়ার প্রভৃতি ১২ জন আউলিয়া প্রথম সুন্দীপে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তিনি একা সুন্দীপে থাকিয়া যান। এই অমূলক প্রবাদের উৎপত্তির কারণ, সুন্দীপের বিখ্যাত জমিদার আবুতোরাপ চৌধুরী মাহি আছোয়ার-বংশীয় ছিলেন। কবি মহম্মদ খাঁর বিবরণ অনুসারে মাহি আছোয়ার ও হাজি খলীল এই

দুই জন চাটিগ্রাম আসিলে কদল খাঁ, বদর আলাম প্রভৃতি ১২ জন তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া আনিয়াছিলেন। হাজি খলীলের সমাধি শ্রীহট্টে বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ তিনি চাটিগ্রাম থাকিয়া যান নাই। বার আউলিয়ার অন্যতম অপর একজন বিখ্যাত ফকীরের নাম "হজরত সাহা মছনদ আওলীয়া"। সায়েস্তা খাঁর চাটিগ্রাম বিজয়ের অব্যবহিত পরে নবাব বুজরগ্ উমেদ খাঁ ও দেওয়ান নরসিংহ দাস ১০৭৭ হিজরি সনে (১৬৬৬ খ্রীঃ) ঝিঅড়ি গ্রামে উক্ত আওলিয়ার দরগার জন্য মঘী ১০ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। সনদের প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঝিয়ড়ি ও বটতলির এই বিখ্যাত দরগাহের উল্লেখে বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র সাহা মছনদের পরিবর্ত্তে মোহছেনের নাম চলিতেছে (বার আওলিয়া, পৃ. ৫৬-৮)।

ফখরুদ্দীন হইতে বারবক্ সাহের রাজত্ব পর্য্যন্ত অন্যূন এক শত বৎসরের চাটিগ্রামের শাসনকর্ত্তাদের নাম জানা যায় না। বক্তার মাহি-আছোয়ারের প্রপৌত্র রাস্তি খাঁ কবি মহম্মদ খাঁর বর্ণনানুসারে "চাটিগ্রাম দেষপতি" অর্থাৎ প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। চাটিগ্রাম ফতেয়াবাদের তথাকথিত আলাওলের দীঘির পারে রাস্তি খাঁর মসজিদ বিদ্যমান, ৮৭৮ হিজরী সনে (১৪৭৪ খ্রীঃ) সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক সাহার রাজত্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নিকটে যে নছরত সাহার দীঘি আছে, তাহা সুলতান হুসেন সাহা তনয়ের নাম বহন করিতেছে বলিয়া অনেকে লিখিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে, ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদে "নছরত সাহ" নামক ব্যক্তি 'পাহাড় ও জঙ্গল ইত্যাদি আবাদপূর্ব্বক" পাকা মস্‌জিদ ও দীঘি দিয়াছিলেন। তাঁহার বংশ বহু কাল বিদ্যমান ছিল। রাস্তি খাঁর পুত্র মীনা খাঁ, তৎপুত্র গাভুর খাঁ—"যার কীর্ত্তি গৌড়দেশ ভরি।" তাঁহার সম্বন্ধে কবি এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

"করিয়া বিষম রণ, জিনিলা ত্রিপুরাগণ, হেলায় পাঠানগণ জিনি।" ইত্যাদি। এই পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা কেহ এ-যাবৎ করেন নাই। ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্যের সহিত হুসেন সাহের সঙ্ঘর্ষ এখানে সূচিত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। কিন্তু পরাগলী মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বে ছুটি খাঁর পরিচয়-প্রসঙ্গে হুসেন সাহের তনয় নসীরত সাহের রাজত্বকালেই ত্রিপুরা-বিজয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (সা-প-প, ১৩৩৪, পৃ. ১৬৪-৬৬)[2] রাজমালার মতে

২। স্বর্গত কৈলাসচন্দ্র সিংহ-সংগৃহীত একটি পরাগলী ভারতের পুথির দুইটি পাতা (২৫৮-৫৯) মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ২৫৮।২ পত্রে অনুশাসনপর্ব্বের পুষ্পিকার পর একটি মূল্যবান্ ও কৌতুকজনক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে : "জে ঠাকুর সকলে পুস্তক পঠ আহ্মাকে মন্দ না বুলীবা শ্রীমাসীম খাএর আদরস ও রাজা খাএর আদরশ ও মাণিক্যবীবীর আদরশ এহি তিনের তিন আদরস জেরূপ আছে তেমত লিখিছি এহাতে গৌনহ না করিছি॥ এহি নিবেদীল—" মাসীম খাঁ সম্ভবতঃ পরাগলপুরের চৌধুরীবংশের আদিপুরুষ ইব্রাহিম খাঁর চতুর্থ পুত্র এবং প্রায় ১৭০০ সনের লোক। পুথিটির লেখক ও লিপিকালের উল্লেখ

হুসেন সাহের সৈন্য তিন বারই ধন্যমাণিক্যের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিল (২য় লহর, পৃ. ২২-২৮)। ধন্যমাণিক্যের ১৪৩৫ শকাব্দের "চাটিগ্রামজয়ি" রজতমুদ্রার আবিষ্কার দ্বারা রাজমালার উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং গাভুর খাঁ নসরত সাহের সময়ে (১৫১৯-২৫ সন) বিদ্যমান ছিলেন ধরা যায় এবং ত্রিপুররাজের সহিত সংঘর্ষকালে গাভুর খাঁর পিতৃব্য-পুত্র ছুটি খাঁ সেনাপতি ছিলেন। কারণ, পরাগলী ভারতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, ছুটি খাঁর পিতা পরাগল খাঁ ছিলেন "রাস্তিখানতনয়" (সা-প-প, ১৩৩৪, পৃ. ১৬৬)। পরাগল ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ যে বংশের একটি কনিষ্ঠ ধারা, তাহা "লস্কর" (অর্থাৎ সেনাপতি) উপাধি হইতেও প্রতিপন্ন হয়—তাঁহারা সমগ্র চাটিগ্রামের অধিপতি ছিলেন না। এই পরবর্ত্তী সংঘর্ষ সম্ভবতঃ ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্যের রাজত্বের শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল। রাজমালায় ইহার উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও পরবর্ত্তী রাজা দেবমাণিক্যের (অভিষেক-মুদ্রা ১৪৪৮ শকাব্দ) বিবরণে পাওয়া যায় ঃ—

"চাটীগ্রাম থানা রাখি আসিলেক দেষ।
জত রার্য্য পিতৃসত্ত আছিলেক পুনি।
সকল সাধিল সুখে সেই নৃপমনি ॥ (প্রাচীন রাজমালা, ২৩।২ পত্র)

তদ্দ্বারা অনুমান হয়, ধন্যমাণিক্যের চাটিগ্রামে অধিকার কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। এবং দেবমাণিক্য নসরৎ সাহের মৃত্যুর পর চাটিগ্রাম পুনঃ জয় করিয়াছিলেন। অন্যথা ধারাবাহিক অধিকারস্থলে চাটিগ্রামে থানা রাখার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গাভুর খাঁর কীর্ত্তিকথায় একটি বিস্ময়জনক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, তিনি "হেলায় পাঠানগণ" জিনিয়াছিলেন। এই পাঠানগণ কে ? সমসাময়িক পর্ত্তুগীজ বিবরণীতে পাওয়া যায়, প্রায় ঐ সময়ে চাটিগ্রামের দক্ষিণাংশে "খোদা বক্স খাঁ" নামক একজন পরাক্রান্ত জমীদার ছিলেন। ১৫২৮-৩৮ সনে তাঁহার সহিত তদীয় এক প্রতিবেশী জমীদার, পর্ত্তুগীজ ও চাটিগ্রামের অধিকারীর সংঘর্ষের কথা Campos-কৃত Portugese in Bengal (1919) গ্রন্থে (pp. 31-2, 42) দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে যে De Barrosএর মানচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আরাকান ও চাকমা রাজ্যের সংলগ্ন অথচ চাটিগ্রাম হইতে পৃথক্ খোদা বক্স খাঁর বিস্তৃত জমীদারী ('Estado do Codavascam") প্রদর্শিত হইয়াছে। গাভুর খাঁর সংঘর্ষ এই খোদা বক্স খাঁর সহিতই ঘটিয়াছিল বলিয়া নির্ণয় করা যুক্তিসঙ্গত। কবি-বর্ণিত গাভুর খাঁর পাঠান-পরাভব-বার্ত্তা ও পর্ত্তুগীজ-বর্ণিত খোদা বক্স খাঁর

নাই। ছুটি খাঁর বিবরণে (২৫৯ পত্রে) পাঠান্তরগুলি লিখিত হইল :—সর্ব্বদেব বন্দিয়া বন্দোম কবিগণ।…উপপ্লব নাই কোহ্ন…। ত্রিপুরা গড়েত গীয়া কৈল সম্বিধান।…দেবের নির্ম্মান সে জে অলংহন পুরী।…লস্কর পরাগল খানের তনয়।…সম্বাদে বিষয় দিল কুতুহলমতী।… জত্থপি অভয় দিল খান মহামতী। তথাপী আতঙ্ক বাঢ়ে ত্রিপুরানৃপতী। আপনা নৃপতি সম্বপিয়া সবিশেষ।…পণ্ডীতে মণ্ডীত সভা…।

প্রতিবেশীর সহিত সংঘর্ষ ("feud with a neighbouring chief"—ঐ, পৃ. ৩১) একই ঘটনা বলিয়া মনে হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে, ছুটি খাঁ ও পরাগল খাঁর ন্যায় গাভুর খাঁও বিদ্বৎসেবী ছিলেন :—লইয়া পণ্ডিতগণ, শাস্ত্র শুনে অনুক্ষণ, রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার। কিন্তু রাস্তি খাঁ-তনয় পরাগল খাঁর সহিত গাভুর খাঁর অভেদ কল্পনা (বঙ্গলক্ষ্মী, আশ্বিন ১৩৩৭, পৃ. ৮৩) ভ্রমাত্মক।

গাভুর খাঁর পুত্র (?) "হামজা খাঁ মছলন্দ" ১৫৩৮ সনে জীবিত ছিলেন। কারণ, চাটিগ্রামের অধিকার লইয়া তাঁহার সহিতই খোদা বক্স খাঁর সংঘর্ষ হয় এবং পর্তুগীজরা হামজা খাঁর পক্ষাবলম্বন করেন। নামটি পর্তুগীজদের উচ্চারণ-দোষে "Amarzacao" রূপে পরিণত হইয়াছে (Campos p. 42)। সের শাহের প্রেরিত প্রতিনিধির সহিতও হামজা খাঁর বিরোধ হইয়াছিল। এই হামজা খাঁ হইতে পৃথক্ অপর এক জমীদার ঐ নামে ১০৯৩ হিজরী সনে জীবিত ছিলেন (তারিখ-ই-হামিদী, পৃ. ১২৮-৩২)।

হামজা খাঁর পুত্র **নসরত খাঁর** বর্ণনা সংশোধনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল। ইহা কবি মহম্মদ খাঁর রচনাশক্তির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে গ্রহণীয়।

তাহান নন্দনবর,　　রসে যেন রত্নাকর,　　ধর্ম্মে কর্ম্মে যেন বৃহস্পতি।
সুমেরুসদৃশ থির,　　পার্থসম মহাবীর,　　ঐশ্বর্য্যেতে দিলীপ যযাতি॥
বংশের প্রসিদ্ধিহেতু,　　নিজকুল জয়কেতু,　　জন্ম হৈলা প্রচণ্ডপ্রতাপ।
গান্ধারীনন্দন মানে,　　কর্ণ বলি যেন দানে,　　ভিক্ষুক জনের যেন বাপ॥
বিজয়ে বিজয়ী সম,　　বিপক্ষকুলের যম,　　চন্দ্রমুখ সুধা মধু হাস।
রূপে কামসমসর,　　ধীর সুললিত বর,　　পুরান্ত সকল নারী আশ॥
প্রজার পালক রাম,　　বাপ হোতে অনুপাম,　　বাহুবলে শাসিলেন্ত ক্ষিতি।
বান্ধব পালন প্রাণ,　　নসরত খান জান,　　তান পদে করম মিনতি॥

অন্যত্রও (৬১।১ পত্রে) কবি নসরত খাঁকে "বংশের অবতংস" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ চাটিগ্রামের অধিপতি এই নসরত খাঁর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবি মহম্মদ খাঁর প্রমাতামহ "ছদর্জ্জাহা" উপাধিধারী সাহা আবদুল ওহাব একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ; তাঁহার সম্বন্ধে কবি উজ্জ্বল ভাষায় লিখিয়াছেন :—

গৌড়ধাম অধিপতি যাঁকে প্রশংসিলা।　　বার বাঙ্গালার পতি ইছা খান বীর।
ভিক্ষুক জনের প্রতি যাঁহাকে বলিলা॥　　দক্ষিণকুলের রাজা আদম সুধীর॥
চাটিগ্রামপতি জান নসরত খান।　　স্নেহভাবে যাঁহাকে পূজন্ত নিতি নিতি।
আপনার প্রিয় সুতা দিলা যাঁর স্থান॥　　যাঁহাকে প্রশংসা কৈলা মগধের পতি॥

সুপ্রসিদ্ধ ইশা খাঁর সমকালীন এই পরম পণ্ডিতের অভ্যুদয়কাল ১৬শ শতাব্দীর শেষপাদে[৩] এবং তাঁহার শ্বশুর নসরত খাঁর শাসনকাল ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নির্ণয় করা

৩। চাটিগ্রামের অন্তর্গত "পীরখাইন" গ্রামে "হজরত সাহা আবদুল ওহাব সদরজাহার

যায়। আরাকানের ইতিহাসে পাওয়া যায় (ছন্দমালালঙ্কার, রচিত "রইঙ্-রাজওয়াঙ্গ্-থছ্ক্যম্", ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯), মঘ-রাজা মেঙ্-ছোলহ (১৫৫৬-৬৪খ্রীঃ) চাটিগ্রামের "উজী(র) নৌথরো খণ্ডের" নিকট হইতে ১৫৬১-৬৩ সন মধ্যে উপঢৌকনাদি পাইয়া তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করেন। তৎপরবর্ত্তী রাজা ছক্যবদির (১৫৬৪-৭২খ্রীঃ) সহিত ঐ উজীরের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল (ঐ, পৃ. ৮১)। পর্তুগীজ বিবরণী হইতে পাওয়া যায়, চাটিগ্রাম সহরের অধিপতির (Retor বা Governor) সহিত পর্তুগীজদের সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের হস্তে ঐ অধিপতি নিহত হইয়াছিলেন। ইহা ১৫৬৯ সনের শেষ ভাগে (কিম্বা ১৫৭০ সনের প্রারম্ভে) ঘটিয়াছিল। (Purchas His Pilgrims, vol. X. p. 137 : Campos, p 269) এই অধিপতি খুব সম্ভবত নসরত খাঁ।

নসরত খাঁর পুত্র **জালাল খাঁর** বর্ণনাটিও সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য :—

প্রণামি তাহান পদ, রচিব পাঞ্চালীপদ, তান পুত্র বলে হলধর।
চাটিগ্রাম দেশ কান্ত, পৃথিবী জিনি ধৈর্য্যবন্ত, গাণ্ডীবে অর্জ্জুন সমসর॥
শান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্য্যাদার নাহি অন্ত. হন্তন্তে একান্ত কোপ গণি।
ক্ষোভন্ত করন্ত বল, নাশন্ত রিপুর দল, জলন্ত আনল হেন জানি॥
প্রশংসন্ত সর্ব্বদেশ, কীর্ত্তি গান্ত সবিশেষ, মহিষ মারন্ত এক শরে৷
শৌর্য্যবন্ত বীর্য্যবন্ত, অনন্তকে কৈল অন্ত, এক শরে শার্দ্দুল সংহারে॥
সত্যবন্ত জিনি ধর্ম্ম, জ্ঞানবন্ত জীবসম, প্রজাক পালিলেন্ত ধর্ম্ম রাখি।

কবরগাহা"র জন্য মির্জা মাহাম্মদ বাকর ভূমিদান করিয়াছিলেন। তাহার দলীলপত্র চাটিগ্রাম কালেক্টরীতে আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। "লয়লা মজনু"র কবি দৌলত উজীরের পীর আছাওদ্দীন এই ছদরজাহার প্রপৌত্র ছিলেন (সা-প-প, ১৩০৭, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১৩২০, পৃ. ১৪-১৬ ও নবনূর ১৩১০, পৃ. ২১৩-২৮ দ্রষ্টব্য)। কবি যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান্ অথচ এ যাবৎ সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। লয়লা মজনু রচনাকালে দিল্লীশ্বর ছিলেন আওরঙ্গ সাহা, আর চাটিগ্রাম অধিপতি ছিলেন (গৌড়ের অধীনতা দূর হওয়ার পর) "ধবল অরুণ গজেশ্বর" নেজাম সাহা। মোগল আমলের শাসক নবাব মহম্মদ নিজামুদ্দীন (১৭১৭-৫৯খ্রীঃ) হইতে পৃথক্ এই নেজাম সাহা নিঃসন্দেহ মঘরাজা চন্দ্রসুধর্ম্মার (১৬৫২-৮৪খ্রীঃ) নামান্তর। বুঝা যায়, শায়েস্তা খাঁর চাটিগ্রাম-বিজয়ের পূর্ব্বে চাটিগ্রাম সহরেরই নামান্তর ছিল "ফতেয়াবাদ", পরে ইসলামাবাদ হয়। কবির পূর্ব্বপুরুষ হোসেন সাহের (১৪৯৩-১৫১৯খ্রীঃ) প্রধান উজীর হামিদ খাঁ মুক্তলহোসেনের প্রমাণবলে ছদরজাহারই বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন। চাটিগ্রামের বদরমোকামের দলীলে তিনিই প্রথম দানভাজন (সেক হামিদ) এবং প্রথম দাতাও ছিলেন হোসেন সাহা। সম্ভবতঃ রাস্তি খাঁ তনয় মীনা খাঁর পরে কিম্বা স্থলে, অর্থাৎ গাভুর খাঁর পূর্ব্বে, হামিদ খাঁই চাটিগ্রামের অধিপতি ছিলেন।

মুখজ্যোতি পূর্ণচন্দ্র, হাস্য জিনি মকরন্দ, কোমল কমলদল আখি॥
দশন মুকুতাপাতি অধর রঙ্গিম অতি, ভুরুযুগ টালনি দোলনী।
দীর্ঘ বাহু মধ্য চারু, গজখণ্ড দুই উরু, চরণ তরুণ কমলিনী॥
নারীমুখপদ্মভৃঙ্গ, সমরে সদৃশ সিংহ, মধুবাণী সুধাসম হাস।
তেজি গুরুজনভীত, সকল কামিনীচিত, শ্যামঘন মিলিবার আশ॥
কেহ বোলে কার ভয়, দেখি আইল কামরায়, কেহ বোলে কোথায় অনঙ্গ।
এহি মুখ পূর্ণশশী, কেহ বোলে নভোবাসি, কোথা চান্দ নাহিক কলঙ্ক॥
কেহ বোলে দিনকর, কেহ বোলে বিদ্যাধর, কেহ বোলে না হয় সকল।
এহি সে জালাল খান সুরপতি পঞ্চবাণ, রূপে জিনিয়াছে (দেবদল)॥
সে পদপঙ্কজরেণু, শিরে ধরি ফাগু জনু, রচিব পাঞ্চালী অনুপাম॥ (৩।২-৪।১ পত্র)

কবি মহম্মদ খাঁর পরিশুদ্ধ রচনা-রীতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বর্ণনাটিতে একটিও যাবনিক শব্দ নাই। আরাকানের ইতিহাসে জলাল খার শোচনীয় মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। ঘটনাটি সংক্ষেপে লিখিত হইল। ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্য ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩খ্রীঃ) চাটিগ্রাম অধিকার করেন। তৎপর হইতে অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল (১৫৭৭-৮৬খ্রীঃ) পর্য্যন্ত চাটিগ্রামে ত্রিপুরার আধিপত্য মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। মঘরাজা সেকেন্দর সাহ ১৫৮৬ সনে অমরমাণিক্যকে পরাজিত করিয়া ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর অধিকার করিয়াছিলেন (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৩, পৃ. ৬০৫ দ্রষ্টব্য)। রাজমালায় পাওয়া যায় (২য় লহর, ৩৮ পৃ.), এই ত্রিপুর-মঘ-যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল বিদ্রোহী মঘ সামন্ত "আদম পাদসাহা"কে লইয়া। যুদ্ধের প্রথম ভাগে অমরমাণিক্যের এক পুত্রের মৃত্যু হইলে সেকান্দর সাহা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লিখিয়া পাঠান :—

রামু ছকরুয়া ছিল আদম পাদসাহা।
তাহারে বান্দিয়া দেও আমি চাহি তাহা॥ (প্রাচীন রাজমালা)

সুতরাং চাটিগ্রামের দক্ষিণভাগস্থিত রামু-চকরিয়ার এই অধিপতি নিঃসন্দেহ ছদরজাহার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক "দক্ষিণ কুলের রাজা আদম" হইতে অভিন্ন। মঘরাজা কর্ত্তৃক উদয়পুর অধিকারের পরও অমরমাণিক্য তেজঃপূর্ণ বাক্যে আশ্রিত আদমকে প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। অমরমাণিক্যের এই ক্ষাত্রতেজ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।

পুনর্ব্বার মগরাজা লিখীল রাজারে।
আদমকে ছাড়িয়া দেহ পৃতি হইবারে॥
নৃপতি লিখীল তবে ই কথা না হবে।
শরণ লইছে আদম তাকে নাহি দিবে॥
ক্ষত্রিয় বংশেত জন্ম হইছে আমার।
তোমি তাকে কি জানিবা মগধকুমার॥
দৈবগতি এক পুত্র যুদ্ধেত পড়িছে।
আর দুই পুত্র মোর অখনেহ আছে॥
এহি সব মরিলে হ না দিব আদম।
দুর্ব্বল হইছি আমি দৈবগতিক্রম॥
(প্রাচীন রাজমালা, ৪৫।১ পত্র)

চাটিগ্রামে চক্রশালা অঞ্চলে "আদম ছাই"র দীঘি ও তৎসংক্রান্ত প্রবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। ছন্দমালালঙ্করের আরাকান-ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃ. ৯০) পাওয়া যায়, উক্ত সংঘর্ষকালে "চাইতাগঙের উজী(র) জলা ল্)" ম্রুঙ্-রাজার (অর্থাৎ ত্রিপুরাধিপতির) পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরাজয় হইলে ভয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ৯৪৮ মঘাব্দের ৬ই "নেত্তৌ" বুধবার মঘরাজা সমারোহে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। মঘাব্দ "কার্ত্তিকাদি" ছিল এবং গণনানুসারে ১৫৮৫ সনের ১৭ নবেম্বর বুধবারই ঐ যুদ্ধযাত্রার তারিখ হয় এবং ১৫৮৬ সনের প্রারম্ভে (রাজমালার মতে চৈত্রমাসে) সেকান্দর সাহ উদয়পুর অধিকার করেন। অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধরমাণিক্যের ১৫০৮ শকাব্দের অভিষেকমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় ত্রিপুর-পরাজয়ের এই তারিখই প্রামাণিক প্রতিপন্ন হয়। দুর্গামণি-সংশোধিত রাজমালার তারিখ (পৃ. ৪২, চৈত্র ১৫১০ শক) এস্থলে ভ্রান্তিমূলক। প্রাচীন রাজমালার প্রকৃত পাঠ "কালনভ শরচন্দ্র শক চৈত্র মাসে" (অর্থাৎ ১৫০৬ শকাব্দ) স্থলে বোধ হয় "শৈলনভ" ছিল।

১৫৮৬ সন হইতে ১৬৬৬ সন পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৮০ বৎসরকাল চাটিগ্রামে মঘ-ফিরিঙ্গির অক্ষুণ্ণ প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত ছিল। জালাল খাঁর পুত্র "বিরাহিম খান" তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নামে মাত্র "উজীর" ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কবির ভাষা হইতে ("শ্রীবিরহিম খান, তোহ্মাকে প্রণামি বহুতর।") বুঝা যায়, গ্রন্থ রচনাকালেও (১৬৪৬ সনে) তিনি জীবিত ছিলেন। আরাকানের ইতিহাসে এবং পাদ্রী ম্যানরিকের (Manrique) অপূর্ব্ব ভ্রমণ-কাহিনীতে পাওয়া যায়—মঘরাজার দ্বিতীয় পুত্রই সাধারণতঃ চাটিগ্রামের অধিপতি নিযুক্ত থাকিতেন (Bengal : Past & Present, 1916, p. 162)। উক্ত পাদ্রীর আগমনের অল্প পূর্ব্বে (১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে) চাটিগ্রামের তৎকালীন অধিপতির মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি সম্ভবতঃ দুর্দ্দান্ত পর্ত্তুগীজ দস্যু গঞ্জালিসের সমকালীন (মঘরাজা সলিম সাহার—১৫৯৩-১৬১২ সন) দ্বিতীয় পুত্র Anoporao। Bocarro's Decada গ্রন্থে (p. 439) তাহাকে "Lords of the land of Dianga, Saquecela and Ramu" বলায় বুঝা যায়, সমগ্র চাটিগ্রামে তৎকালে তিনটি শাসনবিভাগ ছিল—দেয়াঙ্গ, চক্রশালা ও রামু। ম্যানরিকের সময়ে রামুতে পৃথক্ শাসক ছিল (Bengal : Past & Present, 1916, p. 229) এবং তাঁহার অবস্থানকালে চাটিগ্রামের নবনিযুক্ত অধিপতি পর্ত্তুগীজগণের অনিষ্টসাধনের জন্য ঢাকার নবাবের নামে পর্ত্তুগীজগণের ও চক্রশালার বাঙ্গালী অধিবাসিগণের ("The Bengalas residing in the territory of Sacassala," ibid. p. 227) দুইটি গুপ্ত সন্ধিপত্র জাল করিয়াছিলেন। মনে হয়, ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই চাটিগ্রামের সহিত মঘ রাজাদের সম্পর্ক আরম্ভ হইলে তিন জন পৃথক্ মঘ প্রতিনিধি তিন স্থলে নিযুক্ত হইত। রামুর (এবং সম্ভবতঃ চক্রশালার) এইরূপ একজন প্রতিনিধি ছিলেন অমরমাণিক্যের আশ্রয়প্রাপ্ত আদম সাহা।

আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা

গত ১৩৫৪, ২১এ অগ্রহায়ণ দিবসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাঁকুড়া শহরে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের ঊননবতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক বিশেষ অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। সভার উদ্বোধনের পর সভাপতি মহাশয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের গলে পরিষদের পক্ষে সোনালি জরির মালা অর্পণ করিলে পর, পরিষদের পক্ষে অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্বরচিত নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ-শ্লোক পাঠ করেন।

স্বস্তি ॥ জ্যোতিঃকোষ-পুরাণ-বেদবিষয়ৈরুদ্দিষ্টবিদ্যাসু চ
যস্যার্যাস্ত পরং প্রগাঢ়রচনৈঃ গৌড়াঃ গতাঃ গৌরবম্।
শ্রীবিদ্যানিধিরায়ভাজনমসৌ যোগেশচন্দ্রো ভবান্
মার্কণ্ডেয়নিভঃ সভাজিতসভো দৃষ্টোঽস্য হৃষ্টাঃ বয়ম্॥
ইয়ং প্রশস্তির্বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্‌গৃহাৎ।
দীনেশশর্ম্মরচিতা শতায়ুঃপূর্ত্তিশংসিনী॥
শাকে গ্রহারিনাগেন্দৌ মার্গৈকবিংশবাসরে।
প্রীতয়ে ভবতামস্তু বাঁকুড়াপুরবাসিনাম্॥

অতঃপর স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীরামশরণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। পরিষদের সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস নিম্নোদ্ধৃত মানপত্র পাঠ করেন। একটি চন্দনকাষ্ঠের পেটিকায় স্থাপন করিয়া রেশমী কাপড়ে মুদ্রিত এই মান-পত্রটি বিদ্যানিধি মহাশয়ের হাতে দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় যে বাণী পাঠাইয়াছিলেন তাহা পঠিত হয়।

আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, এম. এ., এফ. আর. এম. এস.,
রায় বাহাদুর মহাশয়ের করকমলে—

হে জ্ঞানতাপস,

আজ আপনার জীবনসন্ধ্যায় সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক ও দেশপ্রেমিকদের পক্ষে আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আমাদের কর্মজীবনে আপনার আশীর্বাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা আপনার সংস্পর্শপূত বাঁকুড়াতীর্থে উপনীত হইয়াছি। আপনার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের অধিকাংশ কাল কঠোর জ্ঞানসাধনায় অতিবাহিত করিয়া আপনি যে গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই আমাদের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে; আশীর্ব্বাদ করুন, সেই আদর্শে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হইতে পারি।

হে সত্যানুসন্ধী শিক্ষাব্রতী,

আপনার ঋষিতুল্য সরল পবিত্র জীবনযাত্রা, শিক্ষাদানে একনিষ্ঠ তৎপরতা, স্থানীয় সর্ববিধ জনহিতকর কার্যে পথপ্রদর্শন, আপনার প্রধান কর্মক্ষেত্র উড়িষ্যাপ্রদেশে চিরস্মরণীয়

হইয়াছে ; আপনি সেখানে বহু হৃদয়ে ভক্তির বেদীতে আজ প্রতিষ্ঠিত। আপনার স্বদেশবাসী বাঙালীকে মাতৃভাষায় দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য আপনার প্রথম জীবনের একক সাধনার কথা আজ আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। আপনার অক্লান্ত লেখনী দীর্ঘকাল ধরিয়া কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশবাসীদের শিক্ষিত, উদ্বুদ্ধ ও সতর্ক করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের আধারে পরিবেশন করিয়া আপনি ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতিকে নূতন পথে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে বহুবিধ গবেষণা করিয়া আপনি মাতৃভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের নিখুঁত সত্যগুলি আপনার অপূর্ব প্রতিভাবলে বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ হইয়া উঠিয়াছে। আপনি বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে জাহ্নবীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আপনার এই সকল অমর কীর্তি স্মরণ করিয়া আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছি।

হে অক্লান্তকর্মী বৈজ্ঞানিক,

শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্বে নয়, ফলিত বিজ্ঞানেও আপনি এই দরিদ্র দেশকে সম্পদ্শালী করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। স্বদেশী-আন্দোলনেরও পূর্বে দেশীয় উদ্ভিজ্জ হইতে স্থায়ী রঞ্জক-দ্রব্য প্রস্তুতের যে প্রণালী আপনি আবিষ্কার করিয়াছেন. আজ স্বাধীনতার দ্বারদেশে আসিয়া তাহার প্রয়োগে জাতীয় সম্পদ্-বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। আপনার কৃত কর্মের পুরস্কার আপনার স্বদেশ এবারে লাভ করিবে। দেশজননীর আশীর্বাদে আপনার জীবনের সাধনা ধন্য হইবে।

হে একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী,

আপনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শৈশব অবস্থা হইতে ইহার সহিত যুক্ত হইয়া আজ পর্যন্ত ইহাকে বিবিধ দানে পুষ্ট করিয়া আসিতেছেন। সেই দান "বাঙ্গালা ভাষা", "বাঙ্গালা শব্দকোষ" এবং অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও অন্যান্য বহু গবেষণালব্ধ প্রবন্ধের মধ্যে বিধৃত থাকিয়া চিরদিন আপনার অমরকীর্তি ঘোষণা করিবে। আপনি এক জীবনে যাহা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

হে মহাভাগ,

প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে আপনি আমাদের কুলপতি—সহস্র সহস্র শিষ্যের গুরু। আমরা আপনাকে আমাদের ভক্তির অর্ঘ্য দিতে আসিয়াছি, আপনি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

॥ বন্দে মাতরম্ ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে
শ্রীসজনীকান্ত দাস
সম্পাদক

কলিকাতা
২১ অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সম্বর্ধনার উত্তরে

আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির ভাষণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ও বাঁকুড়াবাসী বন্ধুগণ। আমি আপনাদিগকে সবিনয় নমস্কার করছি। আজ আপনারা সকলে সমবেত হয়ে আমার বহু সম্মান করলেন। আমি ধন্য হলাম। আমি কস্মিন্ কালে ভাবি নাই, আমি এতাদৃশ সমাদর পাব। পরিষৎ বঙ্গের মস্তিষ্ক। একদা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা তিন সহস্রের অধিক ছিল। সেই পরিষদের স্যর যদুনাথ-প্রমুখ সদস্য এই শীতকালে রেলগাড়ীতে ভ্রমণের ক্লেশ উপেক্ষা ক'রে এখানে আমার সম্বর্ধনা করতে এসেছেন। আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। অপর দিকে মনে হচ্ছে, আমি অপরাধী। সত্য বটে, আমি নিরলস হয়ে নানা বিষয় আলোচনা করেছি। কিন্তু কখনও মনে করি নাই, সে সবের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি হবে অন্যের উপকার হবে। আমি অবসরকালে দশ বার বৎসর বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করেছি। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। কারণ, আমার শিক্ষা, সংসর্গ, কার্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার অনুকূল ছিল না। আমি বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলাম। বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। কেন বাঙ্গালা শিক্ষায় রত হলাম, সে কথা বলছি।

১৩০১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় রমেশচন্দ্র দত্ত, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি মিলে উহা প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩০২ সালে আমি উহার সদস্য নির্বাচিত হই। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস-লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি আমায় পত্র লেখেন। প্রথম বৎসরের পত্রিকায় দেখলাম, 'ইউরেনাস্' নামক গ্রহের সংস্কৃত নাম নিয়ে তর্ক চলেছে। দেখি, জব্বলপুর কলেজের গণিতের শিক্ষক অপূর্বচন্দ্র দত্ত একদিকে ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার কর্তা মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর একদিকে তর্ক করছেন। একজনের মতে ইউরেনাসের নাম ইন্দ্র হওয়া উচিত; কারণ, গ্রীকপুরাণে ইউরেনাস দেবতার প্রথম রাজা। বেদের ইন্দ্রও দেবতার রাজা। অন্য জনের মতে, ভাষাতত্ত্বে ইউরেনাস ও বেদের বরুণ একই শব্দ, অতএব ইউরেনাসকে বরুণ বলাই উচিত। আমার কাছে দুইটি যুক্তিই নূতন ঠেকল। ইউরেনাসকে বাঙ্গালায় ইউরেনাস বা সংক্ষেপে 'ইউরেন' বলতে আপত্তি কি? অনেক বিচারের পর পাশ্চাত্য জ্যোতিবিদেরা এই নাম স্বীকার করেছেন। জ্যোতিবিদ্ হার্শেল, যিনি এই গ্রহের আবিষ্কর্তা, তিনি এই নাম দিয়েছেন। ইহার বৈদিক নাম রাখবার কি প্রয়োজন হ'ল। কিন্তু কেহ উত্তর দিলেন না।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি, পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল। বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব ছিল। ১৩০২ সালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রাসায়নিক

পরিভাষা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। কি নিয়মে রসায়নের মূল ও যৌগিক পদার্থের নাম রচনা কর্তব্য, তিনি প্রথমে সেই নিয়ম বিচার করেন। সে বিষয় কারও আপত্তি করবার ছিল না। কিন্তু তাঁর অসামান্য বুদ্ধি ও বহুজ্ঞান প্রয়োজনোপযোগী পরিভাষা প্রণয়নে ব্যর্থ হ'ল। তিনি নিজেই লিখেছিলেন, রসায়নশাস্ত্রের পরিপাটি পরিভাষার গুণেই ইহার উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। তিনি সে পরিভাষা ত্যাগ ক'রে নূতন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নাম প্রস্তাব করলেন। যেমন, অক্সিজেন 'দহক', অক্সাইড 'দগ্ধ', ক্লোরিণ 'হরিণ', ক্লোরিণ-অক্সাইড 'দগ্ধ-হরিণ', ইত্যাদি। এই নামটি দিন কয়েক সকলের কৌতুক উৎপাদন করত। সে সময়ে মেডিকেল ইস্কুলের ছাত্রেরা বাঙ্গালায় ডাক্তারি বিদ্যা শিখত। শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মেডিকেল ইস্কুলের শিক্ষার কর্তা ছিলেন। তিনি আদেশ করলেন, ছাত্রদিকে রসায়ন-বিদ্যা ও কিঞ্চিৎ পদার্থ-বিদ্যা শিখতে হবে। কটকে মেডিকেল ইস্কুল ছিল, কিন্তু প্রথমে ইস্কুলে এই দুই বিদ্যা শিখাবার উপকরণ ছিল না। শিখাবার ভার আমার উপর পড়ে। ছাত্রেরা শনিবারে শনিবারে দুইটার পর কলেজে আসত। আমি বাঙ্গালায় বলতাম। ওড়িয়া ছাত্রেরা বাঙালী ছাত্রদের মত বাঙ্গালা বুঝত, কিন্তু পাঠ্যোপযোগী বই ছিল না। আমি "রসায়ন" নামে একখানি বই লিখি। সে বই ১৩০৪ সালে মুদ্রিত হয়। আমি সে বইতে ইংরেজী পরিভাষা নিয়েছিলাম। "প্রবাসী"র অগ্রজ "প্রদীপে" এই বইয়ের সমালোচনা বেরিয়েছিল। সমালোচক "নানান দেশে নানান্ ভাষা। বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা॥"—এই ভূমিকা ক'রে "দীনা বঙ্গভাষা"র জন্য খেদ করেছিলেন। তিনি নিজের নাম দেন নাই। রামানন্দবাবু "প্রদীপে"র সম্পাদক, তাঁকে পত্র লিখে জানলাম, ডক্টর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় (পি. সি. রায়) সমালোচক, তিনি নাম দেন নাই, আমি সুযোগ পেলাম, উত্তরে লিখেছিলাম, "দীনা বঙ্গভাষা"র খেদ করবার যথার্থ কারণ আছে। বাজারে ইংরেজী-নামে ঔষধ বিক্রী হচ্ছে, কেহ তাদের বাঙ্গালা নাম রাখছে না। কয়েকজন বাঙালী "বেঙ্গল কেমিক্যাল্ এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্"—এই বিজাতীয় দুরুচ্চার্য অর্থহীন নামে এক সমবায় করেছেন। তাঁরা ঔষধ প্রস্তুত করছেন, কিন্তু সে ঔষধের নাম ইংরেজী! বঙ্গভাষা সত্য সত্যই দীনা। এত তর্কাতর্কির পরেও এক বিদ্বান্ পাণিনির সূত্র ধ'রে মূল পদার্থের নাম উদ্ভাবন করেছিলেন। আমি একা একদিকে, অন্য সকলে অপর দিকে ছিলেন। দ্রব্যের নাম সম্বন্ধে আমি ইংরেজীর পক্ষপাতী, কিন্তু গুণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দের সংস্কৃত নাম প্রয়োগ ক'রে আসছি। আমি বহু শব্দ সংস্কৃতে সঙ্কলন কিম্বা রচনা করেছি। পরিষৎ-পত্রিকায় চারি পাঁচ শত দিয়েছি। আমার বইতে ও প্রবন্ধে আমার রচিত অনেক শব্দ আছে। "ভারতবর্ষে" 'বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি', "প্রবাসী"তে 'ইংরেজীর বাংলা' এই এই নামে রাজ্যশাসন ও পালন-সংক্রান্ত অনেক শব্দ চয়ন করেছি; অন্যের প্রয়োজনেও করেছি। সব শব্দ একত্র করলে বোধ হয় এক হাজারের কম হবে না।

প্রথম বৎসরেই সাহিত্য-পরিষৎ আর এক গুরুতর বিষয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, ইস্কুল ও কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষা প্রবর্তিত না হ'লে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি

হবে না। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত ও আর দুই সদস্য নিয়ে এক সমিতি করেছিলেন। সমিতি অনেক আলোচনা ও ইস্কুলের ও কলেজের অধ্যক্ষদিগের অভিমত সংগ্রহ ক'রে দুইটি প্রস্তাব স্থির করেন। একটি,—এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ছাত্রেরা বাঙ্গালায় ইতিহাস ভূগোল ও গণিতের প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে। অপরটি,—এফ-এ, বি-এ পরীক্ষার ছাত্রদিকে ইংরেজীর বাঙ্গালা ভাষান্তর ও বাঙ্গালা রচনা করতে হবে। তৎকালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থীকে ইংরেজীর বাঙ্গালা ভাষান্তর করতে হ'ত। কিন্তু তদ্দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা কিছুমাত্র হ'ত না। এই নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধেও মতান্তর হয়েছিল। ইস্কুলের অনেক প্রবীণ শিক্ষক বাঙ্গালায় ভূগোল, ইতিহাস ও গণিত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কোন কোন কলেজের অধ্যক্ষদের মতে, এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উদ্দেশ্য যেমন ব্যর্থ হয়েছে, এফ-এ, বি-এ.তেও তেমন হবে। তথাপি পরিষদ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উক্ত দুই প্রস্তাব পাঠালেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমটি গ্রহণ করলেন না। দ্বিতীয়টি গ্রহণ করলেন দশ পনর বৎসর পরে। কলেজের ছাত্রদের গল্প পড়া বেড়ে গেল; কারণ, বাঙ্গালা রচনায় যোগ্যতা দেখাতে হবে। সোজা নয়, এক-শ নম্বর রাখতে হবে। দু'শ পৃষ্ঠার বই দুঘণ্টায় সমাপ্ত করতে লাগল। "তার পর কি হ'ল? তার পর কি হ'ল?" গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগল। ভাষা শিখল না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের পাঠের নিমিত্ত কতকগুলি বই নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা সে সব বই পড়ত না; স্যর আশুতোষ অল্পে তুষ্ট ছিলেন, কোন ছাত্র বাঙ্গালায় 'ফেল' হ'ত না। পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। ১৩২১ সালে (ইং ১৯১৫) চৈত্র মাসে বর্ধমানের মহারাজা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন নিমন্ত্রণ করেন। বঙ্গের সকল স্থান হ'তে প্রতিনিধি এসেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্মেলন-পতি ও সাহিত্য-শাখা-পতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ইতিহাস-শাখার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দর্শন-শাখার সভাপতি ছিলেন; আমি ছিলাম বিজ্ঞান-শাখার। মহারাজার গোপালজীর মন্দিরের বৃহৎ প্রাঙ্গণে সভা বসেছে। দু-তিন হাজার লোকের সমাগম হয়েছে। শাস্ত্রী মশায় আমায় আদেশ করলেন, আমি প্রস্তাব করলাম, ইস্কুল কলেজে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ব্যতীত অপর সকল বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় পঠন-পাঠন প্রবর্তিত হউক। বহুকাল হ'তে একটা তর্ক ছিল, বাঙ্গালায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কঠিন। আমার মেডিকেল ইস্কুলের অভিজ্ঞতা ছিল; আমি বলেছিলাম, মেডিকেল ইস্কুলের ছাত্রদিকে রসায়ন-বিদ্যায় কুড়িটি পাঠ নিতে হ'ত। এ নিমিত্ত ত্রিশ ঘণ্টা বা চল্লিশ ঘণ্টার অধিক সময় লাগত না। কিন্তু পাঠ্য বিষয় ছিল 'আই. এস. সি.'র রসায়ন তুল্য, কেবল কর্মাভ্যাস ছিল না। কলেজে প্রতি বৎসরে ষাটটি ক'রে দু'বৎসরে একশ' কুড়িটি পাঠ দিতে হ'ত। কিন্তু ছাত্রদের জ্ঞান ভাসা-ভাসা হ'ত, মেডিকেল ইস্কুলের ছাত্রদের জ্ঞান পাকা হ'ত। রসায়ন-বিদ্যার তুল্য সাঙ্কেতিক বিদ্যা আর একটিও নাই। বাঙ্গালা ভাষায় সে বিদ্যাশিক্ষা অক্লেশে হ'তে পারে। সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোচরীভূতও হ'ল। ইহার পঁচিশ বৎসর পরে ইং ১৯৪০ সালে স্যর আশুতোষের কর্তৃত্বে ইংরেজী ইস্কুলে বাঙ্গালা পঠন-পাঠন আরম্ভ হ'ল। আর আই-এ, বি-এ, ও এম-এ পর্যন্ত বাঙ্গালা সমাদৃত হ'ল। দেশের কালচক্র অতিশয় মৃদুগতি।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ সংগ্রহ করেছিলেন। ১৩০৮ (ইং ১৯০১) সালে সাহিত্য-পরিষদ্ সেই তালিকা ছাপিয়ে সদস্যগণের নিকট পাঠিয়েছিলেন। পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী সে তালিকার সঙ্গে এক নিবেদন-পত্রও দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন।" এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাঙ্গালা ভাষার যাবতীয় শব্দ সংগ্রহ করতে হবে। সদস্যগণ শব্দসংগ্রহ করলে পরিষদের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমি পড়লাম, আর রেখে দিলাম। এ কাজ আমার নয়। তিন চার বৎসর পরে বিশ্রাম লাভের জন্য পুরী গিয়েছিলাম। সঙ্গে কোন বই ছিল না। সকালবেলা ভ্রমণ করে কাটত। অপরাহ্ণে কয়েকজন পণ্ডিত আসতেন; তাঁদের সহিত আলাপ ক'রে কাটত, কিন্তু মধ্যাহ্ন কাটে না, দিবানিদ্রার অভ্যাস নাই। একদিন মনে হ'ল, পরিষদ্ শব্দ সংগ্রহ করতে বলেছিলেন। আমি যত শব্দ জানি, লিখতে থাকি। যে শব্দ মনে আসতে লাগল, এক খাতায় লিখতে লাগলাম। ঘণ্টা দুই তিন লিখবার পর মনে হ'ল, অফুরন্ত শব্দ বর্গিত করে না লিখলে কি কাজে আসবে? পরদিন আবার নূতন খাতা ক'রে রান্নাঘর নিয়ে আরম্ভ করলাম। সেখানে কি কি শব্দ লাগে? 'মসলা', 'সরা', 'খুন্তী'; কিন্তু সন্দেহ হ'ল মসলায় 'স' না 'শ', 'খুন্তী' না 'খন্তী'? ত-এ হ্রস্ব-ই না দীর্ঘ-ঈ? এ কাজ আমার সাধ্য নয়।

ইহার দু-এক বৎসর পরে বোম্বাইবাসী এক মরাঠী বন্ধুর পত্র পেলাম। তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখতে চান। তিনি বাঙ্গালা শিখবার বই চেয়েছেন। এমন কি বই আছে, আমি জানতাম না। কলিকাতার এক পুস্তক-বিক্রেতাকে লিখলাম। তিনি লিখলেন, এমন বই নাই। মাস কয়েক পরে ত্রিবাঙ্কুড়বাসী ও মালয়ালমভাষী এক বন্ধু বাঙ্গালা ভাষা শিখবার বই পাঠাতে লিখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বাঙ্গালা ভাষা লেখা সোজা কি না? আমি এর উত্তর জানি না। আমার আক্ষেপ হ'তে লাগল। আত্মনিন্দা আমায় পীড়িত করলে। কি আশ্চর্য! আমি বাঙ্গালা বই লিখেছি, প্রবন্ধ লিখেছি, বাঙালী ব'লে পরিচয় দিচ্ছি, আমি আমার মাতৃভাষার কিছুই জানি না। আমার মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি অজ্ঞানের ভক্তি, অকিঞ্চিৎকর! আমি বাঙ্গালা ভাষা শিখতে বসলাম। সংস্কৃত শব্দের ব্যাকরণ আছে, কোষ আছে। সে সকল শব্দ আমার বিবেচ্য 'ছল না। তদ্ব্যতীত যে সকল বাঙ্গালা শব্দ আমি জানতাম, সে সকল শব্দ বর্গে বর্গে ভাগ ক'রে এক এক খণ্ড কাগজে এক এক শব্দ লিখে যেতে লাগলাম। আমার নিজেরই আশ্চর্য বোধ হ'ল; আমি নিজের মন হতে প্রায় আট হাজার শব্দ লিখেছিলাম তার পর শব্দের উচ্চারণ, বানান ও অর্থ চিন্তা করলাম। এইরূপে আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও শব্দকোষের উৎপত্তি হয়েছিল। কারও সাহায্য পাই নাই, কোষে কিছু কিছু ভুল রয়ে গেছে।

১৩১৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যারূপে আমার ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় ছাপা হয়েছিল। সে এক দীর্ঘ অধ্যায়। তাতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, প্রকৃতি, গতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছিল। আজ আপনারা রাষ্ট্রভাষার কথা শুনছেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই প্রশ্ন আমার মনে হয়েছিল। আমি বাঙ্গালার সহিত হিন্দীর তুলনা ক'রে লিখেছিলাম, হিন্দী বহু লোকের ভাষা ; কিন্তু হিন্দীর লিঙ্গানুশাসন সহজে আয়ত্ত হবার নয়। সে বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালা সাহিত্য যত সমৃদ্ধ, হিন্দী সাহিত্য তত নয়। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলাম, সে দিন আসবে, যে দিন আমাদিকে ভারত-ভাষা চিন্তা করতে হবে, আর হিন্দীর সহিত বাঙ্গালাকে লড়াই করতে হবে। অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার করতে পারলে আজ বাঙ্গালাকে ভারত-ভাষার আসনে বসাতে পারা যেত। আমি সতর্ক করেছিলাম ; কিন্তু বাঙালী উদাসীন, কেহ সে কথা শুনলেন না। বাঙ্গালা ভাষা প্রসার সমিতির কার্যবিবরণ পড়তে পাই নাই।

বাঙ্গালা ভাষা শেখা সোজা, সে লৈখিক ভাষা, মৌখিক ভাষা নয়। বিশেষতঃ যাঁরা একটু সংস্কৃত জানেন, তাঁরা অতি অল্প দিনেই শিখতে পারেন। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য ভাষায় যত সংস্কৃত শব্দ আছে, অন্য কোন প্রদেশের ভাষায় তত নাই।

আমি এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়েছি। ওড়িষ্যায় ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বাঙ্গালা জানতেন, বিহারীও জানতেন, আসামীর ত কথাই নাই। একদা অনুসূয়া বাঈ নামে এক মারাঠী বিদুষী কটকে এসেছিলেন, তিনি কটকের সরকারী উকিল হরিবল্লভ বসুর বাড়ীতে উঠেছিলেন। সুভাষের পিতা জানকীনাথ বসু হরিবল্লভ বাবুর আত্মীয় ও 'জুনিয়র' ছিলেন। মহিলাটি সংস্কৃত ও তাঁর মাতৃভাষা মরাঠী ভিন্ন অন্য ভাষা জানতেন না। তিনি তথাকার দু' পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ করতে চান। এ এক আশ্চর্য, হরিবল্লভ বাবু আর কাহাকেও পেলেন না, আমাকেই ডেকে পাঠালেন। আমি সন্ধ্যার সময় গেলাম। মহিলাটি সংস্কৃতে প্রশ্ন করলেন, আমি ব্যাকরণ ভেবে ভেবে উত্তর দিলাম। এইরূপে দুই চারটি প্রশ্নের পর তিনি বুঝতে পারলেন, সংস্কৃতে কথা কওয়ায় আমার অভ্যাস নাই। তিনি বললেন, "আপনি বাঙ্গালায় বলুন, আমি সংস্কৃতে বলব।" আমি সাধু বাঙ্গালায় বলতে লাগলাম। আমার মনে আছে, তিনি বলেছিলেন, তিনি ভারতের নানা দেশ ঘুরেছেন, নানা ভাষা শুনেছেন ; তিনি অন্য কোন ভাষা বুঝতে পারেন নাই, কিন্তু বাঙ্গালা বুঝতে পেরেছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষা অক্লেশে কইতে পারা যায়, অক্লেশে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু অক্লেশে বাঙ্গালা অক্ষর পড়তে, বিশেষত লিখ্‌তে পারা যায় না। বাঙ্গালা বর্ণ অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি প্রায় পঞ্চাশ। কিন্তু পঞ্চাশটি অক্ষর শিখলে বাঙ্গালা লিখতে পারা যায় না। ব্যঞ্জনাক্ষর যোগে স্বরাক্ষর পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তিত স্বরাক্ষর গ'নলে চৌষট্টিটি অক্ষর পর্যাপ্ত হবার কথা। কিন্তু তা হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের শব্দ লিখতে ও পড়তে শিশুকে কি কষ্ট পেতে হয়, যিনি দেখেছেন, তিনিই বুঝবেন। তথাপি কত বাঙ্গালা বই গুজরাতী ও হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। অনুবাদকেরা প্রবাসী বাঙ্গালী নহেন। এ বিষয়ে রামানন্দবাবু অনেক জানতেন, আমি দুই এক দ্রাবিড় ভাষার কথা জানি। গত বৎসর মাদ্রাজ-বাসী ও তেলেগু-ভাষী এক শাস্ত্রী আমায় এক পত্র লিখেছিলেন। পত্রখানি ইংরেজীতে। নিজের পরিচয় দিতে লিখেছিলেন, তিনি আন্ধ্র। 'আন্ধ্র' শব্দটি বাঙ্গালা

অক্ষরে লিখেছিলেন। তদবধি তাঁর ছয়-সাতখানা পত্র পেয়েছি। আমি "প্রবাসী"তে কোন্ কালে কি লিখেছিলাম, তিনি পড়েছেন আর কোন কোন বিষয়ে তর্ক তুলেছেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে ইংরেজীর মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা অক্ষরে তেলেগু শব্দ লিখেছেন। কিন্তু অক্ষর দেখলেই বুঝতে পারা যায়, তিনি কষ্টে লিখেছেন। যেখানে আটকেছে, সেখানে নাগরী ধরেছেন। বাঙ্গালা ভাষার এই গৌরব অল্প দিনের নয়। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালোর হ'তে এক ব্যক্তি আমায় পত্র লিখেছিলেন। আমার বঙ্গবিদ্যালয়ের একখানা পাঠ্য পুস্তক ছিল। তিনি বইখানি কনাড়ী ভাষায় অনুবাদ করবার অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয় অনেক পাঠ্য-পুস্তক দেখেছিলেন আর নিশ্চয় বাঙ্গালা যুক্তাক্ষরের কাঁটার বেড়ায় বিক্ষত হয়েছিলেন।

এই সব দেখে আমি বুঝলাম, বাঙ্গালা যুক্তাক্ষরের অনাবশ্যক জঞ্জাল দূর করতে না পারলে বাঙ্গালা-ভাষা শেখা সোজা বলতে পারি না। কিন্তু লোকে আমার উদ্দেশ্য বুঝলে না; ভাবলে, আমি অনাবশ্যক কিছু করতে বসেছি। অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হলেন, কোথাকার কে ওড়িষ্যায় থেকে বাঙ্গালা-ভাষার সর্বনাশ করতে বসেছে। ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মেলনে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণমালার অভিযোগ এনেছিলেন। শ্রোতারা খুব হেসেছিল। কিন্তু কেহ বলে নাই, অভিযোগটি মিথ্যা। আমি বর্ণমালা স্পর্শ পর্যন্ত করি নাই। কেহ বলে নাই, অক্ষরমালা আমার নিকট কৃতজ্ঞ। নিষ্পিষ্ট, সঙ্কুচিত, বিকলাঙ্গ কত অক্ষরকে আমি উদ্ধার করেছি। 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দবাবু আমার সহায় হয়েছিলেন। আমি যেমন অক্ষরে লিখতাম, তিনি তেমন ছাপাতে চেষ্টা করতেন। 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক জলধরবাবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু "সাহিত্য"-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নাম রেখেছিলেন "যোগেশ বানান"। রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। প্রথমে তিনি তর্ক করেছিলেন, পরে তিনি আমার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ ছাপবার জন্য দশ বারটা নূতন টাইপ করিয়েছিলেন। গু, রু, রূ, শু পরিবর্তে গ‌ু, র‌ু, র‌ূ, শ‌ু লিখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। স্যর জগদীশ বসুর কথা স্বতন্ত্র। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি বাঙ্গালা বানান বদলাতে চান ?" আমি বললাম, "না, বানান নয়, গোটা-কয়েক অক্ষর।" এই কথাটা বুঝাতে ২৪।২৫ বৎসর লেগেছে। আপনারা দেখেছেন, আনন্দবাজার পত্রিকা কি অক্ষরে ছাপা হচ্ছে। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে লিখেছিলেন, "আপনার উদ্ভাবিত অক্ষরে 'আনন্দবাজার' ছাপাচ্ছি।" শ্রীযুত রাজশেখর বসু নূতন টাইপের চিত্র পাঠিয়ে আমার মত চেয়েছিলেন। একদা অনেকে আমাকে উপহাস করেছিলেন। আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হই নাই। আমি জানি, বাঙ্গালী তার মাতৃভাষাকে এত ভালবাসে, কেহ তার বাহনেও হাত দিলে রুষ্ট হয়। আর একটু অগ্রসর হ'লে মাত্র চৌষট্টি অক্ষর দ্বারা বাঙ্গালা শব্দ লিখতে পারা যায়।

পূর্বে বলেছি, চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি ভারতভাষার কল্পনা করেছিলাম। সে ভারত-ভাষাকে এখন আমরা ভারত-রাষ্ট্রভাষা বলছি। বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হ'লে ইহার

লিখন ও পঠন সোজা করতেই হবে। ইহার সাহিত্য সমৃদ্ধ ও লোভনীয় করতে হবে। বাঙ্গালা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হউক না হউক, ইহাকে ভারত-কৃষ্টির ভাষা করতে চেষ্টা করুন। যেন সকল প্রদেশের লোক বাঙ্গালা পড়তে, বুঝতে ব্যগ্র হয়। শুনছি, পূর্ববঙ্গে উর্দু ভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। বাঙ্গালা দেশ দু-ভাগ হয়ে গেছে, সেটা মাটির ভাগ; দেখবেন, যেন কৃষ্টির ভাগ না হয়। আজ বুঝতে পারছি, পঞ্চাশ বৎসর আগে কেন তর্ক হয়েছিল, 'ইউরেনাস্'এর বাঙ্গালা ইন্দ্র হবে, কি বরুণ হবে। বুঝতে পারছি, কেন রামেন্দ্রসুন্দর অক্সিজেন্‌কে অক্সিজেন্ বলতে পারেন নাই। আমাদের সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নাই। আমাদের সাহিত্যে বাঙ্গালী-জাতির হৃৎপিণ্ড নিহিত আছে। ইংরেজ দেশ শাসন করুক, কিন্তু আমাদের সাহিত্যকে তার অধীন করব না। এখন বাঙ্গালা ভাষা রাজকীয় ভাষা হয়েছে। এখন বাঙ্গালার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ খর্ব হ'তে দিবেন না।

ভাষার যাহাতে বিশুদ্ধি ও সংযম রক্ষা হয়, সে বিষয়ে আপনারা সাবধান হবেন। তবেই এ ভাষা ভারত-কৃষ্টি-ভাষা হ'তে পারবে। সাহিত্য-পরিষৎ ভাষার শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। রজনীকান্ত গুপ্ত ভাষাকে যথেচ্ছাচারিতা হ'তে রক্ষা করতে পরিষৎকে বলেছিলেন। তিনি অকালে পরলোকগমন না করলে এ বিষয়ে পরিষৎ কর্তব্য নির্ধারণ করতেন। সুরেশ সমাজপতির কশাঘাতে কেহ কেহ জর্জরিত হ'লেও ভাষার সৌষ্ঠব রক্ষিত হ'ত।

গোটা কয়েক উদাহরণ দিচ্ছি,—সংবাদপত্রে দেখছি tear gasএর বাঙ্গালা 'কাঁদুনে গ্যাস', যে কাঁদে, সে কাঁদুনে; যে কাঁদায়, সে কাঁদানে (কাঁদানিয়া, কাঁদান্তে)। কিন্তু চোখের জল ফেলা আর কাঁদা এক কথা নয়। হর্ষেও চোখের জল পড়ে, কাঁদে না। "আগুনে বোমা ফেলেছে;" কে এমন নির্বোধ আছে যে, একাজ করবে? 'আগুনিয়া' বলতে কি আপত্তি ছিল? আজকাল 'শিল্প' শব্দের অপ-প্রয়োগ হচ্ছে। শিল্প বস্তু-নির্মাণে। 'নৃত্য-শিল্প' হয় না,—হয় নৃত্য-কলা। কুটীর-শিল্প, অর্থ হয় কুটীর-নির্মাণ কর্ম। কৃষি-শিল্প, লবণ-শিল্প বিশ্বকর্মার হাতে, আমাদের হাতে নাই। 'গণ' শব্দের ছড়াছড়ি দেখতে পাই, গণ-শিক্ষা, গণ-আন্দোলন, গণ-মত, গণ-পরিষদ্ ইত্যাদি। কিন্তু যখন বলি, হে বন্ধুগণ, তখন বন্ধু নামে যে গণ আছে, তাকে উদ্দেশ করি। 'জন' আর 'গণ' এক অর্থ নয়। ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য যদি পরিষদ্ একটি পঞ্চক নিযুক্ত করেন, তাঁরা শব্দের এইরূপ অপপ্রয়োগ হ'তে ভাষাকে রক্ষা করতে পারবেন। তাঁরা ব্যাকরণ-ভুল, বানান-ভুলও দেখবেন, আর ধীরভাবে লেখকের ভুল সংশোধন ক'রে দেবেন। একাজ পরিষদ্ করলে কোন লেখকের ক্ষুব্ধ হবার কারণ থাকবে না। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে রয়েছি। আমাদিকে নূতন নূতন ভাব, অবস্থা, রাষ্ট্ররচনা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যবসায়, কলা, বাণিজ্য, ব্যাপার ইত্যাদি নানা বিষয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। সে সকলের যোগ্য বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ইচ্ছামাত্র মনে আসে না। পরিষদ্ প্রতিশব্দ সঙ্কলনে মনোযোগী হ'লে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি হবে।

আপনাদিকে অনেক কথা শুনালাম। আপনারা উত্তম শ্রোতা। বয়স বৃদ্ধিতে বায়ু

বৃদ্ধি হয়, বাচালতা বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে,—স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ, যে নিজের নামে প্রসিদ্ধ, সে ধন্য। আমি তাই। যোগেশচন্দ্র নাম পিতৃদত্ত বা মাতৃদত্ত নয়, নামটি স্বদত্ত। যখন আমার বয়স নয় বৎসর, তখন আমি এক বৎসরের জন্য বাঁকুড়ায় ছিলাম। সে সময়ে আমি আমার নাম নিজেই রেখেছি। সে এক কৌতুকের কথা। আমার এক অগ্রজ ছিলেন, তিনি আমার জন্মের ৮।১০ বৎসর পূর্বে মারা যান। এই কারণে আমার জন্ম হ'লে মা নাম রাখেন হারাধন। তাবৎকাল আমার নাম হারাধন ছিল। যখন বাঁকুড়ায় আসি, তখন দেখি, হারাধন আরও আছে। পিতার এক খানসামা (খাস চাকর) ছিল, তার নাম হারাধন। আদালত হ'তে এক চাপরাশী এসে আমাদের বাসায় থাকত। তারও নাম ছিল হারাধন।

পিতা পাল্কীতে কাছারী যেতেন। বাসার বেড়ের মধ্যে চারি জন বেহারা থাকত। তাদের একজনের নাম হীরা ছিল। কেহ 'হারাধন' ব'লে ডাকলে আমার কান খাড়া হ'ত। একদিন আমার ভারি রাগ হ'ল। মা বাড়ীতে। কাকে বলি, কি করি। পরদিন সকালবেলা পিতার খানসামা আমার খাবার নিয়ে এল। "খাব না, নিয়ে যা।" "কেন খাবে না?" "তোকে ব'লে কি হবে? খাব না।" পিতার কর্ণগোচর হ'ল, তিনি ডাকলেন। "কি হয়েছে? কেন খাবি না?" "আমি কি ওদের সমান?" "কাদের সমান?" সমুখে খানসামা দাঁড়িয়েছিল, দেখিয়ে দিলাম। ক্রমে ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল। আর বাসার সকলে যত হাসে, আমি রাগে তত ফুলতে থাকি। পরে পিতা বললেন, আজ সন্ধ্যার আগে তোর নাম পালটান হবে; তুই যে নাম চাইবি, সেই নাম থাকবে। তখন বাঁকুড়ায় এক বঙ্গবিদ্যালয় ছিল। সন্ধ্যার আগে বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত দু-তিন ফর্দ কাগজে যত রকম নাম হ'তে পারে, তালিকা নিয়ে এলেন। মিটিং বসল। পণ্ডিত মশায় তালিকা হ'তে অক্ষয়, অভয়, অবিনাশ ইত্যাদি অকারাদি ক্রমে নাম পড়তে থাকেন আর আমার মুখের দিকে তাকান। বোধ হয় কোন অভিধান হ'তে তিনি এত নাম এনেছিলেন। অ আ ক খ ইত্যাদি শেষ ক'রে ম শেষ হ'ল। তিনি যে নাম পড়েন, মনে হ'তে লাগল, সে নাম শুনেছি কিম্বা হ'তে পারে। আমি কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়েছিলাম। রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ ইত্যাদি নাম মনে ছিল। পণ্ডিত মশায় 'যোগেশ' নাম পড়লেন। মনে হ'ল, এ নাম কারও নাই। আমি বললাম, আমার এই নাম হউক। পরদিন ইস্কুলের বহিতে আমার পুরাতন নাম কেটে নূতন নাম লেখা হ'ল।

বিভিন্ন বিসদৃশ অর্থে একটা শব্দ প্রয়োগ করলে অনর্থ ঘটতে পারে, এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনাদের বহু ধন্যবাদ করছি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৪শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।
১৩৫৪

মহীপালের নবাবিষ্কৃত বেলওয়া-লিপি

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এস্‌সি

গত ২০এ নভেম্বর ১৯৪৬ খ্রীঃ হিলি হইতে ১৬ মাইল পূর্ব্বস্থিত দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কশীগাডী নামক গ্রামস্থ একটি জমিদারী কাছারীর কর্ম্মচারী শ্রীমান্ বছিব সরকার আমাকে পত্রদ্বারা জানায় যে, "ভাতছালার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বেলওয়ায় খাড়ে সাওতাল নিজবাড়ীর উঠানস্থ উনান বড় করার সময় দুইটি বড তামার পাত পাইয়াছে।" আমি তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া পাঠাই। এবং পরে তাহার মারফৎ আমার দাদা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় উহা পাইয়া গত ১লা জানুয়ারী ১৯৪৭ খ্রীঃ আমাকে কলিকাতায় আনিয়া দিয়াছেন।

শাসন দুইটির আয়তন এক। প্রস্থে ১৩" ইঞ্চি এবং লম্বায় ১৪·৬" ইঞ্চি। এই লম্বার দিকেই রাজচিহ্নটি যুক্ত করা আছে। রাজচিহ্নের মাপ লম্বায় ৭·২" এবং পার্শ্বে ৫" ইঞ্চি। রাজচিহ্নটির শীর্ষদেশে একটি শঙ্খ, নীচে বৌদ্ধ ধর্ম্মচক্র, তার দুই পার্শ্বে মৃগদাব, তার নীচে দাতা রাজার নাম, তার নীচে পুষ্পবদিকা। সবই অতি সুন্দর কারুকার্য্যদ্বারা মণ্ডিত ও বেষ্টিত। দুই পৃষ্ঠেই পদ্যগদ্যময় শাসন খোদাই করা। একটী শাসন মহীপালদেবের, অপরটী বিগ্রহপালদেবের।* যে বেলওয়া গ্রামে এই শাসন দুইটি পাওয়া যায়, সেখানে কিছু কিছু প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ও দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামে ছয়ঘাটির বিল নামে একটি বিরাট্ দীঘি আছে। উহা দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ মাইল। আরও অনেক দীঘি এই গ্রামে আছে। স্থানে স্থানে ইষ্টকখণ্ড—উহার সংলগ্ন উচ্চ বাঁধান বেদীর মত পীরের দরগা। ইষ্টকগুলি ১০" ইঞ্চি স্কোয়ার ও এক ইঞ্চি পুরু। নিকটেই যে স্থলে তাম্রশাসনটি পাওয়া যায়, সেই খাড়ে সাওতালের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে এক বিঘা জমি বেষ্টন করিয়া দুই হাত প্রস্থের পুরাতন প্রাচীর। ইহার ইটও ঠিক পূর্ব্ববর্ণনার মত। নিকটেই ৩০ হাত প্রস্থ পরিখার চিহ্ন আছে। তাহার নিকট ইটের ঢিপি। তাহাতে বহু স্তূপ। নিকটেই মস্ত দীঘির পাড়ে প্রাচীন একটি ভগ্ন মন্দির আছে। মস্ত পরিখা-বেষ্টিত স্থানে গুদির ধাপ নামক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আমি ১৯৪৮ ফেব্রুয়ারি মাসে দেখিয়া আসিয়াছি।

---

* প্রথম শাসনটী বর্তমানে প্রকাশিত হইল। পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় দ্বিতীয় শাসনটী প্রকাশের ইচ্ছা আছে। আলোচ্য শাসনের পাঠ ও অর্থ নিরূপণ বিষয়ে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মহীপালের বাণগড়-লিপিবিষয়ক প্রবন্ধ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়-সম্পাদিত গৌড়লেখমালা গ্রন্থ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি। দীনেশবাবু ও পত্রিকাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রবন্ধটী আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন এবং নানাভাবে পরামর্শ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

মহীপালের যে তাম্রশাসনটি বহুদিন হইতে বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজে পরিচিত আছে, তাহা বাণগড় লিপি নামে আখ্যাত। উহা ১৩০৫ সালে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তার পর গৌড়লেখমালায় উহা সানুবাদ ছাপা হয়। এই শাসনটি মহীপালদেবের বিলাসপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রচারিত। উহাতে দেয় ভূমি ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে কোটীবর্ষবিষয়ে গোকলিকামণ্ডলান্তঃপাতী…। আর আমরা এই বেলওয়ার মহীপাল-শাসনে পাইতেছি—"শ্রীসাহসগণ্ডনগরসমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে" এবং দেয় ভূমি হইল—"ফাণিতবীথীসম্বদ্ধ…। পুণ্ডরিকামণ্ডলান্তঃপতী…। পঞ্চনগরীবিষয়ান্তঃপাতী…গণেশ্বরসমেত গ্রামপুষ্করিণীতে।" সুতরাং ইহা বাণগড়-লিপি হইতে পৃথক্ জয়স্কন্ধাবার বা বিজয়শিবিরের নাম করিতেছে এবং দেয় ভূমিও পৃথক্ 'মণ্ডল' ও 'বিষয়ের' অন্তর্গত হইতেছে।

উক্ত পঞ্চনগরী বিষয়ের উল্লেখ গুপ্ত আমলের বৈগ্রাম-লিপিতে আছে। সুতরাং ৫।৬ শত বৎসর ধরিয়া পঞ্চনগরীবিষয়টি যে একই নামে পরিচিত ছিল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ পঞ্চনগরী পাঁচবিবির পূর্বনাম বলিয়া আমাদের ধারণা। এই ধারণার কারণ পৃথক্ প্রবন্ধে আমাদের বলিবার ইচ্ছা রহিল।

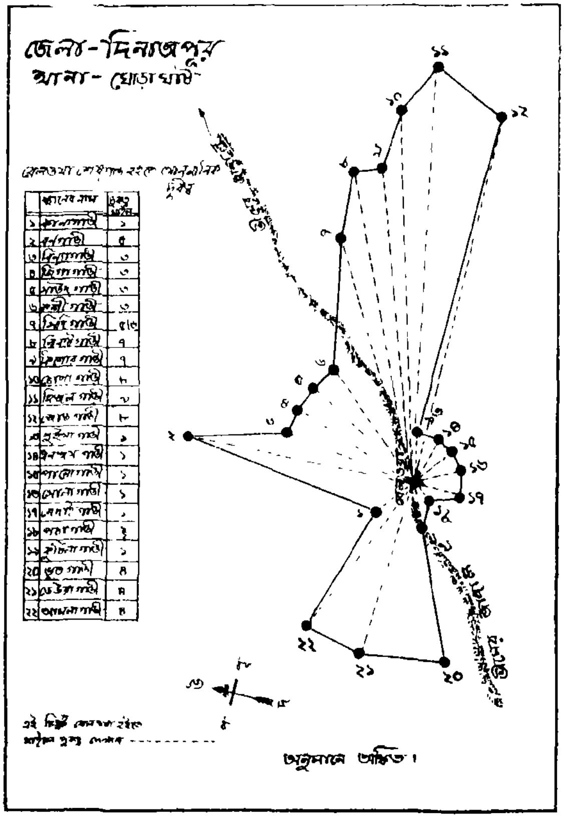

বেলওয়ার সন্নিকটে বহু গ্রামের নামের অন্তে 'গাড়ী' পাওয়া যায়।—যথা, পুঞ্জাগাড়ী, বল-গাড়ী, কেশরীগাড়ী ইত্যাদি। আমরা এরূপ ২২টি গ্রামের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। সাহসগণ্ডের 'গণ্ড' শব্দই গাড়ীতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদিও ঠিক এই নামের কোন গ্রাম নাই।

বেলওয়ার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। ইহাদের

মধ্যে বি এণ্ড এ রেলওয়ের দিনাজপুর জেলায় রেললাইনের পশ্চিমস্থিত বাণগড (এখানে মহীপালের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে এবং বহু প্রাচীন কীর্তি আছে), দিবর দীঘি

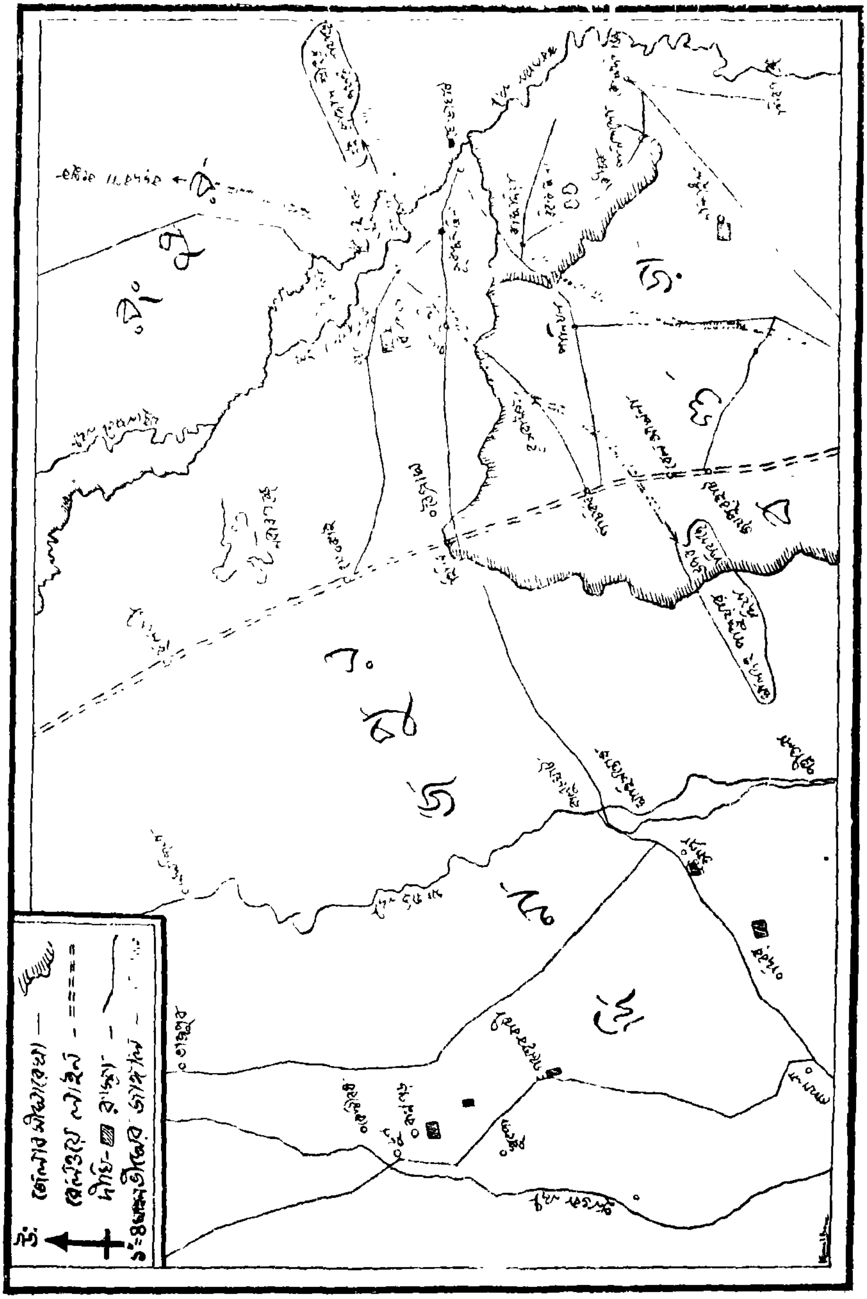
উঃ
জেলার সীমারেখা
রেলওয়ে লাইন
দীঘি- ▨ রাস্তা
১"=৪ মাইল

(এখানে দিব্যক-স্তম্ভ আছে), মাহিসন্তোষ (অনেক প্রাচীন চিহ্ন আছে), আগ্রা (প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ কর্তৃক রক্ষিত পর্বত) ও বেল আমলা (এখানে প্রাপ্ত চণ্ডী, সূর্য্য ও বাসুদেবমূর্তি বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিতে রক্ষিত আছে) সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ইতিপূর্বে হইয়াছে। গুপ্ত ও পাল-রাজাদের আমলের এই সকল চিহ্ন সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিছু দিন হয়, রেললাইনের পূর্বস্থিত বৈগ্রাম (এখানে একটি গুপ্ত আমলের তাম্রশাসন ও শিবমন্দির প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে), কশবা উচাই (এই অঞ্চলে অতিকায় বোধিসত্ত্ব লোকনাথমূর্তি ও ধাতুনির্ম্মিত চতুর্ভুজা 'শ্রী'মূর্তি পাওয়া গিয়াছে) ও ঘোড়াঘাট (কাটাদুয়ারের রাজার অরণ্যবেষ্টিত দুর্গ ছিল এবং পরে গাজী ইসমাইল কর্ত্তৃক অধিকৃত ও সহরে পরিণত হয়) প্রভৃতি কয়েকটি স্থান পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিন্তু বেলওয়া অঞ্চলে এত দিন কোন ঐতিহাসিকের আলোচনার বস্তু ছিল না। কেবল বছির সরকারের সাহায্যে এই লেখকই প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে একটি মূর্তির ভগ্নাংশ পাইয়াছিল। নক্সাতে দেখা যাইতেছে, ভীমের জাঙ্গালের কয়েকটি বেষ্টনী যেন এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বেলওয়াতে পরিখা-বেষ্টিত উচ্চ পাহাড়সদৃশ প্রাচীন ইষ্টকময় স্থান দেখিয়াছেন এবং শ্রীমান্ বছির সরকার জানাইয়াছে যে, "বেলওয়া ও বলগাড়ীর মধ্যবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে প্রায় ২০০ বিঘা জমির চতুর্দ্দিকে উঁচু পাহাড়ের মত আছে * * * ঐ স্থানে জঙ্গলে একটি স্থান সন্দেহ করিয়া রাত্রিতে খুঁড়িয়া ইটের গাথনীযুক্ত স্থান দেখিতে পায় এবং পরে সাপ দেখিয়া পলাইয়া আসে।" বছির আরও লিখিয়াছে যে, "বেলওয়ার নয়ানদীঘিতে (এই গ্রামে বহুসংখ্যক দীঘি বিদ্যমান) ৩০ বৎসর আগে এক বিরাট্ দেবীমূর্ত্তি সাঁওতালরা পাইয়াছিল। তাহা এখন ঘোড়াঘাটে এক গৃহে পূজিত হয়। বামনদীঘিতে মস্ত মস্ত শঙ্খ, ঘণ্টা, রেকাবী, পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি পূজার জিনিষ পাওয়া গিয়াছিল।"

এই শাসনে বেলওয়া গ্রামের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু এই গ্রামে এই সঙ্গেই অন্য যে শাসন পাওয়া গিয়াছে, সেই বিগ্রহপালের শাসনটিতে আছে যে, উহার দানগ্রহীতা বেল্লাবাগ্রামনিবাসী ছিলেন।

মহীপালের বেলওয়া-লিপির দত্ত ভূমির মাপ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন উঠিতেছে। এত দিন নানা দানলিপি পাঠ করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই পালরাজাদের আমলে "সর্বোচ্চ ভূমিমান হইতেছে কুল্য অথবা কুলবাপ, তার পর দ্রোণ বা দ্রোণবাপ এবং সর্বনিম্ন মান আঢ়বাপ।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ, ১৮৫ পৃঃ)। কিন্তু মহীপালের বেলওয়া-লিপিতে আছে—দশোত্তর শতদ্বয় প্রমাণ, নবতদুত্তরচতুঃশত প্রমাণ, একপঞ্চাশদুত্তরশতপ্রমাণ। এই 'প্রমাণ' তাহা হইলে ভূমির অনুরূপ মাপ কি না, তাহা বিবেচ্য। মূল শাসনটির সম্মুখভাগে ৩৩ পংক্তি ও পশ্চাদ্ভাগে ২৫ পংক্তি লিপি আছে।

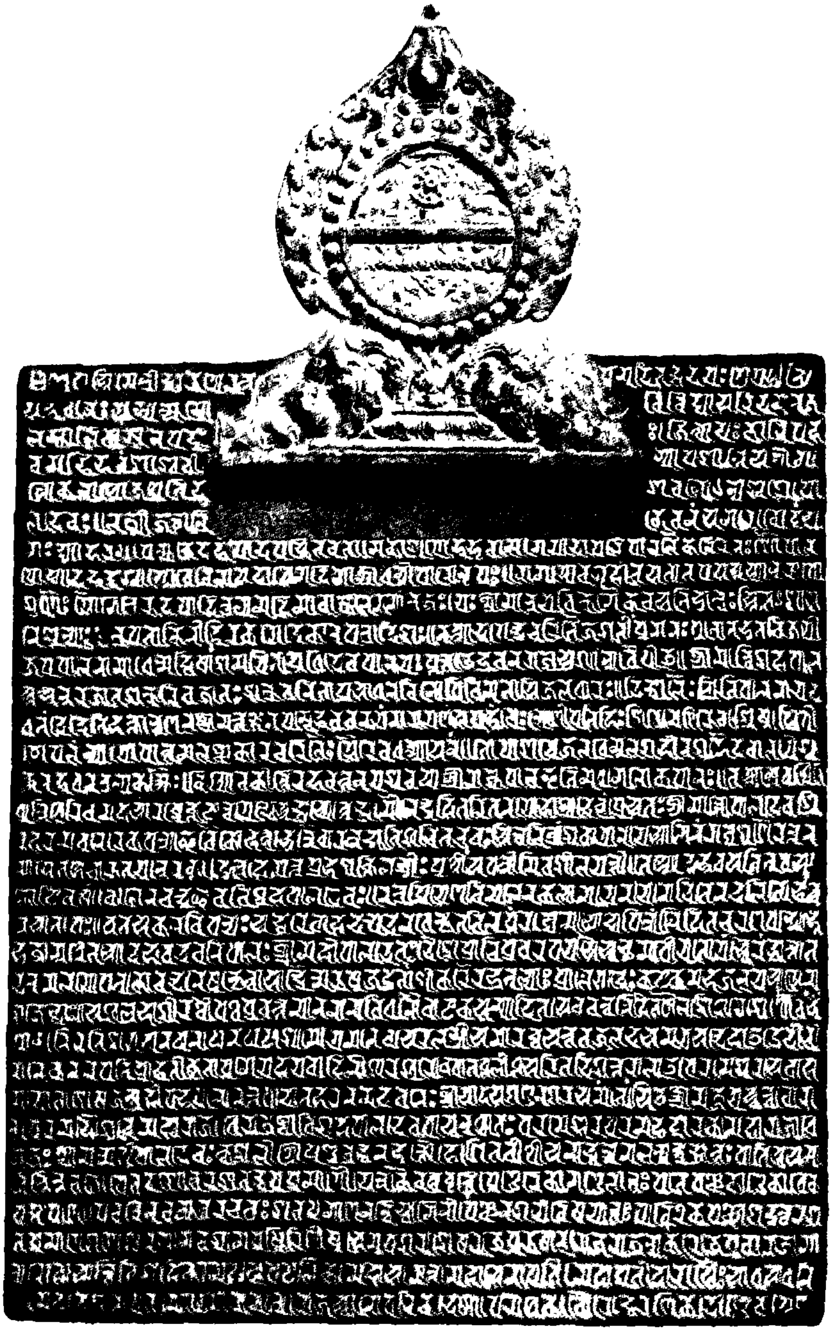

মহীপালের নবাবিষ্কৃত বেলওয়া-লিপির সম্মুখ-ভাগ

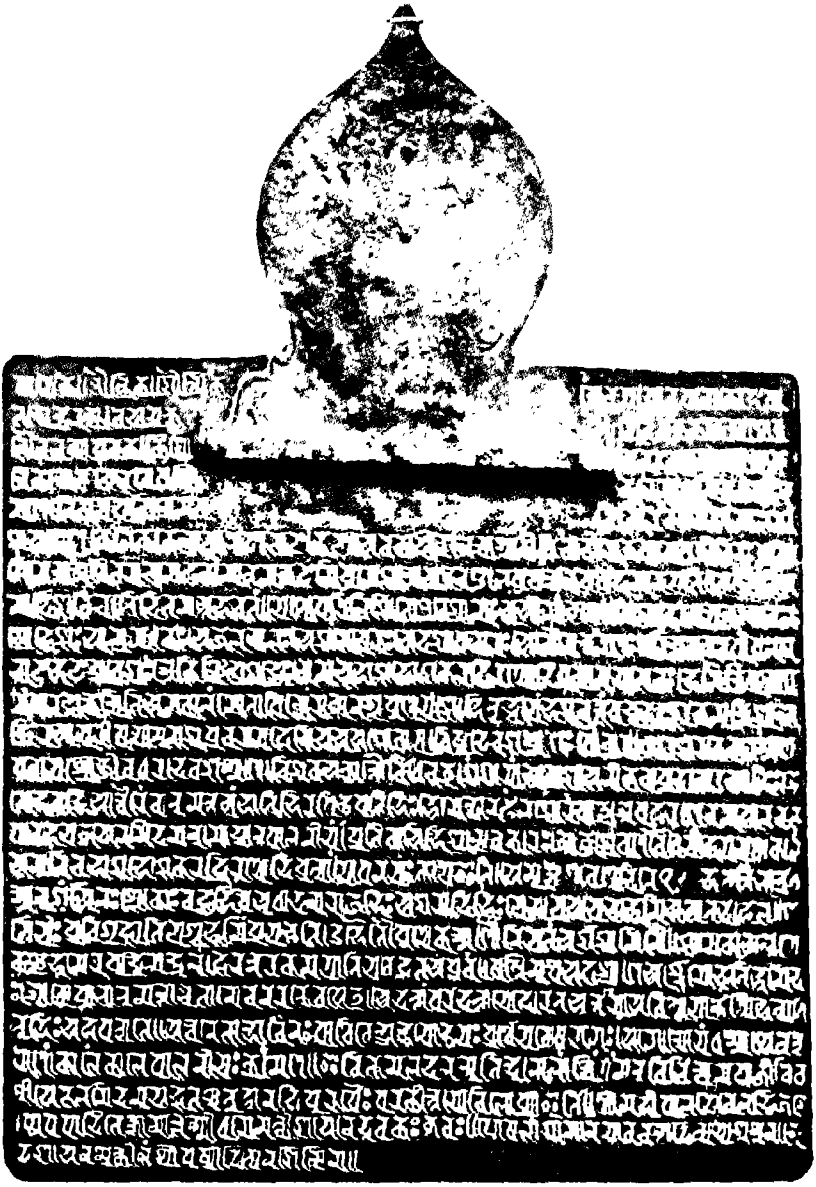

মহীপালের নবাবিষ্কৃত বেলওয়া-লিপির পশ্চাৎভাগ

লিপির পাঠ—সম্মুখ ভাগ

পংক্তি		
১	৮[১] ওঁ স্বস্তি। মৈত্রীম্কাকণ্যরত্ন	প্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং ন[১]
২	সন্দধানঃ সম্যক্সম্বো-	ধিবিদ্যাসরিদ[ম]ল জ-
৩	লমক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্ক	ঃ। জিত্বা যঃ কা[+মকা+) রিপ্রভ
৪	বমভিভবং শাশ্বতী	মপ্রাপ শান্তিং স শ্রীমা
৫	লোকনাথো জয়তি দ-	শবলোঽন্যশ্চ গোপা
৬	ল দেবঃ ॥* [১]	
	লক্ষ্মীজন্মনি-	কেতনং সম (+ক+) রো বোঢুং ক্ষ

ওঁ স্বস্তি। শ্রীমান্ লোকনাথ দশবল (বুদ্ধ) এবং অপর শ্রীমান্ গোপালদেব জয়যুক্ত হউন। (বুদ্ধ ও গোপালদেব) যাহার কারুণ্যরত্নে প্রমুদিতহৃদয় প্রিয়তমা মৈত্রীকে ধারণ করিয়াছিল, যাহার সম্যক্ সম্বোধিযুক্ত বিদ্যারূপ নদীর নির্মল জলে অজ্ঞানরূপ পঙ্ক বিদূরিত হইয়াছিল, যিনি (কাম) শত্রুর আক্রমণ পরাজিত করিয়া শাশ্বত শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। [১]

এই গোপালদেব হইতে শ্রীধর্মপাল নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিমা

১। মূল প্রশস্তি পাঠের বাহিরে বন্ধনীমধ্যে এই দুইটি অক্ষর আছে।

* দেখা যাইতেছে, এই শ্লোকে গোপালদেব লোকনাথ বুদ্ধদেবের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমপর্য্যায়ভুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন। এই রাজাদের আমলে দেখা যায় যে, ইহারা পূর্ব্বপুরুষ ও নিজ জীবনের শৌর্য্যবীর্য্যের প্রকাশক অনেক (অতিশয়োক্তি) করিতে সদাই প্রস্তুত। কিন্তু এরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ক গুণবর্ণনা অন্য কোন পালরাজাদের বিষয়ে প্রযুক্ত হয় নাই। গোপালের ঐতিহাসিক জীবনে ইহার সমর্থক কিছু ঘটনা ছিল কি না, যেমন অশোকের ছিল, তাহা আমাদের সন্ধানের বিষয়।

গোপালদেব-প্রদত্ত কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই। এই শ্লোকটি গোপালের পঞ্চম পুরুষ নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে প্রথম পাওয়া যায়।

† ধর্ম্মপালদেবের নিজ খালিমপুর-লিপি—এই "নৃপতিবৃন্দের অধীশ্বর একাকী সমগ্র বসুমতীর শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেন।" "পৃথু, রাঘব, নল প্রভৃতি নরপালকে একত্র

পংক্তি

৭ মঃ ক্ষ্মাংরম্। পক্ষচ্ছেদভয়াদুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃতাম।
মর্য্যাদাপরিপালনৈকনিরতঃ শৌর্য্যাল-
৮ য়োস্মাদভূদ্দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসহাসিমহিমাশ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ ॥ [২]
রামস্যেব গৃহীতসত্যতপসস্তস্যানুরূপো
৯ গুণৈঃ সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাস-
১০ নে শূন্যাঃ [শ]ত্রুপতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥ [৩]

[দুগ্ধাম্ভোধি বিলাস] ক্ষীরোদসমুদ্র-সৌন্দর্য্যকে উপহাস করিত। লক্ষ্মীর উদ্ভবস্থান বলিয়া ক্ষীরোদসমুদ্র "লক্ষ্মীজন্মনিকেতন," তিনিও রাজকুলে সমুদ্ভূত বলিয়া "লক্ষ্মীজন্মনিকেতন" ;— ক্ষীরোদসমুদ্র মকরপূর্ণ বলিয়া "সমকর" ; তিনিও সমভাবে রাজকর গ্রহণ করিতেন বলিয়া "সমকর" ;—ক্ষীরোদসমুদ্র বিষ্ণুকে বহন করিতে সমর্থ বলিয়া "ক্ষ্মাভর-বহন-ক্ষম," তিনিও ধরাভার বহনে সমর্থ বলিযা ক্ষ্মাভরবহনক্ষম ;—পক্ষচ্ছেদভয়ে শরণাগত [ভূভৃৎ] ধরাধারক পর্ব্বতসমূহের পক্ষে ক্ষীরোদসমুদ্র একমাত্র আশ্রয, স্বপক্ষচ্ছেদভয়ে শরণাগত (ভূভৃৎ) নরপালগণের পক্ষে তিনিও একমাত্র আশ্রয় ; ক্ষীরোদ সমুদ্র জলস্থলের [মর্য্যাদা] সীমা সংরক্ষণে নিরত, তিনিও লোকসমাজের [মর্য্যাদা] শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট—স্বধর্ম্ম-সংরক্ষণে একনিষ্ঠ ;— [সন্ধ্যাসমাগমে সূর্য্যতেজঃ সমুদ্রগর্ভে অস্তমিত হয় বলিয়া] ক্ষীরোদসমুদ্র (শৌর্য্যালয়) সূর্য্য-কিরণের আধার, তিনিও বীরত্বের আধার [শৌর্য্যালয়] [২]

সত্যব্রত-পালন-পরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ সৌমিত্রীর তুল্য মহিমসমন্বিত বাক্‌পাল নামে [এই রাজার] এক [অনুজ] ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীতি এবং বিক্রমের নিবাস-স্থল ছিলেন : এবং জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একছত্র-শাসন-সংস্থিত দশ দিক্ শত্রুপতাকিনী-শূন্য করিযা দিয়াছিলেন। [৩]

দর্শনের ইচ্ছায় বিধাতা যেন নরপালকুলগৌরব-সংস্থাবক ধর্ম্মপাল নামক নরপালকে কলিযুগে চিরচঞ্চল লক্ষ্মী-করিণীর বন্ধনোপযোগী মহাস্তম্ভরূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।" তার পর "কান্যকুব্জাধিপতি মহেন্দ্রের ভয়ে চক্ষু নিমীলন করা," "ইঙ্গিত মাত্র ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতির রাজাদের প্রণতিপরায়ণ করান" ইত্যাদি অনেক বলবীর্য্যপ্রকাশক ঘটনার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা এই তাম্রশাসনে আছে। কিন্তু [৩] নম্বর শ্লোকে ধর্ম্মপালের অনুজ বাক্‌পালের বীরত্ব ও ভ্রাতার সহায়তা করার যে বিবরণ আছে, তাহার কোন উল্লেখ ধর্ম্মপালের নিজের তাম্রশাসনে নাই। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালদেবের মুঙ্গের-লিপিতেও তাঁহার খুল্লতাত বাক্‌পালের ঐ কীর্ত্তিত্বের কোন বর্ণনা নাই। ঐ বর্ণনা প্রথম দেখিতেছি দেবপালের অনুজ জয়পালের পৌত্র নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপির চতুর্থ শ্লোকে। এত বিলম্বে ইহার উল্লেখের কারণ কি, তাহা বলা শক্ত। তবু একটু অনুমান করা যায়।

পংক্তি

তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জগতীং পুনানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ী
১১ জয়পালনামা। ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্য[১]সুখান্য-
নৈষীৎ ॥ [৪]

শ্রীমান্বিগ্রহপাল-
১২ স্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ শত্রুবনিতাপ্রসাধনবিলোপি
বিমলাসিজলধারঃ ॥ [৫]

দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দ-
১৩ ধতং দেহে বিভক্তান্ গুণা[২] (+।+) ন্

জয়পাল নামক বিজয়ী, উপেন্দ্রচরিত্র দ্বারা জগৎ যেমন পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, সেইরূপ (পবিত্রকারী) তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। ধর্ম্মদ্বেষীদের দমন করিয়া (যুদ্ধে পরাজিত করিয়া) পূর্ব্বজাত দেবপালকে যিনি ভুবনরাজ্যসুখ ভোগ করাইয়াছিলেন [৪] *

তাঁহার অজাতশত্রুর ন্যায় পুত্র শ্রীমান্ বিগ্রহপাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিমল অসিধার শত্রুবনিতাদের প্রসাধনবিলোপী (হইয়াছিল) [৫] †

ক্ষিতিপালনার্থ দিক্‌পালগণকর্ত্তৃক বিভক্ত গুণসমূহ আত্মশরীরে ধারণকারী, শ্রীমান্ ও প্রভুত্বশালী তাহার নারায়ণ (নামক) পুত্র হইযাছিল। যিনি চরিত্র দ্বারা ন্যায়ানুসারে প্রাপ্ত ধর্ম্মাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং ভূপতিগণের শিরোমণির কান্তিদ্বারা যাঁহার পাদপীঠোপল আলিঙ্গিত হইত। [৬] ‡

---

[১] সুখান্যনৈষীৎ। [২] গুণান্।

* নারায়ণপাল স্বয়ং রাজা দেবপালের পৌত্র নহেন, রাজানুজ জয়পালের পৌত্র এবং তাঁহার এই পিতামহ জয়পাল রাজা দেবপালের পরম সহায়ক। বাক্‌পালও তেমনি বড় ভাই ধর্ম্মপালের পরম সহায়। ছোট ভ্রাতাদের বড় ভাইদের প্রতি ঐরূপ আনুগত্য ও সহায়তা দ্বারা প্রজাদের তুষ্টিসাধন রাজবংশের স্থায়িত্ব বিধান ও বিদ্রোহষড়যন্ত্রাবনাশের খুব সুবিধা হয়। সেই জন্য ভাইএ ভাইএ একাত্মতা দেখাইবার জন্যই সম্ভবত এই ভ্রাতৃপ্রেমের বর্ণনা পরবর্ত্তী কালে যোজিত হইয়াছে।

† এই বর্ণনায় যে কবিত্ব আছে, তাহা একালে অনেকের চিত্তে বিগ্রহপালের পরিবর্ত্তে যাহাদের প্রসাধন বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই বিধবাদের প্রতিই সহানুভূতি আনিবে। ঠিক এইরূপ রসপ্রদায়ী অন্য একটি শ্লোক দেখিতেছি মদনপাল দেবের মনহলি-লিপিতে তৃতীয় গোপালদেবের গুণবর্ণনায়। "প্রত্যর্থিপ্রমদাকদম্বকশিরঃসিন্দূরলোপক্রম-ক্রীড়াপাটলপাণিরেষ সুষুবে গোপালমুর্ব্বীভুজঃ।" অর্থাৎ প্রত্যর্থিগণের রমণীসমূহের শিরস্থিত সিন্দূর লোপক্রমরূপ ক্রীড়াদ্বারা যাঁহার হস্ত পাটল হইয়াছিল, সেই গোপাল। এইরূপ শ্লোক 'সে আমলের রাজাদের চিত্তবৃত্তির ছবি'—এ কথা কি বলা যায়? ইহারা দানধ্যান করিতেন দেখা যায়, বৌদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মাচরণ জন্য ভূমিদান করিতেন, মহাভারত পাঠ করিয়া রাজমহিষীকে শুনাইবার জন্য (মনহলির লিপি) ভূমিদান করিতেন, পূর্ব্বপুরুষদের তুষ্টিও ইহাদের খুব কাম্য ছিল। কিন্তু ইহারা সকলে বাহুদর্পের উপরেই জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতেন, বোধ হইতেছে।

‡ নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে আরও প্রভূত আত্মপ্রশংসা আছে। অপর পক্ষে মোনাহান সাহেব লিখিয়াছেন যে, "কান্যকুব্জাধিপতি মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রযুধের গয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাপ্ত

পংক্তি

১৩ শ্রীমত্তজ্জনয়াম্বভূব তনয়ং নারায়ণং স প্রভুঃ ।
যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাঙ্ঘ্রি
পী
১৪ ঠোপলং ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনং ॥ [৬]
তোয়াশয়ৈর্জলধিমূলগভীরগর্ভৈ (?) র্দবালয়ৈশ্চ
১৫ কুলভূধরতুল্যকক্ষৈঃ ।
বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ ॥ [৭]
তস্মাৎপূর্বক্ষিতি-
১৬ ধ্রান্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দোস্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলে-
র্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ শ্রীমান্‌গোপালদেবশ্চি-
১৭ রন্তরমবনেরেকপত্ন্যা ইবৈকো ভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিতচতুঃসিন্ধুচিত্রাংশুকায়াঃ ॥ [৮]

(সেই নারায়ণপালদেবের) শ্রীরাজ্যপাল নামক ভূলোকপালক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অগাধ-জলধিমূলতুল্য—গভীর গর্ভযুক্ত জলাশয়ের ও কুলাচলতুল্য সমুচ্চকক্ষযুক্ত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। [৭]

তাঁহার (ঔরসে) এবং* রাষ্ট্রকূটকুলচন্দ্র উত্তুঙ্গ-মৌলি তুঙ্গদেবের দুহিতা ভাগ্যদেবীর (গর্ভে) পূর্বাচলোদিত তপনতুল্য গোপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক রত্ন-দ্যুতিখচিত চতুঃসিন্ধুবস্ত্রবিভূষিতা অনন্যানুরক্তা বসুন্ধরার একমাত্র ভর্ত্তা হইয়া দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। [৮]

শাসনাদি দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় যে, তীরভুক্তি এবং মগধের কিয়দংশ নারায়ণপালের সময়ে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ পাদে অথবা দশম শতাব্দীর প্রথমে গৌড়রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। (রামপ্রাণ গুপ্ত-প্রণীত 'প্রাচীন রাজমালা.' ৪৪৭ পৃঃ)। নারায়ণপালের সময় এই ভাবে পালবংশের গৌরব নিম্নগামী হইলেও তাঁহার সময়ে গৃহীত তাম্রশাসনের শ্লোকাবলীই দেখিতেছি, পরবর্ত্তী রাজাগণ আর পরিবর্ত্তন করেন নাই। হয় ত স্থানাভাব হেতু মাতৃপক্ষবিষয়ক বা অপর অধিক বর্ণনাকারী শ্লোক বাদ গিয়াছে, কিন্তু মূল শ্লোকগুলি তাহার পরের একাদশ রাজা (মদনপাল) পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহা নারায়ণপাল ও তৎসময়ের রাজকবির শ্লাঘার কারণ বটে।

* এই বংশীয়গণ পরবর্ত্তী রাজা রামপাল (পালবংশের চতুর্দ্দশ রাজা) যখন কৈবর্ত্ত রাজা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন সহায়তা করিয়াছিলেন। **History of Bengal, page 158**।

পংক্তি

১৭ যং স্বামিনং রাজ্যগুণৈরনূন-

১৮ মাসেবতে চারুতরানুরক্তা।

উৎসাহমন্ত্রপ্রভুশক্তিলক্ষ্মীঃ পৃথ্বীং সপত্নীমিব শীলয়ন্তী ॥ [৯]

তস্মাদ্বভূব সবিতুর্বসু-

১৯ কোটিবর্ষী। কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেবঃ।

নেত্রপ্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন যেনোদিতেন দলিতো ভুব-

২০ নস্য তাপঃ। [১০]

হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদ[১]র্পা[+।+]দনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।

নিহিতচরণপদ্মো ভূ-

২১ ভৃতাং[২] মূর্দ্ধ্নি তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ। [১১]

দেশে প্রাচি প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং স্বৈরং ভ্রান্ত্বা ত-

২২ দনু মলয়োপত্যকাচন্দনেষু।

কৃত্বা সান্দ্রৈর্মরুষু[৩] জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমভজন্[৪] যস্য সেনা-

২৩ গজেন্দ্রাঃ ॥ [১২]

উৎসাহশক্তি-মন্ত্রশক্তি-প্রভুশক্তিসম্পন্না রাজলক্ষ্মী, সুশীলার ন্যায়, বসুন্ধরা-সপত্নীর মন তুষ্ট করিয়া, চারুতরানুরাগে সেই রাজগুণবিভূষিত স্বামীর সেবা করিয়াছিলেন। [৯]

সূর্য্যদেব হইতে যেমন কিরণ-কোটিবর্ষী চন্দ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহা হইতে তেমন কালক্রমে বিগ্রহপালদেব* (উৎপন্ন) হইয়াছিল। এই নেত্রপ্রিয় বিমল কলাময়ের উদয়ে ভুবনের সন্তাপ বিদূরিত হইয়াছিল। [১০]

তাঁহার পুত্র শ্রীমহীপালদেব রণে বাহুদর্পে বিপক্ষদলকে নিহত করিয়া অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম নিহিত করিয়া অবনিপাল হইয়াছিলেন। [১১]

তদীয় অভ্রতুল্য সেনাগজেন্দ্রগণ (প্রথমে) প্রচুর জলময় পূর্বাঞ্চলে স্বচ্ছ জল পান করিয়া তাহার পর (তদনু) মলয়োপত্যকার চন্দনবনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া ঘনীভূত শীকরোৎক্ষেপে মরুসমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল। [১২]†

---

* এই রাজার সময় পালরাজ্যের আয়তন হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সম্ভবত এই জন্যই ইঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের কোন বর্ণনা নাই, আছে তাঁহার কলাময় নেত্রপ্রিয়তার কথা।

১। দর্পাদনধিকৃত। ২। বাণগড়-লিপিতে আছে ভূভৃতাং। ৩। বাণগড়-লিপিতে 'তরুষু'। ৪। কটকম্ ভজন্।

† এই শ্লোকটি মহীপালের বাহুদর্পের খ্যাতি ঘোষণা করিতেছে। এবং পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের(?) বিবরণ দিতেছে। বাণগড়-লিপিতে এই শ্লোকটি [১১] সংখ্যক শ্লোকের স্থানে আছে। অর্থাৎ

পংক্তি

২৩ স খলু ভাগিরথীপথপ্রবর্ত্তমাননানাবিধনৌবাটকসম্পাদিতসেতুবন্ধনিহিত
শৈলশিখরশ্রেণীবিভ্র-
২৪ মাৎ
নিরতিশয়ঘনঘনাঘন[১]ঘটাশ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধ-
সন্ততজলদসময়সন্দেহাৎ।
উদীচী
২৫ নানেকনরপতিপ্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনীখরখুরোৎখাত-
ধূলীধূসরিতদিগন্তরালাৎ।

যেখানে ভাগীরথীপথে প্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক দ্বারা সম্পাদিত সেতুবন্ধ নিহিত হওয়ায় শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া বিভ্রম হইতেছিল, নিরতিশয় ঘনমেঘবর্ণাশ্রিত বাসরলক্ষ্মীকে (দিন-শোভাকে) তমসাচ্ছন্ন করায় যেন জলদসময় সমাগত বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল, যেখানে উত্তরাঞ্চলবাসী নরপতিপ্রদত্ত অসংখ্য হয় (অশ্ব) বাহিনীর খর খুরাঘাতে উৎখাত ধূলিরাশি দ্বারা দিগন্তরাল ধূসরিত হইতেছিল, যেখানে পরমেশ্বরের সেবার জন্য আগত অশেষ জম্বুদ্বীপ-ভূপালগণের অনন্ত পদভরে পৃথিবী মথিত হইতেছিল, সেই সাহসগণ্ডনগরের নিকট স্থাপিত*

সেখানে ইহা বিগ্রহপালদেবেব সৈন্যদল সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। বেলওয়া-লিপিতে ইহা মহীপাল দখল কবিলেন। কিন্তু মহীপালের পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে আর এই শ্লোক মহীপালের কৃতিত্বের বর্ণনায় নিয়োজিত নাই, তাহা তখন [১৪] সংখ্যক শ্লোক হইয়া তৃতীয় বিগ্রহপালেরই কর্ম-তৎপরতার যেন নিদর্শক হইয়াছে (আমগাছি-লিপি)। কিন্তু এই শ্লোকটি অপহরণের দোষ তৃতীয় বিগ্রহপালেব একার প্রাপ্য নহে। মহীপালের পিতামহ দ্বিতীয় গোপালদেবেব জাজিলপাড়া-লিপিতে (শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বর্ম্মন্ লিখিত প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৪) [১০] সংখ্যক শ্লোক হইয়া ইহা পূর্ব্বেই দ্বিতীয় গোপালদেবের কৃতিত্বের পরিচায়ক হইয়াছিল। ইহাতে স্বতই প্রশ্ন জাগিতেছে যে, এইরূপ অতিশয়োক্তিকর শ্লোক—যাহা মহীপাল নিজ পিতার জন্য ব্যবহাব করিয়াছেন এবং মহীপাল, মহীপালের পিতামহ ও মহীপালের পৌত্র স্ব স্ব রাজত্বকালে নিজ নিজ সৈন্যদলের (মহীপাল একবার নিজের জন্য এবং একবার পিতার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন) কার্য্যকলাপের বর্ণনায় ব্যবহার করিতে পারেন, তাহাব ঐতিহাসিক মর্য্যাদা কতখানি! ইহা সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা ইহার বহুলাংশই কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে?

১। সে কালে এক শ্রেণীর রণদুর্ম্মদ ঘাতক মত্তহস্তী প্রতিপালিত হইত, তাহাই ঘনাঘন নামে সুপরিচিত ছিল। ধরণীকোষে তাহা 'অন্যোন্যঘট্টনে চৈব ঘাতুকে চ ঘনাঘনঃ' বলিয়া উল্লেখ আছে। এই ঘনাঘন নামক হস্তীর ব্যূহকে ঘটা বলিত।—অমরকোষ, ২।৪।১০৭, 'করিণাং ঘটনং ঘটা' বলিয়া তাহাতে উল্লিখিত আছে।

* যে জয়স্কন্ধাবার হইতে এই দান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অবস্থান বর্ণনার জন্য এই শ্লোক।

পংক্তি

২৫ পরমেশ্বর—সেবাস-

২৬ মায়াতাশেষজম্বুদ্বীপভূপালানন্তপাদাতভরনমদবনেঃ
শ্রীসাহসগণ্ডনগরসমাবাসিত[1]শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারা-

২৭ ৎ। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজশ্রীবিগ্রহপালদেবপাদানুধ্যাতঃ
পরমেশ্বরপরমভট্টারকো মহারাজাধি-

২৮ রাজঃ শ্রীমন্মহীপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ।
ফাণিতবীথীসম্বন্ধ অমল [ক্ষড়[2]ঙ্গা]ন্তঃপাতিস্বসম্বা-

জয়স্কন্ধাবার (বিজয়ী শিবির) হইতে (এই দান প্রদত্ত হইল)। পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিগ্রহপালদেবপাদানুধ্যান করিয়া পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ মহীপালদেব, কুশলে অবস্থিত, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে এই দান প্রদান করিতেছেন।

পালরাজগণ বিভিন্ন জয়স্কন্ধাবার হইতে দান প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এই বংশীয় দ্বিতীয় রাজা ধর্ম্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ রাজা মদনপালদেব পর্য্যন্ত, সকলের দানলিপিতেই জয়স্কন্ধাবারের অবস্থান বর্ণনায় এই একই শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণ—

দাতার নাম	লিপির পরিচয়	জয়স্কন্ধাবারের নাম
ধর্মপালদেব	খালিমপুর	পাটলীপুত্রনগরসমাবাসিত
দেবপালদেব	মুঙ্গের	শ্রীমুদ্গগিরীসমাবাসিত
নারায়ণপালদেব	ভাগলপুর	ঐ
দ্বিতীয় গোপাল	জাজিলপুর	বটপর্ব্বতিকাসমাবাসিত
মহীপাল	বাণগড়	বি[লা]সপুরসমাবাসিত
মহীপাল	বেলওয়া	শ্রীসাহসগণ্ডনগরসমাবাসিত
তৃতীয় বিগ্রহপাল	আমগাছি	শ্রীমুদ্গগিরিসমাবাসিত
তৃতীয় বিগ্রহপাল	বেলওয়া	বিলাসপুরসমাবাসিত
মদনপালদেব	মনহলি	শ্রীরামাবতীনগরপরিসরসমাবাসিত

এবং বিচিত্র এই যে, সমস্ত 'জয়স্কন্ধাবারের' বর্ণনায়ই 'ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান নৌবাটক দ্বারা সেতু,' তাহা 'শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া বিভ্রম হওয়া,' সেখানে 'উত্তরাপথবাসী নরপতি প্রদত্ত অশ্ববাহিনীর' আগমন এবং 'জম্বুদ্বীপভূপালগণের পরমেশ্বরের সেবার জন্য সমবেত' হওয়া—সর্বদাই এক। সুতরাং এই শ্লোকটি ঐতিহাসিকগণ সূক্ষ্মভাবে সত্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন কি না আমাদের সন্দেহ আছে।

১। ৎ-এর মত দেখা যায়। ২। [স্ববর্জ্র]ঙ্গান্তঃপাতি।

পংক্তি

২৯ বিচ্ছিন্ন ত[লো]পেতদশোত্তরশতদ্বয়প্রমাণৌ। সন্নকৈবর্ত্তবৃত্তি।*
পুণ্ড্রিকামণ্ডলান্তঃপতি[1]পঞ্চকাণ্ডকাধিক
৩০ স[প্ত]পাণ। পববি] নবত্যুত্তরচতুঃশতপ্রমাণনন্দিস্বামিনী। পঞ্চনগরী-
বিষয়ান্তঃপাতি একপঞ্চাশদুত্তর শ-
৩১ ত প্রমাণগণেশ্বরসমেতগ্রামপুষ্কিরিণীষু[2]। সমুপগরা[3]শেষরাজপুরুষান্।
রাজরাজন্যক। রাজপুত্র। রাজামা-
৩২ ত্য। মহাসান্ধিবিগ্রহিক। মহাক্ষপটলিক। মহাসামন্ত। মহাসেনাপতি।
মহাপ্রতীহার। দৌঃসাধসাধনি-
৩৩ ক। মহাদণ্ডনায়ক। মহাকুমারামাত্য। রাজস্থানোপরিক।
দাশাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ড-

কৈবর্তদিগকে যে বৃত্তি প্রদত্ত ছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী ফাণিতবীথীসম্বদ্ধ অমল ·· দুই শত দশ প্রমাণ; পুণ্ড্রিকামণ্ডলান্তঃপাতি...চারি শত নব্বই প্রমাণ নন্দিস্বামিনী ও পঞ্চনগরীবিষয়ান্তঃপাতি এক শত একপঞ্চাশ প্রমাণ গণেশ্বরসমেত গ্রামপুষ্করিণীতে (প্রদত্ত হইল)।

---

* সন্নকৈবর্ত্তবৃত্তি তাহাব পূর্ব্ববর্ত্তী অংশেব বিশেষণ কিম্বা পববর্তী অংশের বিশেষণ, তাহা সঠিক বলা শক্ত। একালে, ; ঃ ।—যতি বুঝাইবাব জন্য নানা চিহ্ন আমবা দেখিতে পাই। সে কালে । ও ॥ ছাড়া অন্য যতিচিহ্ন ছিল না। এবং, এর পরিবর্ত্তে দাঁড়ি ব্যবহৃত হইত।

সন্ন অর্থ কি? দুই অর্থ হয়—(১) হীন, অবসন্ন, (২) নিকট, সন্নিহিত। কৈবর্ত্তদের একটি বৃত্তি বা জায়গীর যে সে কালে ছিল, তাহাতে সম্ভবত আর কোন সংশয় নাই। মনে হয়, ইহারা রাজার অধীনে সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত থাকিত। এই 'সন্নকৈবর্ত্তবৃত্তি' বাক্যটি হইতে যে আলোচনার উদ্ভব হইতেছে, পরে তাহা করার ইচ্ছা রহিল।

১। পাতি। ২। পুষ্করিণী। ৩। সমুপগতা।

পশ্চাদ্ভাগ

পংক্তি

১ পাশিক[1]। [শৌ]ল্কিক। গৌল্মিক। ক্ষেত্রপ। প্রান্তপাল। কোট্টপা-
২ ল। অঙ্গরক্ষ। তদাযুক্ত- বিনিযুক্তক। হস্ত্যাশ্বোষ্ট্র-
৩ নৌবলব্যাপৃতক। কিশো- র বড়বা। গোমহিষ্যজা-
৪ বিকাধ্যক্ষ। দূতপ্রেষণি- ক গমাগমিক। অভিত্ব (+র+)
৫ মাণ। বিষয়পতি। গ্রামপ- তি। তরিক। গৌড়। মালব
৬ খস। হূণ। কুলিক। কর্ণাট[2]। লাট। চাট। ভট। সেবকাদীন্।

অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্। রাজপাদোপজীবিনঃ প্রতিব (+া+)-
৭ সিনো ব্রাহ্মণেতরান্। মহত্তমোত্তমকুটুম্বিপুরোগমেদান্ধ্রচণ্ডালপর্য্যন্তান্।
যথার্হং মানয়তি। বোধয়তি স-

শৌল্কিক, গৌল্মিক, ক্ষেত্রপতি, প্রান্তপাল, কোট্টপাল, অঙ্গরক্ষক, এবং এই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহারা নিযুক্ত বা বিনিযুক্ত; হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ও নৌবলে নিযুক্ত, কিশোর অশ্ব-গো-মহিষী-অজ-মেষাদির অধ্যক্ষ, দূতপ্রেষণিক, গমাগমিক, অভিত্বরমাণ, বিষয়পতি, গ্রামপতি, তরিক, গৌড়*মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট হইতে আগত চাট, ভট্ট ও অপরাপর সেবকাদি এবং অনুক্ত অপরাপর সকল রাজপুরুষদিগকে ব্রাহ্মণেতর

---

[1] দাণ্ডপাশিক। [2] কর্ণাট।

* এই সৈন্যদলের উল্লেখ ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুর-লিপিতে নাই—কেবল 'চাটভাট' আছে। দেবপালদেবের মুঙ্গের-লিপিতে প্রথমে এই সৈন্যদলের নাম দেখা যায়। তদবধি প্রতি রাজার তাম্রশাসনে এই সৈন্যদলের নাম দেওয়া হইত। মদনপালের মনহলি-লিপিতে আবার দেখিতেছি, গৌড়*মালবের পর 'চোড়' কথাটি যুক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিগ্রহপালের (২য়) আমলে চান্দেল নরপতি যশোবর্ম্ম খসবলের সহায়তায় (অর্থাৎ তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল' (?) গৌড় ক্রীড়ালতার অসিস্বরূপ……মালবগণের পক্ষে কালস্বরূপ ছিলেন। (১০ সংখ্যক শ্লোকের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)

পংক্তি

৮ মাদিশতি চ। বিদিতমস্তু ভবতাং। যথোপরিলিখিতো [১] ত্র গ্রামাঃ[২]।
[স্ব] সীমাতৃণপ্লূতিগোচরপর্যন্তাঃ[৩] সতলঃ

৯ সোদ্দেশাঃ[৪]। সাম্রমধুকা[৫]। সজলস্থলাঃ[৬]। সগর্ত্তোষরাঃ[৭]। সদশাপচার[ঃ]।
সচৌরোদ্ধরণাঃ[৮]। পরিহৃতসর্বপীড়াঃ[৯]। অ-

১০ চাটভটপ্রবেশঃ। অকিঞ্চিতগ্রাহ্যঃ[১০]। সমস্তভাগভোগকরহিরণ্যাদিপ্রত্যায়
সমেতাঃ[১১]। ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ে-

১১ ন আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং। মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে

প্রতিবাসীদিগকে, মহত্তমোত্তম কুটুম্বিপ্রমুখ (ব্রাহ্মণাদি) চণ্ডাল পর্য্যন্ত (সকলকেই) যথাযোগ্য সম্মান করিতেছেন।* (তাহাদিগকে) জানাইতেছেন ও আদেশ করিতেছেন; আপনারা সকলে বিদিত হউন। যথা উপরিলিখিত গ্রামা স্বসীমান্তর্গত তৃণ, প্লুতি ও গোচারণভূমি পর্য্যন্ত; তল, উদ্দেশ, আম্র, মধুক, জলস্থল, গর্ত্ত, উষর, দশাপচার, চৌরোদ্ধরণিক, (প্রত্যেক সহ) সর্বপ্রকার উৎপীড়নপরিহৃত, চাট (ঠিকা) ও ভট্ট (নিয়মিত) সৈন্যপ্রবেশের অযোগ্য, যে (ভূমি) হইতে কিছু গ্রহণ করা যায় না, ভাগভোগ কর ও

---

* আজকাল মানুষে মানুষে প্রভেদ আর তত স্বীকৃত হয় না। এ অবস্থায় এই বাক্য আর পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পারে না। তবু চণ্ডালকেও রাজা যথাযোগ্য সম্মান করিয়া সে কথা তাম্রশাসনে উল্লেখ করিতেছেন, ইহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

† এই বেলওয়া দানলিপিতে দানের পরিমাণ খুব বেশী। 'নন্দিস্বামিনী' বাক্য দ্বারা কোন বিগ্রহ বা ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে এবং 'গণেশ্বরসমেতগ্রামপুষ্করিণীষু' সম্ভবত গণেশ্বরের মন্দিরের সংলগ্ন গ্রামের দীঘিগুলি বুঝাইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে এই মন্দির ও দীঘিগুলি কে প্রস্তুত করিয়া দিলেন? যদি ইহা রাজা স্বয়ং নিজ ব্যয়ে করিয়া দিয়া থাকেন (৭ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য, তাহাতে রাজা রাজ্যপাল কর্তৃক দেবালয় ও জলাশয় রচনার কথা আছে) তবে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজে ব্যবস্থা করিলেন না কেন? এই দানের দ্বারাই কি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল? এই দানগ্রহীতা শ্রীজীবধর শর্ম্মা কি এই সব দেবালয় ও জলাশয়ের মালিক হইলেন? অথবা তিনি অছি মাত্র রহিলেন? এবং বরেন্দ্রমণ্ডলে যে বিস্তর জলাশয় দেখা যায়, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল? এই সকল প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে।

১। তাম্রশাসনে গ্রামের আগে ত্র, তার আগে একটি অক্ষর পড়া যায় নাই। সম্ভবত উহা লুপ্ত অকারের চিহ্ন। ত্র-এর আগের দাগটি ি-কারের মত বোধ হয়। অর্থাৎ 'ত্রিগ্রাম'।

২—১১। এই আকারগুলি পূর্বে ছিল না, পরে যেন আঁচড়ের মত দাগ কাটা।

পংক্তি

১১ ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য আ-

১২ ঙ্গিরসাম্ব [রীষগামনা *] শ্বপ্রবরায় ।·হস্তিদাসসগোত্রায় । বিষ্ণুদেবশর্ম্মণঃ
পৌত্রায় । ধারেশ্বরদেবশর্ম্মণঃ

১৩ পুত্রায় । শ্রীজীবধরদেবশর্ম্মণে । বিষুবত্‌সংক্রান্তৌ বিধিবৎ । গংগায়াং স্নাত্বা
শাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ । অ-

১৪ তো [ভবদ্ভিঃ] সর্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ । ভূমের্দানফল-
গৌরবাৎ । অপহরণে চ মহানরক-

১৫ পাত[ভয়াৎ] । দানমিদমনুমোদ্যানুপালনীয়ং । প্রতিবাসিভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈঃ ।
আজ্ঞাশ্রবণ বিধেয়ীভূয় যথাকালং

১৬ সমুচিতভাগভোগকরহিরণ্যাদিপ্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য ইতি ॥ সম্বৎ ২২ শ্রাবণ†
দিনে ২৫ ভবন্তি চাত্র ধ-

১৭ র্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং ॥ ভূ-

১৮ মিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি । উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ
নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥ গামেকাং স্বর্ণমে-

হিরণ্যাদি রাজস্ব-সমেত, 'ভূমিছিদ্র'-ন্যায়ানুসারে যত দিন চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীতে বিদ্যমান, তত দিনের নিমিত্ত এবং মাতা, পিতা ও আপনার পুণ্য ও যশোবিবর্দ্ধনার্থ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরযুক্ত হস্তিদাসসগোত্র বিষ্ণুদেবশর্ম্মার পৌত্র, ধারেশ্বর দেবশর্ম্মার পুত্র শ্রীজীবধর দেবশর্ম্মাকে বিষুবসংক্রান্তিতে বিধিবৎ গঙ্গায় স্নান করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের নাম স্মরণ করিয়া শাসনদ্বারা (উক্ত গ্রাম) আমাকর্তৃক প্রদত্ত হইল। (এই দান) অনুমোদন করিবেন। (অনাবশ্যক বোধে পরবর্তী কিয়দংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল না)।

---

* এই অক্ষরগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, নিঃসংশয়ে পড়া যায় না।

† সম্বৎ ২২, শ্রাবণ ২৫ দিনে। বাণগড়-লিপির সম্বৎ পড়া যায় নাই । দেখা যাইতেছে, এই সব রাজারা নিজ নিজ রাজত্বের বর্ষ লিখিতেন এবং সম্ভবত তাহাই সর্বত্র রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইত। সম্ভবত এই জন্যই অপর কোন লোক কোন দান করিলে (সে দানব্যাপারে রাজার বিশেষ কোন আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন না থাকিলেও) তাহাকে কোন্ রাজত্বসময়ে ইত্যাদি দানপত্রে উল্লেখ করিতে হইত। উদাহরণ—(১) কেশব-প্রশস্তি (মহাবোধিলিপি)—ধর্ম্মপালের ষড়্‌বিংশতি বর্ষে··· (২) বাগীশ্বরীপ্রস্তরলিপি—গোপালরাজার [রাজ্য] সম্বৎ ১ আশ্বিন শুক্ল পক্ষ ৮। (৩) কৃষ্ণদ্বারিকা-মন্দিরলিপি—শ্রীনালন্দা[নামক স্থানে] নয়পালদেবের বিজয়রাজ্যের পঞ্চদশ সংবৎসরে ।

১৯ কঞ্চ ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলং । হরন্নরকমাযাতি যাব(+দা+)হূতসংপ্লবং ॥
ষষ্টিম্বর্ষসমস্রাণি স্বর্গে মোদতি* ভূমিদ
২০ ঃ । আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ । তান্যেব নরকে বসেৎ ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং
যো হরে(+ৎ+) বসুন্ধরাং । স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পি-
২১ তৃভিঃ সহ পচ্যতে । সর্ব(+া+)নেতান্ ভাবিনঃ প্রার্থিবেন্দ্রান্ ভূয়োভূয়ঃ
প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ । সামান্যোয়ং ধর্ম্মসেতুর্ন্-
২২ পাণাং কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ ॥ ইতি কমলদল(+া+)ম্বুবিন্দুলোলাং
শ্রিয়মনুবিচিন্ত্য ম(+নু+ ষ্য)জীবিত-
২৩ ঞ্চ । সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা ইতি ॥

শ্রীমহীপালদেবেন দ্বিজশ্রে-
২৪ ষ্ঠোপপাদিতে শ্রীমাল্লক্ষীধরো মন্ত্রী শাসনে দূতকঃ কৃত । পোষলীগ্রামনির্যাত
চন্দ্রাদিত্যস্য শূনুনা[১] ॥ ই-
২৫ দং শাসনমুৎকীর্ণং শ্রীপুষ্যাদিত্যেন শিল্পিনা ॥

শ্রীমহীপালদেব কর্ত্তৃক শ্রীমান্ লক্ষ্মীধর মন্ত্রী দ্বিজশ্রেষ্ঠ (শ্রীজীবধর দেবশর্ম্মাকে) সমর্পিত এই শাসনের দূতক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পোষলীগ্রামাগত চন্দ্রাদিত্যের পুত্র শ্রীপুষ্যাদিত্য নামক শিল্পী দ্বারা এই শাসন উৎকীর্ণ (হইয়াছে)।†

---

* মদনপালের মনহলি-লিপিতে 'মোদতি'র পরিবর্ত্তে 'তিষ্ঠতি' আছে। ১। সূনুনা।

† দূতক ও শিল্পীর নাম ও পরিচয় যদি সাজান যায়, তবে পালরাজাদের তাম্রশাসন-ভেদে কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা দেখা যাক্—

লিপির পরিচয়	দূতকের নাম	শিল্পীর নাম ও বাসস্থান
খালিমপুর (ধর্ম্ম)	নাম নাই	তাতট
মুঙ্গের (দেব)	রাজপুত্র শ্রীরাজ্যপাল	নাম নাই
ভাগলপুর (নারায়ণ)	ভট্টগুরব, পুণ্যকীর্ত্তি	সৎসমতটজন্মামংখদাস (মন্তদাস ?)
জাজিলপুর (গোপাল)	ভট্টপ্রভাস	সৎসমতটজন্মা মন্তদাসপুত্র বিমলদাস
বাণগড (মহী)	ভট্টশ্রীবামনমন্ত্রী	পোসলীগ্রামনির্যাতবিজয়াদিত্যপুত্র মহীধর
বেলওয়া (মহী)	লক্ষ্মীধর	পোষলীগ্রামনির্যাত চন্দ্রাদিত্যপুত্র পুষ্যাদিত্য
আমগাছি (বিগ্রহ)	পড়া যায় নাই	পোষলীগ্রামনির্যাত মহীধরের পুত্র শশিদেব
বেলওয়া (ঐ)	শ্রীত্রিলোচন	সিঙ্গিড়ীগ্রামনির্যাত হরদেবপুত্র পৃথ্বীদিত্য
মনহলি (মদন)	সান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব	তথাগত সর

ইহা হইতে কিছু আলোচনার সৃষ্টি হইতে পারে। এই বিষয় পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

বাংলা সাময়িক-পত্র

১২৭৫ সাল (১২ এপ্রিল ১৮৬৮)—১২৭৮ সাল (১১ এপ্রিল ১৮৭২)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২২৫ সালে (এপ্রিল ১৮১৮) শ্রীরামপুর হইতে জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'দিগ্‌দর্শন' নামে একখানি মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক-পত্র। এই সময় হইতে ১২৭৪ সাল (১ এপ্রিল ১৮৬৮) পর্য্যন্ত বাংলায় যে-সকল সাময়িক-পত্রের উদ্ভব হয়, সেগুলির বিবরণ আমি 'বাংলা সাময়িক-পত্র' (৩য় সংস্করণ) গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল ১২৭৫ হইতে ১২৭৮ সাল, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত, প্রকাশিত বাংলা সাময়িক-পত্রগুলির বিষয় ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হইবে। এই চারি বৎসরে শহর ও মফস্বলে বহু পত্র-পত্রিকা জন্মলাভ ও অকাল-মৃত্যু বরণ করিয়াছিল। আজিকার দিনে এগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে,—অধিকাংশই অযত্নে ও জলবায়ুর দোষে লোপ পাইয়াছে। এই কারণে আমাদিগকে প্রধানতঃ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা, সরকারী রিপোর্ট ও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নূতন পত্রিকার সমালোচনার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। আমাদের বিবরণে অসম্পূর্ণতা থাকা বিচিত্র নহে। কেবল ভবিষ্যৎ কর্ম্মীর পথ অপেক্ষাকৃত সুগম করিবার মানসে আমি নিজের চেষ্টায় যতটুকু উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আলোচ্য বিষয়ে কেহ কোন নূতন উপকরণের সন্ধান দিলে তাহাও সাদরে পত্রিকায় গৃহীত হইবে।

সাপ্তাহিক সম্বাদ (সাপ্তাহিক…)। ১ বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮)।

"এখানি ১লা অবধি ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে ইহার এক এক খণ্ড প্রচারিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই খণ্ডে ভূমিকা, বঙ্গদেশীয় খৃষ্টাশ্রিত জনগণের পেন্‌সন ফণ্ড, বিবাহ-ভঙ্গের আইন ও আদালতের আবশ্যকতা এবং সংবাদাদি লিখিত হইয়াছে। এখানিতে সম্পাদকের নাম নাই; কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গীদ্বারা ইহা যে এ দেশীয় খৃষ্টীয়ান কর্ত্তৃক প্রচারিত ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।"—'সোমপ্রকাশ,' ২৩ বৈশাখ ১২৭৫।

১৮৭০ সনে, খুব সম্ভব মে মাস হইতে, 'সাপ্তাহিক সম্বাদ' পাক্ষিক পত্রে পরিণত হইয়া 'পাক্ষিক সম্বাদ' নাম ধারণ করে। এই ভাবে কিছু দিন চলিবার পর ১৮৭১ সনের ১লা মে হইতে পুনরায় সাপ্তাহিক হইয়া পূর্ব্বনামে এক পয়সা মূল্যে প্রচারিত হইতে থাকে। ২১ এপ্রিল ১৮৭১ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' প্রকাশ :—

> **আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, খৃষ্ট মিশনরিদিগের প্রচারিত পাক্ষিক সংবাদ পত্রখানি আগামী ১লা মে হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত এবং উহার নাম সাপ্তাহিক সংবাদ হইবে।**

সমালোচনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮)।

"এই মাসিক পত্রিকার প্রথম দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্র হইতে বৈশাখ মাস হইতে প্রচার হইতেছে। এই দুই সংখ্যায় বঙ্গভাষাদি ১৪টী প্রবন্ধ ও কতকগুলি চিত্রকথা লিখিত হইয়াছে। ইংরেজী রিভিউর ধরণে ইহার লেখা। অধিকাংশই গদ্যে, শেষ ভাগে কিছু পদ্য রচনা আছে।...ইহার লেখা মন্দ হয় নাই, বিশেষতঃ এই শ্রেণীর পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রথম।"—'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ১৬ শ্রাবণ ১২৭৫।

পদ্যপ্রকাশিকা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮)।

এই "পদ্যময়ী পত্রিকা"র পরিচালক—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

প্রয়াগ দূত (পাক্ষিক···)। বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮)।

এই পাক্ষিক পত্রিকা "প্রতি মাসের ১লা ও ১৬ই দিবসে শ্রীশশিভূষণ মিত্র দ্বারা এলাহাবাদ মৌসিমগঞ্জে প্রচারিত হয়।" ইহার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

শস্ত্রেণ ক্ষুদ্রেণ সতাপি লোকে সুসাধিতং কর্ম্ম মহদ্ভবেৎ কিল।
হলেন ক্ষুদ্রং হি কর্ষিতে ক্ষিতৌ ভবন্তি শস্যান্যুপজীবনানি॥

১৮৭১, ১৭ই এপ্রিল হইতে 'প্রয়াগ দূত' দীর্ঘ আয়তনবিশিষ্ট সাপ্তাহিক-পত্রে পরিণত হয়। পরবর্ত্তী ২৮এ এপ্রিল তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশ :—

প্রয়াগদূত নামক এলাহাবাদের বাঙ্গালা সংবাদ পত্রখানি ৫ই বৈশাখ হইতে সাপ্তাহিক হইয়াছে।

উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা। শ্রাবণ ১২৭৫ (২৩ জুলাই ১৮৬৮)।

সম্পাদক—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। "বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা পত্রিকা প্রচারকদিগের উদ্দেশ্য।"—'সোমপ্রকাশ,' ২০ শ্রাবণ ১২৭৫।

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৫ (২ আগষ্ট ১৮৬৮)।

সম্পাদক—কলুটোলা-নিবাসী হেমলাল দত্ত।

পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক)। শ্রাবণ (?) ১২৭৫ (ইং ১৮৬৮)।

"এই পাক্ষিক সংবাদপত্রখানি শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বৈদ্যবাটী হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পল্লীগ্রামের অবস্থা ও সংবাদ প্রকাশ করাই পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহের প্রধানোদ্দেশ্য।...নগরের বার্ত্তা প্রকাশ করে এরূপ সংবাদপত্র অনেক আছে। পল্লীগ্রামের মঙ্গলার্থ যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ততই তাহার হিত সাধিত হইবে। পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহের লেখা মন্দ হইতেছে না। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।"—'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা,' অক্টোবর ১৮৬৮।

সরকারী রিপোর্টে ৩০ জুলাই ১৮৬৮ তারিখের 'পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহে'র উল্লেখ আছে।

হিতসাধিনী (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৫ (সেপ্টেম্বর ১৮৬৮)।

সম্পাদক—কেদারনাথ ঘোষ। "ইহার আয়তন ১২ পেজি ফরমার দুই ফরমা, অগ্রিম

বার্ষিক মূল্য ॥৵০ আনা। ইহাতে দুই একটী করিয়া কল্পিত গল্প সংস্কৃতে এবং নানা বিষয়ক প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়া থাকে।"—ঢাকাপ্রকাশ,' ২৮ পৌষ ১২৭৫।

বোধ-বিকাশিনী (পাক্ষিক)। ১ আশ্বিন ১২৭৫ (সেপ্টেম্বর ৮৬৮)।

আট পৃষ্ঠার এই "অর্দ্ধ-মাসিক" পত্রিকার কণ্ঠে "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ" মুদ্রিত হইত। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় ভূমিকায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> স্বদেশীয় রীতি, নীতি ও আচার ব্যবহারের আন্দোলন ;—দেশসাধারণের হিতকর কার্য্যে যথা-সম্ভব পরামর্শ প্রদান ;—নিতান্ত অনিষ্টকর ঘটনা সকলের উদঘোষণ পূর্ব্বক ক্ষমতাপন্ন ও প্রধান ব্যক্তি-গণের নিকট তন্নিবারণের উপায় প্রার্থনা এবং সাধারণতঃ বিদ্যার আলোচনা ও (পাঠক মহাশয়গণের বিরক্তিজনক হইলেও) ক্রমশঃ রচনাশক্তির অভ্যাসই আমাদিগের পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।

প্রথম সংখ্যার সূচী :—ঈশ্বর-স্তব, ভূমিকা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিজ্ঞানঘটিত প্রশ্নোত্তর।

কল্পলতিকা (পাক্ষিক)। ১৫ পৌষ ১২৭৫ (২৮ ডিসেম্বর ১৮৬৮)।

পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউশনের পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ ১৮৬৮ সনের ২৮এ ডিসেম্বর এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' (৫ জানুয়ারি ১৮৬৯) লেখেন :—"কল্পলতিকা। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক। ১৫ই পৌষ অবধি নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে, মাসিক মূল্য চারি আনা।"

জীবিত ও মৃত পত্রের তালিকা

১৮৬৯ সনের ১২ই এপ্রিল (১২৭৬, ১ বৈশাখ) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে জীবিত ও মৃত সাময়িকপত্রের এক দীর্ঘ তালিকা আছে। "জীবিত" পত্রের তালিকাটি এইরূপ :—

> দৈনিক :—সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, সমাচার সুধাবর্ষণ (যাদবচন্দ্র আঢ্য), বঙ্গ-বিদ্যাপ্রকাশিকা।
>
> দিনান্তরিক :—সংবাদ ভাস্কর।
>
> অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক :—সমাচার চন্দ্রিকা (রামাচরণ চট্টোপাধ্যায়), [কলিকাতা] বার্ত্তাবহ (কলুটোলা)।
>
> সাপ্তাহিক :—গবর্ণমেণ্ট গেজেট (স্মিথ), সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট (ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি), বিজ্ঞাপনী, হিন্দুহিতৈষিণী, ভারতরঞ্জন, সুধাকর (মথুরানাথ তর্করত্ন), রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, ঢাকাপ্রকাশ, সাপ্তাহিক সম্বাদ (হারাণচন্দ্র সাহা), পদ্যদূত, গোয়ালীয়ার গেজেট, উড গেজেট (শিবসাগর), অমৃত বাজার পত্রিকা, উৎকলদীপিকা, হিন্দুরঞ্জিকা, রাজসাহী পত্রিকা (গিরিশচন্দ্র চৌধুরী, বোয়ালিয়া), পল্লিবিজ্ঞাপনী।

মাসিক :—প্রত্নকম্রনন্দিনী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা, সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র, হিতসাধক পত্রিকা, সত্যপ্রদীপ, রহস্য-সন্দর্ভ, বিদ্যোন্নতিসাধিনী, সর্ব্বার্থ সংগ্রহ, ধর্ম্মনীতি, জ্ঞানরত্ন, গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা. যশোহর পত্রিকা, তত্ত্ববিকাশিনী, সত্যান্বেষণ, নব-প্রবন্ধ, বামাবোধিনী।

জীবিত পত্রের এই তালিকায় অসম্পূর্ণতা আছে। ইহার অন্তর্ভুক্ত সাপ্তাহিক ‘পল্লদূত’ ও ‘পল্লিবিজ্ঞাপনী,’ এবং মাসিক ‘ধর্ম্মনীতি’ ও ‘যশোহর পত্রিকা’র কোন বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

“মৃত” পত্রের তালিকাটিও সম্পূর্ণ বা নির্ভুল নয়। ইহার অনেকগুলির বিবরণ আমার ‘বাংলা সাময়িক-পত্র (১২২৫-৭৪)’ গ্রন্থে মিলিবে। কেবল যেগুলির নাম আমাদের অজ্ঞাত, মাত্র সেইগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

সংবাদ মিহিরোদয় কালিদাস মৈত্র। সংবাদ রত্নাকর নীলরত্ন হালদার। বিশ্বমনোরঞ্জিকা নারায়ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। জ্ঞানপ্রসবিণী ঢাকা। চারুচন্দ্রোদয় শ্যামাচরণ সান্যাল। সত্যবাদী। কলিকাতা সংবাদ। জ্ঞানরত্নমালা। সত্যদর্পণ। বিদ্যাসারসংগ্রহ। বারাণসী দর্পণ। জ্ঞানহালা। সংবাদ সুধাকর ব্রজমোহন সিংহ। সত্যবিদ্যাবিমল বিভা ·বারিকপুর। রাজাজ্ঞে উপাখ্যান। সোমোদয়। জ্ঞানাঞ্জন।

হিন্দুহিতাকাঙ্ক্ষিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৬ (এপ্রিল ১৮৬৯)।

“হুগলীর অন্তঃপাতী জিরাট হিন্দুহিতৈষিণী সভা হইতে হিন্দুহিতাকাঙ্ক্ষিনী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উহার তিন খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ৫ শ্রাবণ ১২৭৬।

মুষল মুদ্গর (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ (?) ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)।

“এখানি সাপ্তাহিক পত্র। মফস্বল হইতে বাহির হইতেছে।”—‘অমৃত বাজার পত্রিকা,’ ৮ শ্রাবণ ১২৭৬।

অবলা বান্ধব (পাক্ষিক…)। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ (২২ মে ১৮৬৯)।

ইহা ঢাকায় মুদ্রিত হইয়া লোনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত। ‘সংবাদ প্রভাকর’ (১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬) লেখেন :—

অবলা বান্ধব।—এখানি পাক্ষিক পত্র। গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ অবধি ঢাকা সুলভ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৪ টাকা। শ্রীযুত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক। সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করাই এতৎ পত্রের উদ্দেশ্য। এই শ্লোকেই তাহার স্পষ্ট ভাব ব্যক্ত·হইতেছে। যথা :—

‘সন্তুষ্টো ভার্য্যা ভর্ত্তা,
ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং,
কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং।’

পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক—লোনসিংহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :—

আমাদিগের আত্মক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল না। যে অসীম ক্ষমতাবানের ইচ্ছায় দুর্ব্বল দেহে নববলের সঞ্চার হইতেছে, নিতান্ত অক্ষমেরও মহাক্ষমতা জন্মিতেছে, সেই পূর্ণ ক্ষমতাবান মহাপুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই আমরা এই প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কথায় যাহাদিগের অসুখ জন্মায় আমরা তাহাদিগের প্রত্যাশী নহি। এ স্থলে ইহা বলাও অসঙ্গত নহে, আমরা যে সমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে উপস্থিত হইতেছি, সেই স্ত্রী সমাজের সহিত বাল্যকাল হইতে আমাদিগের বিলক্ষণ আপ্যায়িততা আছে, আত্মীয়তা ধর্ম্মে তাঁহারা আমাদিগের নিকট অনেক মনোগত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদিগের কোন বিষয়ে কিরূপ রুচি আমরা অভিনিবেশ চিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি, বামাকুলের অনেক গুণ দোষ আমাদিগের নিকট স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত আছে সুতরাং অবলাবান্ধব তাহাদিগের নিতান্ত অযোগ্য প্রতিনিধি হইবে না ভরসা হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের বাক্য পাঠক সমাজে কতদূর আদৃত হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। জনসাধারণে আমাদিগের পরামর্শ অধিক পরিমাণে আশু গ্রহণ করিবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না, স্ত্রীজাতির প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেন এমন লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি অল্প আছে। কুলকামিনীদিগকে অবজ্ঞা করা অধিকাংশ লোকেরই প্রকৃতি, কতকগুলা লোকের প্রকৃতি এত তীব্র যে, নারীদিগের মঙ্গলার্থক একটি বাক্য শুনিলেও নিতান্ত বিরক্ত হন। যিনি ওরূপ কথা উত্থাপন করেন তাহাকে বিদ্রূপ ও অপমান করিতে ত্রুটি করেন না। মেয়ে মানুষের পক্ষ সমর্থন করেন বিধায় তাঁহাদিগকে “মেগে” বলিয়া উপহাস করেন। এ সকল লোকের নিকট অবলাবান্ধবের যত আদর হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বঙ্গবাসিনী কামিনীদিগের মঙ্গল কামনায় ও পক্ষ রক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহারা ঐ বিদ্রূপার্থক উপাধি হয়ত আমাদিগকেও প্রদান করিবেন। কিন্তু আমরা তজ্জন্য কিছুমাত্র রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইব না; বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ সম্মানাত্মক উপাধি হইতেও উহাকে অধিক আদর ও গৌরবের চিহ্ন মনে করিব।

এক্ষণে যে যে বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, আত্মকর্ত্তব্যবিধারণের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়, সমাজ ও পরিবার মধ্যে তাহাদিগের ঈশ্বরানুমোদিত যে সকল প্রকৃত অধিকার আছে, তাহা অব্যাহত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদিগের দুর্নীতি দূর হইয়া সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয়, এবং বিদ্যা বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ জন্মে, তাহার নিয়ত চেষ্টাই আলোচনা করিবার জন্যই অবলাবান্ধবের জন্ম হইল। যে সকল কীর্ত্তিমতী প্রসিদ্ধা নারীদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষার অনুকূল হইবে, সময়ে২ তাহাও পত্রিকাস্থ করা যাইবে। এবং যে সকল শুশ্রূষণীয় সংবাদ রমণীদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও উপকারক, সংবাদ স্তম্ভে কেবল তাহাই গৃহীত হইবে। এই সকল বিশেষ লক্ষ্য ব্যতীত সাধারণ হিতকর বিষয় সমূহের সমালোচনা পক্ষেও অবলাবান্ধব উদাসীন থাকিবে না। অবলাবলীর রচনাবলী প্রকাশ করাও অবলাবান্ধবের এক কর্ত্তব্য পরিগণিত হইবে।

স্ত্রীদিগকে দেববৎ পূজা করিবার জন্য এই পত্রিকা প্রচারিত হইল কেহ যেন এরূপ মনে করেন না। এতদ্দেশীয় অবলাদিগকে ভগিনীবৎ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বর্দ্ধন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। আমরা তাঁহাদিগের গুণের যেরূপ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা করিব, দোষেরও সেইরূপ উল্লেখ করিয়া তন্নিবারণের চেষ্টা পাইব।

উপসংহার কালে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা এই, যাহাতে অবলাবান্ধবের এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষা পাইয়া ইহার দীর্ঘজীবন হয়, তিনি এমন ক্ষমতা প্রদান করুন।

১৮৭০ সনে দ্বারকানাথ কলিকাতায় আগমন করেন এবং এখান হইতেই ‘অবলাবান্ধব’ প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি তৎসঙ্কলিত ‘নববার্ষিকী’তে (১২৮৪) লিখিয়াছেন :—

১৮৬৯ অব্দের মে মাসে অবলাবান্ধব নামক আর একখানি পত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এক বৎসরান্তর কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং পাচ বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়া অর্থাভাবে ইহার প্রচার রহিত হয়। এই পত্রের লেখকেরা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং স্ত্রীপুরুষের শিক্ষাগত অপ্রমাণিত পার্থক্য রক্ষার বিরোধী ছিলেন।

৬ষ্ঠ বর্ষের পত্রিকা মাসিক আকারে ১২৮১ সালের শ্রাবণ মাসে (৩০ জুলাই ১৮৭) প্রকাশিত হয় এবং অল্প দিন পরেই অর্থাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসে ‘অবলাবান্ধব’ মাসিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকামতে ইহার ১ম খণ্ড, ৭ম-৮ম সংখ্যার প্রকাশকাল—২০ নবেম্বর ১৮৭৯।

জ্যোতিরিঙ্গণ (মাসিক)। জুলাই ১৮৬৯।

১৮৬৯ সনের জুলাই মাসে কলিকাতা ট্রাক্ট সোসাইটি স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণের নিমিত্ত এই সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক—রেঃ এস. সি. ঘোষ লেখেন :—

বালকবালিকা ও স্ত্রীগণের এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত এই পত্রখানি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনীতি প্রভৃতি লইয়া আমাদের সুকুমারমতি পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিব না। এই পত্রেতে বিবিধ উপাখ্যান, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি নানাপ্রকার বিষয় থাকিবে। আমোদসহকৃত নীতিশিক্ষাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

৩য় ও ৪র্থ বর্ষের ‘জ্যোতিরিঙ্গণে’ মধুসূদন দত্তের লিখিত “পুরুলিয়া” ও “কবির ধর্ম্মপুত্র” নামে দুইটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক)। ২২ ভাদ্র ১২৭৬ (৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯)।

“এখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। টালীগঞ্জ মিসনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পাদরি সি, ই, ড্রিবর্গ সাহেব ইহার সম্পাদক। ৬ই সেপ্টেম্বর অবধি ইহার প্রচারণ আরম্ভ হইয়াছে।”—‘সংবাদ প্রভাকর,’ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯।

“সম্পাদক ঘোষণা করিয়াছেন দেশের উন্নতি সাধন করা ও গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ২৯ ভাদ্র ১২৭৬।

জ্ঞানলহরী (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)।

"জ্ঞানলহবী ··মাসিক পত্রিকা···শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র ও বিজয়কেশব বসু ইহার সম্পাদক। পত্রিকার আয়তন ১২ পেজী ১ ফর্ম্মা।···মাসিক মূল্য এক আনা। বর্ত্তমান আশ্বিন মাস অবধি ইহার প্রচারণ আরম্ভ হইয়াছে। পদ্য ও গদ্য ইহাব অবয়ব সজ্জিত করা সম্পাদকদিগের উদ্দেশ্য।"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১৪ আশ্বিন ১২৭৬।

চিকিৎসা সংগ্রহ মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৬ (১১ অক্টোবর ১৮৬৯)।

"ইহাতে এতদ্দেশীয় এবং ইউরোপ খণ্ডের চিকিৎসাশাস্ত্রের সারসংগ্রহ হইবে।" ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ডি. এল ডি. ইহার সম্পাদক ছিলেন।

জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকা (মাসিক)। আশ্বিন (?) ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)।

২৪ কার্ত্তিক ১২৭৬ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত।

দেশহিতৈষিণী (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৭৬ (১১ নবেম্বর ১৮৬৯)।

৮ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানির পরিচালক—পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী রাজকৃষ্ণ দাস।

মধুকরী (মাসিক···)। মাঘ ১২ ৬ (জানুয়ারি ১৮৭০)।

"[বহরমপুর] সত্যরত্ন যন্ত্র হইতে মধুকরী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা গত মাঘ মাস হইতে প্রচারিত হইতেছে। দেশের হিতসাধন ও বিজ্ঞমণ্ডলীর মনোরঞ্জন ইহার উদ্দেশ্য।"—'ঢাকাপ্রকাশ,' ২৫ ফাল্গুন ১২৭৬।

"যাঁহারা 'সমালোচন' পত্রিকা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা লেখকের পরিচয় উত্তমরূপে অবগত আছেন।···'সমালোচনী' কেবল সাহিত্য প্রসবিনী ছিলেন, 'মধুকরী' সকল রসই আহরণ করিয়া নিজক্রমে সঞ্চয় কবিতেছেন।"—'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা,' মার্চ ১৮৭০।

"মধুকরী পত্রিকা ১লা বৈশাখ [১৩ এপ্রিল ১৮৭০] হইতে পাক্ষিক হইয়াছে।"—'হিন্দুহিতৈষিণী' ২৩ এপ্রিল ১৮৭০।

বরিশাল বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক)। ফাল্গুন ১২৭৬ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭০)।

"আমরা 'বরিশাল বার্ত্তাবহ' নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঝালকাটি হইতে ইহা প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু কলিকাতায় [হিতৈষী যন্ত্রে] মুদ্রিত হয়। মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৪ টাকা।"—'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ৫ চৈত্র ১২৭৬।

ইহা "প্রতি মাসের ১লা ও ১৫ই প্রকাশিত হয়, বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা।"

বঙ্গমহিলা (পাক্ষিক)। ১ বৈশাখ ১২৭৭ (এপ্রিল ১৮৭০)।

মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র; "১লা বৈশাখ হইতে খিদিরপুরের একজন স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে" ('হিন্দুহিতৈষিণী,' ২৩ ৪-৭০)। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯২ শক) লেখেন :—

এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মুখস্বরূপ

হইবে। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এ দেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যক পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্ত ভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্র সমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।

পাক্ষিক প্রকাশিকা। বৈশাখ ১২৭৭ (২৭ এপ্রিল ১৮৭০)।

সম্পাদক—যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত চিত্তসন্তোষ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৭ (এপ্রিল ১৮৭০)।

পরিচালক—উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

আর্য্যধর্ম্ম প্রকাশিকা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৭ (এপ্রিল ১৮৭০)।

"ইহা ময়মনসিংহের হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে।...কেবল হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ় প্রকাশিত হইতে পারে এরূপ পত্রিকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।"—'হিন্দুহিতৈষিণী,' ২৮ মে ৮৭০।

রাজসাহী সম্বাদ (পাক্ষিক)। ৩১ বৈশাখ ১২৭৭ (১৩ মে ১৮৭০)।

"রাজসাহীর বোয়ালিয়ায় রাজসাহী প্রেস হইতে 'রাজসাহী সংবাদ' নামে এক পাক্ষিক পত্র প্রকাশ হইতেছে। ৩১এ বৈশাখ এবং ১৬ই জ্যৈষ্ঠের পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার আয়তন ১ ফরমা। মূল্য বার্ষিক ২ টাকা।"—'ভারতরঞ্জন,' ৪ আষাঢ় ১২৭৭।

পাক্ষিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' (জুন ১৮৭০) লিখিয়াছিলেন :—"এই পত্রিকাখানি অনেক দিন হইল প্রচারিত হইয়াছে। কোন কারণবশতঃ মধ্যে কতক দিন বন্ধ ছিল।" 'গ্রামবার্ত্তা' বোধ হয় 'রাজসাহী পত্রিকা' ও 'রাজসাহী সংবাদ'কে অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন। "মাসিক সংবাদপত্র" 'রাজসাহী পত্রিকা' ১২৭৪ সালের ১৫ই শ্রাবণ (১৮৬৭, ৩০ জুলাই) স্বকীয় বোয়ালিয়া মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়।

মিত্র-প্রকাশ (মাসিক...)। ৩০ বৈশাখ ১২৭৭ (মে ১৮৭০)।

হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ঢাকা হইতে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১২৭৭, ৩০ বৈশাখ। পত্রিকার শীর্ষে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাশ-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মুদেত্যুদারঃ॥

পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

এখানিতে বাংলাভাষার এবং বঙ্গ-সাহিত্য-সংক্রান্ত বিষয় সকলই বিন্যস্ত হইবে। যাহাতে বঙ্গ-ভাষার উন্নতি, বঙ্গীয়-কবিদিগের কাব্য-কলাপের উন্নতি এবং পরিচয় সাধারণ্যে বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয়, 'মিত্র-প্রকাশ' সর্ব্বথা তৎপ্রতি অবহিত থাকিবে। শুষ্ক সম্পাদকীয় রচনামালায় ইহা পরিপূরিত হইবে না।

দ্বিতীয় বর্ষে অল্প দিনের জন্য 'মিত্র-প্রকাশ' পাক্ষিক আকার ধারণ করিয়াছিল। "মিত্র-প্রকাশের আকার পরিবর্ত্তন" প্রসঙ্গে ২য় পর্ব্ব, ৩য় সংখ্যায় (আষাঢ় ১২৭৮) এইরূপ লিখিত হয় :—

এক্ষণ অবধি আমরা মিত্র-প্রকাশকে ৪ ফর্ম্মা আকারে মাসে দুই বার প্রচার করিতে প্রয়াসবান হইলাম।

ইহার পর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা পাক্ষিক আকারে যথাক্রমে ১৫ জানুয়ারি, ১ ফেব্রুয়ারি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখে প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ সংখ্যায় কালিদাস মিত্র অনুজ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। অতঃপর কালিদাস মিত্র সম্পাদক হইয়া মাসিক আকারে ২য় পর্ব্বের ৬ষ্ঠ সংখ্যা (ভাদ্র ১২৭৯) হইতে 'মিত্র-প্রকাশ' প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় ২য় বর্ষের ১২শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে। 'মিত্র-প্রকাশে'র তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১২৮০ সালের বৈশাখ হইতে।

শাস্ত্র-প্রকাশ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৭ (জুলাই ১৮৭০)।

"শাস্ত্রপ্রকাশ নামে মাসে মাসে একখানি পত্র প্রকাশ করা যাইবে, আপাততঃ প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল। ইহাতে কল্কিপুরাণ আরম্ভ করা হইয়াছে। কল্কিপুরাণ শেষ হইলে অন্য পুরাণ কিম্বা তন্ত্র আরম্ভ করা যাইবে।..মাসিক মূল্য দশ আনা।"—'সোমপ্রকাশ,' ৩১ শ্রাবণ ১২৭৭।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক পরিশোধিত ও ভাষান্তরিত হইয়া, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'শাস্ত্রপ্রকাশ' প্রকাশিত হইত।

সজ্জনচিত্তবিনোদিনী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৭ (জুলাই ১৮৭০)।

সম্পাদক—গোপালচন্দ্র মিত্র।

বঙ্গবন্ধু (মাসিক...)। ১ শ্রাবণ ১২৭৭ (১৬ জুলাই ১৮৭০)।

বঙ্গবন্ধু' নামে একখান পাক্ষিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১লা শ্রাবণ ঢাকা হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা সংবাদপত্রের ন্যায় অথচ ধর্ম্ম ও স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সকলও ইহাতে বিশেষরূপে লিখিত হইতেছে।..উহার আকার ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রের ন্যায়। ডাক মাশুল সহিত অগ্রিম মূল্য ৪৷৷৵ টাকা।"—'বামাবোধিনী পত্রিকা,' ভাদ্র ১২৭৭।

সরকারী রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, ঢাকা পোগোজ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ভুবনমোহন সেন, বি-এ ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত সভা হইতে প্রকাশিত হইত। ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেলে 'বঙ্গবন্ধু' ঢাকা নববিধান সমাজের মুখপত্রস্বরূপ পরিচালিত হইতে থাকে। নববিধান সমাজের আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন :—

"বঙ্গবন্ধু প্রথমতঃ পাক্ষিক ছিল, তাহার পর সাপ্তাহিক হইয়াছিল। ইহাতে প্রথমতঃ রাজনৈতিক,

সামাজিক, এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত হইত। তাহার পর পুনবায় ইহা পাক্ষিক হয়। এখন *East* পত্রিকা যে আকারে বাহির হয়, এরূপ আকার হইত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে "ইষ্ট" পত্রিকা বাহির হইলে বঙ্গবন্ধুতে রাজনৈতিক বিষয় লিখা হইত না। বঙ্গবন্ধ প্রথমতঃ একাকী আমাকে চালাইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। শেষ ভাগে ৺কৈলাসচন্দ্র নন্দী, ৺বরদাকান্ত হালদার, ঈশানচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র সেন, সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে ভাই দুর্গানাথ রায়ও সম্পাদকের কার্য্য করেন। আমাদের অবস্থান্তর হওয়াতে বঙ্গবন্ধু বন্ধ হয়। বঙ্গবন্ধু ১৮৭০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৭ পর্য্যন্ত নিয়মিত মত বাহির হইয়াছিল। (কেদারনাথ মজুমদার : 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য,' পৃ. ৪২৫)

সাহিত্য-সংগ্রহ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৭ (সেপ্টেম্বর ১৮৭০)।

"'সাহিত্য-সংগ্রহ' নামক আর একখানি মাসিক পত্রিকাও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।...এখানি দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—'ইহাতে বিবিধ সংস্কৃত পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতির অনুবাদ, বঙ্গদেশের প্রাচীন এবং আধুনিক প্রকৃত দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের এবং প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকারগণের জীবনবৃত্তান্ত, ইতিহাস, কাব্য ও নাটক, বিজ্ঞান, শিল্প ও চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রাচীন কীর্ত্তি, অদ্ভুত বিবরণ, এবং রহস্য বিষয়ক বিবিধ গল্প ও নবেল প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ মূল সংস্কৃত ভাষা হইতে হরিবংশ অনুবাদান্তর প্রচার আরম্ভ হইল।"—'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ১ পৌষ ১২৭৭।

নারী-শিক্ষা পত্রিকা (মাসিক)। ১ কার্ত্তিক ১২৭৭ (১৭ অক্টোবর ১৮৭০)।

ঢাকা স্কুলভবন হইতে "স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষোপযোগিনী" এই মাসিক পত্রিকাখানি ১২৭৭ সালের ১লা কার্ত্তিক হইতে প্রকাশিত হয়।—'হিন্দুহিতৈষিণী,' ২৭ কার্ত্তিক ১২৭৭।

মুরশিদাবাদ হিতৈষিণী (পাক্ষিক)। ১ কার্ত্তিক ১২৭৭ (১৭ অক্টোবর ১৮৭০)।

"এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে আগামী কার্ত্তিক মাসের ১লা তারিখ হইতে মুরশিদাবাদ হিতৈষিণী নাম্নী একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।...শ্রীবনোয়ারিলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদক। বহরমপুরের অধীন সৈদাবাদ হোরাপাড়া।"—'সোমপ্রকাশ,' ৩১ শ্রাবণ ১২৭৭।

সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৭৭ নবেম্বর ১৮৭০)।

"সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী মাসিক পত্রিকা। ইহা কলিকাতাস্থ ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা হইতে প্রচারিত হইতেছে। কার্ত্তিক মাস হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।"—'হিন্দুহিতৈষিণী,' ১৯ নবেম্বর ১৮৭০।

"যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি হয়, সেই সকল বিষয়ের অনুশীলন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।" সভার অবৈতনিক সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। ইহার কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

বেদদ্বেষহিমৈর্বহির্দলচয়ৈর্হীনোপি ধর্ম্মদ্রুমঃ সংবর্দ্ধ্যোধ্রুবধর্ম্মরক্ষণমহাসংসদ্বসন্তোদয়ৈঃ।
সংভাব্যত্রমনোবিশোধকুসুমংশ্রেয়ঃফলঙ্কাঙ্ক্ষতং পশ্যৈতাং নবপত্রিকাং সমুদিতাং তৎসর্ব্বসম্বোধিকাম্।

সুলভ সমাচার (সাপ্তাহিক)। ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১৫ নবেম্বর ১৮৭০)।

কেশবচন্দ্র সেন-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভা হইতে 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় (১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭) মুদ্রিত "সম্পাদকের নিবেদন" হইতে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়:—

আমাদের সঙ্গে বিদ্বান্ এবং ধনীর সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক; তাহাদের পড়িবার শুনিবার অনেক অনেক শাস্ত্র, বড় বড় জ্ঞানের বই, নানাপ্রকার খবরের কাগজ আছে, এবং তাঁহাদের সংসারে সুখী হইবার উপায়ও অনেক। যাঁহাদের সময় অতি অল্প, খাটিতে খাটিতে রাত দিন যাঁহাদের মাতার উপর দিয়া চলিয়া যায়, এমন সঙ্গতিও নাই যে অল্প সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ, আমরা তাঁহাদিগকেই এই পত্রিকার পাঠক বলিয়া স্থির করিয়াছি। যদি আমরা ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারি, যদি তাঁহারা যেটুকু অবকাশ পাইবেন সেইটুকুতে কিছু কিছু ভাল কথায় মন দিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারেন, এবং দেশের চারি দিকের খবর জানিয়া জ্ঞানকে বৃদ্ধি করিতে পারেন, তবেই আমাদের এই পত্রিকা বাহির করা সার্থক হইবে। আমরা এই 'সুলভ সমাচার' প্রতি মঙ্গলবারে বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সকলে লইতে পারিবেন এই জন্য ইহার মূল্য এক পয়সা মাত্র স্থির করা হইয়াছে। হিত উপদেশ, নানা সংবাদ, আমোদজনক ভাল ভাল গল্প, আমাদের দেশের এবং বিদেশের ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবন, যে সকল আইন সাধারণের পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্যক, চাল ডাল প্রভৃতির দর, এবং বিজ্ঞানের মূল সত্য সকল যত দূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে ইহাতে সেইরূপ লিখিতে আমরা ত্রুটি করিব না।

পত্রিকার কণ্ঠে এই কবিতাটি মুদ্রিত হইত:—

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে কিন্তু ঘটে উঠা দায়।
জ্ঞান ধর্ম্ম চাও যদি অবারিত-দ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

'সুলভ সমাচার' জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহা দীর্ঘকাল জীবিত ছিল। আমি ১৮৮৯ সনের জুলাই মাসের পত্রিকাও দেখিয়াছি; তখন ইহার নাম ছিল—'সুলভ সমাচার ও কুশদহ'।

নবপর্য্যায়ের 'সুলভ সমাচার' দৈনিকরূপে প্রকাশ করেন—নরেন্দ্রনাথ সেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ বৈশাখ ১৩১৮ (১৪ এপ্রিল ১৯১১)। ইহা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত পত্রিকা ছিল; গবর্ণমেণ্ট ২৫ হাজার খণ্ড নির্দ্দিষ্ট মূল্যে (অর্দ্ধ আনা) ক্রয় করিয়া বাংলা দেশের জনসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। নরেন্দ্রনাথ ভাল বাংলা জানিতেন না; জলধর সেনই তাঁহার নির্দ্দেশ-মত পত্রিকার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

পত্রিকা প্রকাশের পর চারি মাস যাইতে না যাইতেই নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় (জুলাই ১৯১১)। তখন গবর্মেণ্টের তরফ হইতে জলধরই বর্দ্ধিত বেতনে 'সুলভ সমাচারে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু গবর্মেণ্ট এক বৎসরের অধিক কাল পত্রিকাখানি জীবিত রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এই বৎসর পৌষ মাসে দিল্লী-দরবারের ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়া যায়। দেশে আর অশান্তির কারণ নাই বিবেচনা করিয়া সরকার জানাইয়া দিলেন, ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের পর আর তাঁহারা 'সুলভ সমাচারে'র জন্য অর্থব্যয় করিবেন না। নবপর্য্যায়ের 'সুলভ সমাচারে'র পরমায়ু এক বৎসর।

বিদূষক (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১ ডিসেম্বর ১৮৭০)।

"যাঁহারা প্রকৃতির গতি ও মানুষের স্বভাব জানিতে আমোদ বোধ করেন," তাঁহাদিগের জন্য এই রহস্য-পত্রিকার জন্ম। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা পাঠে জানা যায়, 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহ-সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। 'বিদূষকে'র আট সংখ্যা আমরা দেখিয়াছি; প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দুই পয়সা।

প্রচারিকা (মাসিক…)। ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (নবেম্বর ১৮৭০)।

"এখানি মাসিক পত্রিকা। আপাততঃ কলিকাতা হইতে প্রচারিত হইতেছে। বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলেই সাপ্তাহিক হইবে। ইহার প্রস্তাবগুলি সন্তোষকর হইতেছে।"—'সোমপ্রকাশ,' ২৬ পৌষ ১২৭৭।

অল্প দিন পরেই ইহা মাসিকপত্রে পরিণত হইয়াছিল। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (১ মাঘ ১২৭৭) লেখেন:—"বর্দ্ধমান হইতে প্রচারিকা নামক একখানি পত্রিকা আমরা পাইয়াছি।…কাগজখানি পাক্ষিক।" সরকারী রিপোর্টে ১৫ নবেম্বর ১৮৭০ তারিখের 'প্রচারিকা'র উল্লেখ আছে।

বিশ্বদূত (মাসত্রয়িক)। পৌষ ১২৭৭ (জানুয়ারি ১৮৭১)।

"বিশ্বদূত। এখানি কলিকাতা হইতে প্রতি মাসে তিন বার প্রকাশিত হইবে। এখানিও মন্দ হইতেছে না।"—'সোমপ্রকাশ', ২৬ পৌষ ১২৭৭।

সাহিত্য মুকুর (সাপ্তাহিক)। ৭ জানুয়ারি ১৮৭১।

ইহা এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—৭ জানুয়ারি ১৮৭১। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক—সত্যচরণ গুপ্ত লিখিয়াছেন:—

> যদি কেহ আমাদিগের উদ্দেশ্য বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা "অবকাশ কালে নির্দ্দোষ আমোদ উৎপাদন করিয়া পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন" এই একমাত্র কথাতেই তাঁহার ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে পারি। ফলতঃ বড় বড় রাজসম্পর্কীয়, সমাজ সম্পর্কীয় বা ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না। আর করিবারও প্রয়োজন নাই, ঐ সকল বিষয়ের জন্য অনেকানেক মহৎ

লোক, যাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা উক্ত বিষয় সকল শত গুণে অধিক বুঝেন তাঁহারা ব্যস্ত আছেন। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে আমাদিগের এমত উদ্দেশ্য নহে যে একমাত্র লোকের আমোদ জন্মাইবার নিমিত্ত আমরা একেবারে অন্ধ হই ও পরনিন্দা প্রভৃতি কুৎসিত দোষোৎপাদক প্রবন্ধ লিখিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করি। পরন্তু আমাদিগের এই পরিমিত বর্ত্তব্য-মণ্ডপের মধ্য হইতেই সুবিধাক্রমে আমাদিগের প্রবন্ধের মধ্যে দেশহিতকর বিষয় সকল সন্নিবেশিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টিত হইব।

প্রথম সংখ্যার সূচী—ভূমিকা. উদ্দেশ্য, সাহিত্য ও তৎপাঠের ফল, বিভাবতী (উপন্যাস), ললিত কাব্য। পত্রিকার কণ্ঠে এই কবিতাংশ মুদ্রিত হইত :—

যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।

হিতবাদী (মাসিক)। মাঘ ১২৭৭ (২১ জানুয়ারি ১৮৭১)।

ধর্ম্মবিষয়ক এই মাসিক পত্রের পরিচালক ছিলেন—নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভ-সাধিনী (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৭৭ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭১)।

"১২৭৬ সালের ফাল্গুন মাসে (১৮৭০ অব্দে) ঢাকার যুবক ব্রাহ্মগণ ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ শুভ-সাধিনী নামে একটী সভা স্থাপন করেন।...এই সভা হইতে ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাসে 'শুভ-সাধিনী' পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। শুভ-সাধিনীতে ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত সাহিত্যালোচনাও হইত, সংবাদও থাকিত। ইহা ছিল একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা। মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা এক পয়সা মাত্র।.. শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে 'স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শুভ-সাধিনীতে বিশেষ প্রবন্ধ লিখিতেন। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় কাগজের সম্পূর্ণ ভার নিয়াছিলেন।'...শুভ-সাধিনী এক বৎসরের অধিক জীবন রক্ষা করিতে পারে নাই।" (কেদারনাথ মজুমদার : 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য,' পৃ. ৪২৩-৪।

১৮৭০ সনের এপ্রিল মাসে 'শুভ-সাধিনী' প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, স্বতঃই মনে সন্দেহের উদ্রেক করে; কারণ, এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশের প্রথম গৌরব যে এই বৎসরের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত 'সুলভ সমাচারে'র, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। প্রকৃত পক্ষে কেদারনাথের উপরি উদ্ধৃত বিবরণ নির্ভুল নহে। 'শুভসাধিনী' যে ১৮৭১ সনের ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন ১২৭৭) মাসে জন্মলাভ করে, সরকারী রিপোর্টের নিম্নাংশ পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে :—

> This paper [The *Pruyag Doot* of 14 March, 1871] notices the publication in Dacca of a new weekly, called the *Shoobhusadhinee Patrika*, which is sold at a pice a copy. About 7 or 800 copies of the first number were taken up.

'শুভসাধিনী' একাধিক বর্ষ জীবিত ছিল। সরকারী রিপোর্টে ইহার ৩রা ও ১০ই ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখের সংখ্যা দুইটির প্রাপ্তি-স্বীকার আছে।

হিতকরী (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৭৭ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭১)।

“এই পত্রিকাখানি ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে এক ফরমা প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য নগদ ৫ এক পয়সা।… হিতকরীর লেখা মন্দ হইতেছে না।”—‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা,’ চৈত্র ১ম পক্ষ।

সরকারী রিপোর্টে ১৬ মার্চ ৮৭১ তারিখের হিতকরীর উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধেই ঢাকার ‘হিন্দু হিতৈষিণী’ (১৬ ফাল্গুন ১২৭৭, শনিবার) লিখিয়াছিলেন :—

> শুভকরী নামে আর একখানি এক পয়সার সাপ্তাহিক পত্রিকা গত বৃহস্পতিবার হইতে বাহির হইয়াছে।

প্রাত্যহিক সম্বাদ (দৈনিক)। ফাল্গুন (?) ১২৭৭ (ইং ১৮৭১)।

“প্রাত্যহিক সম্বাদ নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের দৈনিক পত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল, ইহা কলিকাতা অবলাবান্ধব যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।”—‘হিন্দুহিতৈষিণী,’ ১৮ মার্চ ১৮ ১।

হিতমিহির (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন (?) ১২৭৭ (ইং ১৮৭১)।

“আমরা হিতমিহির নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। এই পত্রখানি প্রতি শুক্রবারে খড়দহ হইতে প্রকাশিত হয়। এখানিও এক পয়সার সংবাদপত্র। ইহার একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।”—‘এডুকেশন গেজেট…,’ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।

সরকারী রিপোর্টে ৩১ মার্চ ১৮৭১ তারিখের ‘হিতমিহিরে’র উল্লেখ আছে।

ভারত-পরিদর্শক (মাসিক)। ১ বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

“ভারত-পরিদর্শক।—আমরা এই নামে একখানি নূতন মাসিকপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। গত ১লা বৈশাখ অবধি ইহার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ভাবে বোধ হয় এই পত্রখানি সাহিত্য ও বিজ্ঞান-ঘটিত বিষয়েরই বিশেষ আলোচনা করিবেন; মাসিক পত্রিকায় তাহাই করা আবশ্যক,…। আমরা প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৯ বৈশাখ ১২৭৮।

বিভাকর (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

“বিভাকর নামক একখানি নূতন মাসিক পত্রিকার দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি সাহিত্য সংক্রান্ত পত্রিকা; বৈশাখ মাস অবধি ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। এই পত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা স্বতন্ত্র না লিখিয়া ইহারই ভূমিকা হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।…ইহাতে পদ্যের ভাগ অধিক। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঁচ সিকি মাত্র, ডাকমাশুল সমেত দুই টাকা।

> কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন আমাদের ‘বিভাকর’ পত্রের উদ্দেশ্য কি? তবে তাঁহাকে এই মাত্র বলিব যে…আজি কালি যে সকল পত্রিকা এতদ্দেশের পূর্ব্ব-দারিদ্র্য দূর করিয়া তাহার অনুপম শোভা

সম্পাদন করিতেছে, সে সমুদয় প্রায় বার্ত্তাদি বিষয়ক। তন্মধ্যে যে কয়েকখানা সাহিত্য সম্বন্ধীয় দেখা যায়, তদ্দ্বারা সংখ্যাতেই হউক বা উপকারিতাতেই হউক, লোকের আশানুরূপ ফল উৎপন্ন হইতেছে না। বিশেষতঃ সাহিত্য-রত্নের ভাণ্ডার অক্ষয়। অসংখ্য পত্রাদি লিখিয়াও এ পর্য্যন্ত কে তাহার অন্ত করিতে পারিয়াছে? ফলতঃ সাহিত্য সম্বন্ধীয় পত্রাদির সংখ্যা দেশমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া আবশ্যক। সাহিত্য-জ্ঞানে লোকের মত যত উন্নত ও পরিশুদ্ধ হয়, একমাত্র সংবাদ পাঠে তত উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। সাহিত্যের উপর দেশের উন্নতি ও মঙ্গল বিশেষরূপে নির্ভর করে, এবং তৎসম্বন্ধীয় পত্রেই দেশের সেই উন্নতভাব প্রতিবিম্বিত হয়। এই বিবেচনায় এতদ্দেশের সাহিত্য সম্বন্ধীয় পত্রের অপ্রতুলতা কাহার পক্ষে না দুঃসহ বোধ হইবে?—সাহিত্য বিষয়ক যথাকথঞ্চিৎ লেখাও আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাতে আমাদের অপরাপর লিখন-প্রবৃত্তি বিষয়ে হস্তক্ষেপের পথ রহিল না, ইহা যেন কেহ বিবেচনা না করেন।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।

দুর্লভ সমাচার (সাপ্তাহিক…)। বৈশাখ (?) ১২৭৮ (ইং ১৮৭১)।

'সুলভ সমাচারে'র অব্যবহিত পরে 'দুর্লভ সমাচারে'র আবির্ভাব। ১৫ শ্রাবণ ১২৭৮ হইতে ইহা পরিবর্ত্তিত আকারে পাক্ষিক-পত্রে রূপান্তরিত হয়—সরকারী রিপোর্টে এইরূপ উল্লেখ আছে। পাক্ষিক 'দুর্লভ সমাচারে'র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—পুস্তক ও সংবাদপত্রের সমালোচনা।

চিকিৎসা দর্পণ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

'চিকিৎসা দর্পণ' যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হইত। ১৯ বৈশাখ ১২৭৮ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—

> এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহাতে নানা প্রকার পীড়া, তাহার চিকিৎসা প্রকরণ, এবং যে ঔষধ দ্বারা যে রোগের উপশম হয়, তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল ডাক্তার ইংরাজী জানেন না, তাহাদিগের সুবিধার্থ ইহার শেষভাগে শারীরবিধানের (ফিজিওলজি) দুই একটি অংশ বিবৃত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনরূপ পত্রিকা ছিল না; চিকিৎসা দর্পণ দ্বারা সে অভাব দূরীভূত হইতেছে। ইহা দ্বারা সমাজের যে বহুতর হিত সাধিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ পত্রিকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হয়, এটী একান্ত প্রার্থনীয়। আমরা অনুরোধ করি সম্পাদক রচনার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

হালিসহর পত্রিকা (মাসিক)। ১ বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক (জানকীনাথ গাঙ্গুলী) প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগকে সদুপদেশ প্রদানার্থে নানাপ্রকার নীতিগর্ভ ও চিত্তানন্দপ্রদ প্রবন্ধ সকল এই অভিনব পত্রিকায় প্রকটন করিবার সঙ্কল্প করা গিয়াছে, সংবাদ প্রদান করিয়া পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে।

অধুনা বহুতর সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে, এমন কি প্রতি দিবসেই এক একখানি সংবাদপত্র জন্মগ্রহণ করিতেছে। স্বল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে পাঠকবর্গ ভূরি ভূরি নূতন নূতন সংবাদ অবগত হইতে

পারেন। ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ পত্রিকা-পাঠাভিলাষী জনগণের সাধ্যানুসারে অভিলাষ পূর্ণ করা, ইহার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য।

সুললিত ছন্দ সম্বলিত গদ্য পদ্য ও মনোহর রচনা দ্বারা মাতৃভাষার উন্নতি সাধন ইহার অপর উদ্দেশ্য। ইহাতে নানাপ্রকার ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ এবং নাটকের অনুবাদ ও কৌতুকবর্দ্ধক রচনা সকল প্রকাশিত হইবে। অবিকল রচনা অতি কঠিন কার্য্য, তদ্দ্বারা ভাষার লালিত্য ও মধুরতা ভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তজ্জন্য অবিকল অনুবাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া, ভাষার লালিত্য সম্পাদনে যত্ন করা হইবে।

দ্বিতীয় বৎসর (বৈশাখ ১২৭৯) হইতে 'হালিসহর পত্রিকা' পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ সনে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল।

বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৮ (১০ মে ১৮৭১)।

“যোড়াসাঁকো, চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীটের মধ্যে ৩২ নং বাটী হইতে সহকারী সম্পাদক শ্রীবিহারিলাল রায়” এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

সতাং মনঃপঙ্কজমুৎপ্রকাশকঃ। অসাধুচেতস্তমসাং বিঘাতকঃ ॥
অশেষজীব-ভ্রমনিদ্রিকাহরঃ। উদেতি বিজ্ঞানক চক্রবান্ধবঃ ॥

হিতসাধিনী (মাসত্রয়িক)। ১ বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

এই পত্রিকা বরিশালের কুলকাটি হইতে মাসে তিন বার প্রকাশিত হইত। ৬ আষাঢ় ১২৭৮ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> হিতসাধিনী—এখানিও ১লা বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানি প্রতি মাসে তিনবার প্রচারিত হয়।

হিন্দু প্রদর্শক (মাসিক)। আষাঢ় ১৭৯৩ শক (২৩ জুন ১৮৭১)।

“এখানি সাময়িক পত্রিকা। আমরা ইহার ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। সম্পাদক বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, 'ইহাতে প্রধানতঃ হিন্দু-শাস্ত্র, হিন্দু-সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক প্রস্তাব সমুদায় নিবেশিত হইবে, কিন্তু কোন বিষয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, অপ্রামাণিক বা পুরাতন প্রস্তাব গৃহীত হইবে না। প্রসিদ্ধ হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে সাধ্যমত পোষকতা করাও ইহার একটী প্রধান লক্ষ্য; ইহাতে উক্ত মেলার বাৎসরিক অধিবেশন ও তৎসংক্রান্ত মাসিক সভার কার্য্যবিবরণ সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইবে।' বর্ত্তমান সংখ্যায় “হিন্দু জাতির জাতীয় বন্ধন,” “চিত্রবিদ্যা” “শকট” ও “জলাশয়” এই কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি অতি প্রয়োজনীয়, ও উহাদের রচনাও পরিপাটী হইয়াছে।”—'এডুকেশন গেজেট,' ১৭ আষাঢ় ১২৭৮।

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় 'হিন্দু প্রদর্শকে'র সম্পাদক-রূপে সীতানাথ ঘোষের নামোল্লেখ আছে। ইনিই বোধ হয় যশোহর-নিবাসী বৈজ্ঞানিক সীতানাথ ঘোষ।

বরাহনগর বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ (ইং ১৮৭১)।

"বরাহনগর বার্ত্তাবহ নামক পত্রের দ্বিতীয় ভাগ ৭ম সংখ্যা ও ৮ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইলাম।…এই পত্রিকাখানি ১২৭৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া চারি মাস অতীত না হইতে হইতেই দেহত্যাগ করে। এক্ষণে পুনরায় গত ১লা বৈশাখ অবধি ইহার পুনঃপ্রচার আরম্ভ হইয়াছে। পত্রিকাখানি পাক্ষিক এবং আকারে একখণ্ড কাগজ।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৯ বৈশাখ ১২৭৯ ।

চুঁচুড়া প্রকাশিকা (মাসিক)। শ্রাবণ (?) ১২৭৮ (ইং ১৮৭১)।

সরকারী রিপোর্টে ১২৭৮ সালের ভাদ্র-সংখ্যা পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

চিকিৎসা সংগ্রহ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৮ (জুলাই ১৮৭১)।

"চিকিৎসা সংগ্রহ। মাসিক পত্রিকা। তৃতীয় সংখ্যা।…এরূপ পত্রিকা ও পুস্তকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।"—'সোমপ্রকাশ,' ১৭ আশ্বিন ১২৭৮।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিধান (মাসিক)। জুলাই ১৮৭১।

সম্পাদক—উমাচরণ দে।

আর্য্যোদয় (মাসিক…)। শ্রাবণ ১২৭৮ (জুলাই ১৮৭১)।

"এখানি মাসিক পত্রিকা। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বারুইপুর হইতে প্রচারিত হইতেছে। ইহার প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ আশা জন্মিতেছে যে, ইহা জনসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হইবে। এখানি যেমন পাঠযোগ্য—তেমনি সুলভ মূল্যও হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।" —'সোমপ্রকাশ,' ১৬ শ্রাবণ ১২৭৮।

আমরা সরকারী রিপোর্টে ইহার জুলাই হইতে নবেম্বর-সংখ্যার উল্লেখ পর-পর দেখিয়াছি। অতঃপর 'আর্য্যোদয়' পাক্ষিক-পত্রে পরিণত হয়; সরকারী রিপোর্টে কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় পক্ষের পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার আছে। 'আর্য্যোদয়ে'র সম্পাদক ছিলেন বারুইপুরস্থ প্রিয়নাথ গুপ্ত।

দেশহিতৈষিণী (পাক্ষিক)। ১ আশ্বিন ১২৭৮ (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭১)।

"এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। আশ্বিন মাস হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অবয়ব দুই ফরমার ৮ পৃষ্ঠা; বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ঢাকা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ হইতে এখানি প্রকাশিত হইতেছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৮ আশ্বিন ১২৭৮।

পত্রিকাখানি সিরাজগঞ্জের অন্তঃপাতি ফুলকোচা চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত।

রসরঙ্গ (সাপ্তাহিক)। আশ্বিন ১২৭৮ (সেপ্টেম্বর ১৮৭১)।

"রসরঙ্গ, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। এখানি প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য এক পয়সা। ইহা গদ্যে পদ্যে লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। বিশেষতঃ

পদ্যগুলি অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইতেছে। পদ্যগুলি পাঠ করিলে বোধ হয়, মৃত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কোনও ছাত্র ইহা লিখিতেছেন।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ২৪ আশ্বিন ১২৭৮।

বিজ্ঞান রহস্য (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৮ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭১)।

“বিজ্ঞানরহস্য…মাসিক পত্র…বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ ইহার প্রণয়ন আরম্ভ করিয়াছেন।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ২৪ আশ্বিন ১২৬৮ ।

ইহাতে বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা স্থান পাইত।

আর্য্যাবর্ত্তরীতিবোধিকা (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৮ (৯ অক্টোবর ১৮৭১)।

ধর্ম্ম-বিষয়ক এই মাসিক পত্রিকার পরিচালক ছিলেন—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ।

মাসিক প্রকাশিকা। কার্তিক ১২৭৭ (অক্টোবর ১৮৭০) ।

“মাসিক প্রকাশিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা আমরা উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা পাথরিয়াঘাটাস্থ সাহিত্য যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।” —‘সমাচার চন্দ্রিকা,’ ৭ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ ।

যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই মাসিকপত্রের প্রকাশক ছিলেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই অংশটি মুদ্রিত হইত :—

“—সময় পাইলে
যতনে করিব কর্ম্ম কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাঝে,
না করিব লাজভয় নিষ্ফল হইলে।”

পত্রিকার মলাটের উপর এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত হইত :—

ধৈর্য্য বৃক্ষ বৃদ্ধি হয় বহু দিন পরে।
ক্রমে মূল্যবান ফল উৎপাদন করে।

দৃষ্টং কিমপি লোকেস্মিন্ ন নির্দ্দোষং ন নির্গুণং ।
আবৃণুধ্বমতো দোষান্ বিবৃণুধ্বং গুণান্ বুধাঃ ॥

দুই-তিন সংখ্যা প্রকাশের পর “কোন বিশেষ কারণবশতঃ এই পত্রিকা কিয়দ্দিবস প্রচারিত হয় নাই।” “মাঘ ১৭৯৩ শক” হইতে ইহা “১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা”-রূপে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

আর্য্য-প্রবর (মাসিক)। মাঘ ১৯২৮ সম্বৎ (জানুয়ারি ১৮৭২)।

এই “তত্ত্ব-বোধক মাসিক পত্রে”র ৫ম সংখ্যা—“জ্যৈষ্ঠ ১৯২৯ সম্বৎ” আমি দেখিয়াছি। ইহার কণ্ঠে “তথা বিজ্ঞান বশতঃ স্বভাবঃ সংপ্রসীদতি” মুদ্রিত হইত। সমালোচনা প্রসঙ্গে ‘মধ্যস্থ’ লেখেন (২৯ পৌষ ১২৭৯) :—“এই পত্র ‘তত্ত্ববোধক’। অর্থাৎ শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানদ্যোতক। ইহার বর্ণিত বিষয় যেমন রুচিকর, ভাষা তেমনি প্রাঞ্জল ও সদ্ভাবময়। সংখ্যানুক্রমে ইহা যদি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়, তবে বিবিধার্থ-সংগ্রহ বা রহস্য-সন্দর্ভের অনুজ হওনের যোগ্য।” কিন্তু ‘মধ্যস্থ’ লিখিয়াছেন :—“এই মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ড ১১ই আশ্বিনে উদিত হইয়াছে।” ইহা ঠিক নয় বলিয়াই মনে হয়।

বিশ্বদর্পণ (পাক্ষিক···)। মাঘ ১২৭৮ (জানুয়ারি ১৮৭২)।

"এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ ও তারাকুমার কবিরত্ন ইহার প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার বিষয়গুলি ও লেখা উত্তম হইতেছে। বালক-বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করা প্রচারকদিগের অভিপ্রেত। উৎকৃষ্ট সংবাদাদিও লিখিত হইবে। উৎসাহপ্রাপ্ত হইলে ক্রমে ইহাকে সাপ্তাহিক ও ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহাদিগের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। ইহার প্রথম সংখ্যা দর্শনে বোধ হইতেছে দীর্ঘায়ু হইলে ইহা ক্রমে উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইতে পারিবে।"—'সোমপ্রকাশ,' ২ মাঘ ১২৭৮।

১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে পত্রিকাখানি মাসিকপত্রে পরিণত হয়। সরকারী রিপোর্টে ইহার উল্লেখ আছে।

জ্ঞানপ্রভা (মাসিক)। চৈত্র ১৭৯৩ শক (২৩ মার্চ ১৮৭২)।

পরিচালক—চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

* * * *

কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' গ্রন্থ ১২৭৮ সাল অর্থাৎ ১১ এপ্রিল ১৮৭২ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তিনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন:—"সমাজ দর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ১২৭৮ সালে বরিশাল হইতে 'পরিমলবাহিনী' বাহির হইয়াছিল। পরিমলবাহিনী কি পরিমল বহন করিতেন আমরা তাহা চেষ্টা করিয়াও অবগত হইতে পারি নাই।" প্রকৃতপক্ষে এই দুইখানি সংবাদপত্র ১২৭৯ সালে প্রকাশিত, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থের সীমা-বহির্ভূত। 'পরিমলবাহিনী' পাক্ষিক পত্রিকা; ১২৭৯ সালে শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় পক্ষে (জুলাই ১৮৭২) বরিশালের কেওরাগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। 'সমাজদর্পণ' সাপ্তাহিক পত্র, কলিকাতার চোরবাগানে মুদ্রিত হইত; ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৩ নবেম্বর ১৮৭২।

পরিশিষ্ট

এই প্রবন্ধের বিষয়-বহির্ভূত হইলেও আলোচ্য সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ভাষার যে-সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ পাইয়াছি, সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

অসমীয়া ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িক-পত্র 'অরুণোদয়'; ইহা মাসিকপত্র, ১৮৪৩ সনের মার্চ মাসে মিশনরীগণ কর্তৃক শিবসাগর হইতে প্রকাশিত হয়। 'অরুণোদয়ে'র ২৮ বৎসর পরে ১৮৭১ সনে অসমীয় ভাষার দ্বিতীয় মাসিকপত্র 'আসাম বিলাসিনী'র জন্ম; আসামবাসী কর্তৃক পরিচালিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম অসমীয়া পত্রিকা। ইহার আবির্ভাবে 'সোমপ্রকাশ' (১০ আশ্বিন ১২৭৮) লিখিয়াছিলেন:—"আসাম বিলাসিনী। মাসিক পত্রিকা। এখানি আসাম দেশীয় ভাষায় লিখিত হইতেছে। মূল্য ৶০ আনা।" এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত (১৩২৪, ২য় সংখ্যা) পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের "আসামের পত্র-পত্রিকা" প্রবন্ধও পঠিতব্য।

হিন্দীঃ ১৮৬৯ সনের এপ্রিল মাসে নাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষাতে 'ব্যাপার চন্দ্রোদয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক-পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' (৩ মে ১৮৬৯) পত্রে প্রকাশ:—

> ব্যাপার চন্দ্রোদয় নামে একখানি সাপ্তাহিক নূতন সংবাদপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি নাগরাক্ষরে হিন্দি ভাষাতেই প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রখানি রাজসাহী প্রিন্টিং কোম্পানীর যন্ত্রে কলিকাতা বড়বাজারের তুলাপটী হইতে প্রকাশিত হইতেছে। মাসিক মূল্য ১৲ টাকা।

সরকারী রিপোর্টে ১ ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখের 'বিদ্যা বেহার' পত্রিকার উল্লেখ আছে। ইহা বিহার হইতে প্রকাশিত একখানি হিন্দী পত্রিকা হওয়া সম্ভব।

ওড়িয়াঃ ১৮৬৮-৬৯ সনে উৎকল ভাষার এই কয়খানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল:—

'উৎকলদীপিকা'—ইহা ১৮৬৮ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। সরকারী রিপোর্টে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ তারিখের 'উৎকলদীপিকা'র উল্লেখ আছে।

'বোধ-দায়িনী ও বালেশ্বর সংবাদ বাহিকা'—১২৭৫ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত ফকীরমোহন সেনাপতি-সম্পাদিত সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা ('নব-প্রবন্ধ,' অগ্রহায়ণ ১২৭৫ দ্রষ্টব্য)।

'উড়িষ্যা পেট্রিয়ট্'—ইংরেজী-ওড়িয়া পাক্ষিক পত্রিকা (ঢাকাপ্রকাশ,' ২৮ মার্চ ১৮৬৯ দ্রষ্টব্য)।

'উৎকল পত্রিকা'—"ঔড্র জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে" কটক হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' পৌষ ১৭৯১ শক দ্রষ্টব্য)।*

---

* চাংড়িপোতা বিদ্যাভূষণ-লাইব্রেরির সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১২৭৫ ও ১২৭৭-৭৮ সালের 'সোমপ্রকাশ' হইতে কতকগুলি আবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কাঙ্গাল হরিনাথের পৌত্র শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার ১২৭৫-৭৮ সালের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' এবং ভূদেব-ট্রাষ্ট-ফণ্ডের সভাপতি শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায় ভূদেব-গ্রন্থাগার হইতে ১২৭৫-৭৮ সালে প্রকাশিত অনেকগুলি সাময়িক-পত্র দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষও তাঁহাদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য সাময়িকপত্রগুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অনুমতি দানে কার্পণ্য করেন নাই। এই সুযোগে ইঁহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভ্রম-সংশোধন: **'উৎকল দীপিকা' সম্বন্ধে এই পৃষ্ঠার ২৩।২৪ পংক্তি বর্জনীয়। পত্রিকাখানি প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৬ সনে প্রকাশিত হয় (P. R. Sen : *Modern Oriya Literature*, p. 32 দ্রষ্টব্য)।**

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

দ্বিপঞ্চাশত্তম ও ত্রিপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

১৩৫৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের শেষ হইতে বঙ্গদেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, যে বীভৎস নরমেধযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া বৎসরাধিক কাল চলিয়াছিল, তাহাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পরিষদেরও নিয়মিত কার্য্য-পরিচালন বিশেষভাবে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। এই হেতু যথাসময়ে দ্বিপঞ্চাশজম ও ত্রিপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিতে পারা যায় নাই; কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত অদ্যকার বার্ষিক অধিবেশনে ঐ দুই বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ উপস্থাপিত করা হইল।

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব জীবিত আছেন—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—*১৩৫১ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা*—

বিশিষ্ট সদস্য—১। সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার, ২। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি, ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১০। শ্রীহরিহর শেঠ, ১১। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১২। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৩। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৪। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১৫। মহারাজকুমার ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৬। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৭। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী এবং ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১০ হইয়াছে।

সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের শেষে ১০০০ ছিল।

সহায়ক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১২ ছিল।

পরলোকগত বান্ধব—গত ১৮ আগষ্ট ১৯৪৬ তারিখে ১০৬ বৎসর বয়সে দেশহিতব্রতী, দানবীর মহারাজা সার্ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। পরিষদের গঠন, পুষ্টি ও স্থায়িত্ববিধানকল্পে অকাতরে সাহায্য দান করিয়া তিনি পরিষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত হইয়া আছেন। পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ, গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল স্থাপন, মহামূল্য বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাগার দান, চিত্রশালার জন্য বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্ মূর্ত্তি, চিত্র প্রভৃতি দান দ্বারা তিনি পরিষৎকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত

করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু পরিষদের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। এই মহানুভব 'বান্ধবে'র জন্য পরিষৎ গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন।

পরলোকগত সদস্যগণ—

(ক) আজীবন-সদস্য—১। কুমার শরৎকুমার রায়, ২। মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ।

(খ) অধ্যাপক-সদস্য—১। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ২। পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৩। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ।

(গ) সাধারণ-সদস্য—১। অনাথগোপাল সেন, ২। ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ৩। সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ৪। কণা দত্ত, ৫। কিরণচাঁদ দরবেশ, ৬। কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৮। চিত্তসুখ সান্যাল, ৯। তারাকৃষ্ণ শীল, ১০। দুর্গাচরণ নন্দী, ১১। প্রমথনাথ চৌধুরী, ১২। প্রেমসুন্দর বসু, ১৩। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ১৪। ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৫। বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ১৬। মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭। যতীন্দ্রনাথ বসু, ১৮। যতীন্দ্রমোহন রায়, ১৯। রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০। রাজকুমার বসু, ২১। ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২২। সতীশচন্দ্র সেন, ২৩। সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৪। সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, ২৫। হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, ২৬। হেমচন্দ্র মিত্র।

সহায়ক-সদস্য—পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

এই সকল সদস্যের পরলোকগমনে পরিষৎ গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, কুমার শরৎকুমার রায়, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এবং মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় পাঁচ খণ্ডে পরিষদ্গ্রন্থাবলীমধ্যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন (শ্রীভাষ্য সমেত) সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং ভক্তিভূষণ মহাশয় পরিষদ্গ্রন্থাবলীতে বাসুদেব ঘোষের পদাবলী এবং গৌরপদতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) সম্পাদন করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বসু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকরূপে বহু দিন পরিষদের সেবা করিয়াছেন। অনাথগোপাল সেন, যতীন্দ্রমোহন রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বহু দিন পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের অন্যতম স্থাপয়িতা এবং উহার সম্পাদক ও সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী রংপুর শাখা-পরিষদের অন্যতম স্থাপয়িতা ও আজীবন সম্পাদক ছিলেন। চিত্তসুখ সান্যাল পরিষদে দুষ্প্রাপ্য মূর্ত্তি, পুথি ও পুস্তক দান ব্যতীত নানাভাবে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পরিষদ্গ্রন্থাবলীভুক্ত বনমালী দাসের 'জয়দেবচরিত্র' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ—পূর্ব্বোল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত এই সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুর পরলোকগমনে পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন :— ১। কিশোরীমোহন চৌধুরী। ২। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ৩। কুমার দেবেন্দ্রলাল খান। ৪। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী। ৫। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর। ৬। ভবানীচরণ লাহা। ৭। যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ৮। পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ এবং ৯। শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা বহুদিন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ডক্টর ভট্টশালী পরিষৎ-পত্রিকার লেখক ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীতে জীব গোস্বামীর 'সর্ব্বসম্বাদিনী' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল,—(ক) এক-পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন, ৬ই আশ্বিন ১৩৫২। মাসিক অধিবেশন—২২এ পৌষ প্রথম ও ২৬এ চৈত্র দ্বিতীয়। এই সকল অধিবেশনে সদস্য-নির্ব্বাচন, ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচন, শোক-প্রকাশ প্রভৃতি হয়। (খ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—২৬এ চৈত্র ১৩৫২ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের ও ২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ তারিখে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়। ১৫ই আষাঢ় মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতিপূজা ও তাঁহার সমাধিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পিত হয়। (গ) বিশেষ অধিবেশন—১৪ই বৈশাখ ১৩৫৩ তারিখে বিশেষ অধিবেশনে শ্রীনির্ম্মলকুমার বসুকে "কলা ও সংস্কৃতি" বিষয়ে গবেষণার জন্য রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার প্রদত্ত হয়। এই উপলক্ষে তিনি "রেখ-মন্দিরের বিবর্ত্তন" নামক প্রবন্ধ পাঠ ও ছায়াচিত্রের দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধের ব্যাখ্যা করেন।

কার্য্যালয়—সভাপতি শ্রীমন্মথমোহন বসু; সহকারী সভাপতি—সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, শ্রীরাজশেখর বসু, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহরিহর শেঠ, ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত; সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস। সহকারী সম্পাদক—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচ্য বর্ষে ও বর্ত্তমান বর্ষে সকল দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ কর্ম্মচারিগণের অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য (ক) কয়েক ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে, (খ) সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু মাসিক ভাতা দেওয়া হইয়াছে এবং (গ) অর্দ্ধ মাসের বেতন অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। **(ক) সদস্যগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত—১। মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী,**

২। অনাথগোপাল সেনের পরলোকগমনের পর—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৩। শ্রীঅমল হোম, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৭। রেভাঃ ফাদার এ দোঁতেন, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ২০। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। (খ) শাখা-পরিষদের নির্ব্বাচিত—২১। ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২৪। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন। (গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন।

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের—১। শরৎ চন্দ্র লেক্‌চারার ও পদক-সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। কমলা-লেকচারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার সমিতিতে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ৪। জগত্তারিণী-পদক-সমিতিতে ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে, ৫। ভুবনমোহিনী দাসী পদক-সমিতিতে শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। সরোজিনী বসু পদক-সমিতিতে শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

(খ) দশমিক মুদ্রা প্রবর্ত্তনের বিষয়ে ভারত-সরকারের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য জ্ঞাপন করা হয়।

(গ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিষদের পক্ষে Indian Historical Records Commissionএর Associate Member নির্ব্বাচন করা হয়।

(ঘ) পশ্চি-মবঙ্গের রাজসরকার যাবতীয় কার্য্যপরিচালনের জন্য বঙ্গভাষার প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে যে মর্য্যাদা দান করিয়াছেন, তজ্জন্য উক্ত রাজসরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

(ঙ) কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের জীবনী রচনার জন্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে "অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতিপদক" প্রদত্ত হয়।

(চ) নিম্নলিখিত শাখাসমিতিগুলি গঠিত হয়—১। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা; ২। আয়ব্যয়, চিত্রশালা, পুস্তকালয় ও ছাপাখানা-সমিতি; ৩। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পরিদর্শন সমিতি ও ৪। প্রতিষ্ঠা উৎসব সমিতি।

(ছ) Royal Asiatic Societyর Bi-centenary of Sir William Jonesএর অনুষ্ঠানে, ইন্দোরে Indian Historical Records Commissionএর অধিবেশনে,

মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ও সম্মিলনে, চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে এবং কলিকাতায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়।

(জ) সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়কে পরিষৎ হইতে সংবর্দ্ধনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে তাঁহার যে সকল বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

রমেশ-ভবন—আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতল গবর্মেণ্ট রেশনিং অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

(ক) বাগেরহাটনিবাসী ডাক্তার শ্রীঅরুণচন্দ্র নাগ তাঁহার মাতামহী কবি মানকুমারী বসু, হরিপাল পাঠাগার ও মাইকেল লাইব্রেরী হইতে যে দুইটি স্বর্ণপদক ও যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন হইতে যে রৌপ্যপদক পাইয়াছিলেন, তাহা পরিষদ্‌কে দান করিয়াছেন; (খ) রায় বাহাদুর শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন ও শ্রীঅবনীকুমার সেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের লিখিত দুইখানি পত্র, (গ) রায় বাহাদুর শ্রী পি. আর দাশগুপ্ত নবীনচন্দ্র সেনের ব্যবহৃত ১। রকিং চেয়ার, ২। ছোট টেবিল ও ৩। শালের চোগা, (ঘ) শ্রীকরঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পরলোকগতা পত্নী সুভদ্রা দেবীর অভিপ্রায় অনুসারে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আবক্ষ মূর্ত্তি (ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত) পরিষদের চিত্রশালায় দান করিয়াছেন, এবং (ঙ) শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত তাঁহার সংগৃহীত ও নবাবিষ্কৃত প্রথম মহীপাল দেবের তাম্রশাসন বেলওয়া-লিপি পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

গত ১৫ই ফাল্গুন ১৩৫৩ (২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭) লণ্ডনের Royal Academyর Exhibition of Indian Arts (1947-48)এর পক্ষে লণ্ডন-কমিটির সভ্য Sir Richard Winstedt (Vice-Chairman), Mr. K. de B. Codrington (Director, Indian Museum), Mr. Basil Gray (British Museum), B. Tyebji (নূতন দিল্লী), এবং Mr. Percy Brown পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করেন এবং লণ্ডনের উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য চিত্রশালার কয়েকটি মূর্ত্তি, চিত্র প্রভৃতি নির্ব্বাচন করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মত সে সকল দ্রব্য উক্ত প্রদর্শনী-কমিটিকে ধার দেওয়া হয়।

সংবর্দ্ধনা—(ক) বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমে "বঙ্গীয় শব্দকোষ" নামক বৃহৎ কোষ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ করায় পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়।

(খ) গত ২১এ অগ্রহায়ণ দিবসে বাঁকুড়ায় আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে ঊন-নবতিতম জন্ম-দিবসে পরিষৎ হইতে সংবর্দ্ধনা করা হয়। এই উপলক্ষে তাঁহাকে চন্দনাধারে গরদের উপর মুদ্রিত মানপত্র ও জরির মাল্য দান করা হয়।

গ্রন্থ-প্রকাশ—(ক) সাধারণ-তহবিল হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৪৯ সংখ্যক পুস্তক রাজনারায়ণ বসু এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ৫১ হইতে ৬৫ সংখ্যক পুস্তকে মনোমোহন বসু, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ও আনন্দচন্দ্র মিত্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অক্ষয়কুমার বড়াল *, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রমেশচন্দ্র দত্ত—এই কয়জন সাহিত্যসেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্য-কীর্ত্তির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত ‘পালামৌ’ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ‘স্বর্ণলতা’ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(খ) ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিলের অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর এবং মধুসূদন ও দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত কতকগুলি গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্য গ্রন্থাবলী ‘কবিতা ও গান’ এবং রামমোহন রায়ের ‘চারি প্রশ্ন’ বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

(গ) লালগোলা-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ১। ‘বঙ্গীয়-নাট্যশালার-ইতিহাস’ (পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হইয়াছে, ২। ‘সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা’ ১ম ও ২য় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ৩। এই তহবিলের অর্থে শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ৪র্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে।

ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ও পরিষদের “আজীবন সদস্য” শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, তাঁহার স্বামীর রচিত ও পরিষদ্-গ্রন্থাবলীভুক্ত ‘সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা’র অন্তর্গত গ্রন্থগুলির প্রচলিত সংস্করণ নিঃশেষিত হইলে এবং পরিষদের পক্ষে সেগুলি পুনঃপ্রকাশ করা সম্ভব না হইলে, যাহাতে সেগুলি প্রকাশ করিতে পারা যায়, তদুদ্দেশ্যে ১০৪৩৷৵০ টাকা দান করিয়া এই তহবিল স্থাপন করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ ও ‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’ গ্রন্থদ্বয়ের নূতন সংস্করণও এই তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইতে পারিবে। এই তহবিলে ব্রজেন্দ্রবাবুর কতিপয় বন্ধুও কিছু কিছু দান করিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—দ্বিপঞ্চাশত্তম ও ত্রিপঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারিটি যুগ্ম-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই ভাগে বিষয়-ভেদে এই ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে;—সংস্কৃত সাহিত্য ১, প্রাচীন সাহিত্য ৪, আধুনিক সাহিত্য ৬, ইতিহাস

---

* এই চরিতকথা মুদ্রণের আংশিক সাহায্য বাবদ “অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল” হইতে ৫১৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

ও প্রত্নতত্ত্ব ৫, দর্শন ১, ভাষাতত্ত্ব ১, বিবিধ ১। কাগজ নিয়ন্ত্রণের ফলে পত্রিকার কলেবর সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে।

পুথিশালা—আলোচ্য বর্ষে গৌড়ীয় মঠের সভ্যগণ পুথিশালায় এক বাণ্ডিল পুথি দান করিয়াছেন, সেগুলি বাছিয়া তালিকাভুক্ত করা হইতেছে। বর্ষশেষে ৫৯০৫ খানি পুথি (বাঙ্গালা ৩২৪৬, সংস্কৃত ২৩৯৪, তিব্বতী ২৪৪, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৪, হিন্দী ১ ও ফার্সী ১৩) তালিকাভুক্ত আছে। পুথিশালায় অনেক অনুসন্ধিৎসুকে প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৭৫৮ খানি পুস্তক ও সাময়িক-পত্রিকা (ক্রীত ৪৮০ ও উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত ২৭৮) সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীশিবাপ্রসন্ন বসু ১০১ বাঙ্গালা ও ইংরেজি পুস্তক দান করিয়াছেন। সংগৃহীত গ্রন্থগুলির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধামাধব হালদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতির রচিত কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ও প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এবং পরিসদ্‌গ্রন্থাবলীর এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে বহু প্রতিষ্ঠান হইতে উপহারস্বরূপ পুস্তক পত্রিকা পাওয়া গিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত (১) কৃষ্ণনগর কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন 'প্রবাসী'র ১ম বর্ষ হইতে ৪৬ বর্ষ পর্য্যন্ত (১৩০৮-১৩৫৩) সম্পূর্ণ বাঁধানো খণ্ডগুলি দান করিয়াছেন। (২) স্বর্গত হেমচন্দ্র মিত্রের পুত্র শ্রীঅরুণচন্দ্র মিত্র তাঁহার পিতার গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে ২৮১ খানি বাংলা ও ইংরেজি পুস্তক এবং ৮১ খণ্ড বিভিন্ন সাময়িক-পত্র দান করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ তারিখের অধিবেশনে পুস্তকালয়ের পুস্তক আদান-প্রদান সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে ;—"আগামী ১ আষাঢ় ১৩৫৩ হইতে প্রত্যেক সদস্য গ্রন্থাগার হইতে একখানি করিয়া বই পাঠার্থ বাড়ী লইয়া যাইতে পারিবেন। যদি কেহ এককালে দুইখানি করিয়া বই লইতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে অতিরিক্ত পুস্তকের জন্য প্রতি মাসে চারি আনা করিয়া দিতে হইবে।" এই মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছিল।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা সঙ্কলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বহু অনুসন্ধিৎসু পাঠককে পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্র আলোচনা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

বঙ্গীয় রাজ-সরকার—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ১৩৫২ ও ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকা হিসাবে ২৪০০৲ বঙ্গীয় রাজ-সরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজ-সরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন—আলোচ্য বর্ষে ১৩৫২ বঙ্গাব্দের জন্য কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ্ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল।

স্মৃতি-রক্ষা—স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভবন—আলোচ্য বর্ষে কাঁঠালপাড়াস্থ বঙ্কিম-ভবনের অল্প বিস্তর সংস্কারের আবশ্যকতা দেখা গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটী-শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, রাঁচী, কাশী, ভাগলপুর, নৈহাটী, বর্দ্ধমান ও জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর শাখায় যথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে নৈহাটী শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আয়-ব্যয়—১৩৫২ ও ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্বৃত্ত-পত্র সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় চাঁদা আদায় বিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। কলিকাতা ও মফস্বলে হাঙ্গামার দরুণ সুষ্ঠুভাবে চাঁদা আদায় করা সম্ভব হয় নাই। পরিষদের প্রতি মমত্ববোধবশতঃ যে সকল সদস্য এই সাময়িক অসুবিধা উপেক্ষা করিয়াও নিয়মিত চাঁদা দিয়া আসিয়াছেন, এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কলিকাতা করপোরেশনের ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের জন্য বার্ষিক দান না পাওয়ায় গ্রন্থাগারে প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থাদি খরিদ করিতে পারা যায় নাই। হিসাব-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী সমস্ত হিসাব যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১ ফাল্গুন, ১৩৫৪

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীসজনীকান্ত দাস
সম্পাদক